উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৮ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 24 July 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 67 COB

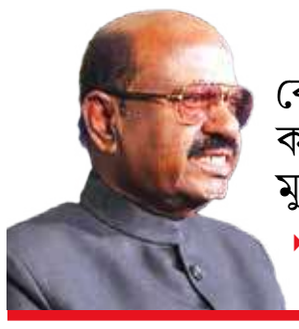

বোসকে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

পাঁচের পাতায়

দিল্লিতে কথা হতে পারে মমতা-সোনিয়ার

পাঁচের পাতায়

বিকশিত ভারত শরিকরা

নজরে মহিলা, তরুণ ও কৃষক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ৯টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার- কৃষি, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, উৎপাদন তথা পরিষেবা শিল্প, নগরোন্নয়ন, শক্তিসম্পদের বিকাশ, উদ্ভাবন ও গবেষণা এবং তরুণ প্রজন্মের স্বার্থে সংস্কার। এই যদি হয় কেন্দ্রীয় বাজেটের মূল ফোকাস, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে আয়করে ছাড়। আয়কর কাঠামোয় বড় রদবদল অবশ্য হয়নি। শুধু মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য কিছু সুবিধার ঘোষণা আছে।

কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে হচ্ছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। নতুন কর কাঠামোয় অবশ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার থেকে বেড়ে ৭৫ হাজার হচ্ছে। পারিবারিক পেনশনভোগীদের ডিডাকশনের পরিমাণও ১০ হাজার টাকা বাড়বে। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা (১০০ দিনের কাজ), পিএম কিষান, আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দে ধারাবাহিকতা রক্ষা এই বাজেটের আরেক বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ নীতি বদল বা সংস্কারের ইঙ্গিত নেই বলে অর্থনীতিবিদদের মত। তাঁরা মনে করছেন, বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্থিতাবস্থা রক্ষার মরিয়া চেষ্টার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বাজেট পেশের সময় মঙ্গলবার লোকসভা ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ট্রেজারি বেঞ্চ তো বটেই, বিরোধীদের একটি আসনও খালি ছিল না।

ভাষণের শুরুতে অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এবারের বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মধ্যবিত্ত, তরুণ, মহিলা ও কৃষকদের। কর্মসংস্থান বাড়াতে ৩টি পদক্ষেপ ঘোষণা করেন নির্মলা সীতারামন। পদক্ষেপগুলি হল, সংগঠিত ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত কর্মীদের ইপিএফে এক মাসের বেতনের সমতুল্য অর্থপ্রদান, প্রথম সারির বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলিতে স্টাইপেন্ড সহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ ও কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণের আশ্বাস ছিল অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে।

তাঁর ভাষণের পরেই বিরোধীদের মুখে বাজেটের কড়া সমালোচনা শুরু হতে মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সকলের উন্নতির বাজেট বোঝাতে চেয়ে তিনি বলেন, 'এই বাজেট সমাজের সব স্তরকে শক্তিশালী করবে। এর ফলে

> কুর্সি বাঁচাও বাজেট। শরিকদের তোষণ করতে গিয়ে অন্য রাজ্যের বরাদ্দে কোপ দেওয়া হয়েছে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

দেশের প্রান্তিক শ্রেণি এবং কৃষকদের উন্নতি হবে। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শক্তি জোগাবে এবারের বাজেট।' তাতে বিরোধীদের সমালোচনায় লাগাম পরেনি।

লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি 'কুর্সি বাঁচাও বাজেট' বলে কটাক্ষ করেন। গোটা বাজেটে সীতারামনের শুধুমাত্র 'অ্যাঞ্জেল কর' বাতিলের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস। শেয়ার বাজারে অনথিভুক্ত বা স্টার্টআপ সংস্থার মূল্য প্রকৃত বাজারদর থেকে বেড়ে গেলে এই কর কার্যকর হত। কংগ্রেস নেতা শশী থারুর অ্যাঞ্জেল কর বাতিলকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কিন্তু তৃণমূল বাজেটের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছে। বাজেট পেশের পরই প্রথম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদের বাইরে এজন্য উষ্মা প্রকাশ করেন। পরে কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাংলা কারও দয়া চায় না। কিন্তু তার সম্মানহানি হলে বাংলার মানুষ গর্জন করবে, ছেড়ে কথা বলবে না।' উত্তরবঙ্গের অপ্রাপ্তিও হয়ে ওঠে তৃণমূল নেত্রীর হাতিয়ার। তিনি বলেন, 'ভোটের সময়ে ওরা বড় বড় কথা বলেছিল। ভোটের পর দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংকে ভুলে গিয়েছে। এটাই ওদের ধরন। দার্জিলিং যেন এই বাজেটকে মনে রাখে।'

'ইন্ডিয়া' জোটের প্রায় সব দল এই বাজেটকে সরকার টিকিয়ে রাখতে বিজেপির শরিকদের খুশি করার প্রয়াস বলে সমালোচনায় সরব হয়। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব থেকে শুরু করে কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নানা কটাক্ষ করেন। মমতা বলেন, 'একটা সরকার অধ্যক্ষের পদ ও মন্ত্রিত্ব না দিয়ে শুধু টাকা দিয়ে শরিকদের খুশি রাখতে চাইছে। শরিকরাও তা মেনে নিচ্ছে।'

অর্থমন্ত্রীর দেড় ঘণ্টার বক্তৃতার অনেকটাজুড়েই ছিল বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা এবং আর্থিক বরাদ্দ। চন্দ্রবাবু নাইডুর অন্ধ্রপ্রদেশ ও নীতীশ কুমারের বিহার, বিজেপির শরিক শাসিত এই দুই রাজ্যের জন্য ঝুলি উপুড় করেছে অর্থমন্ত্রক। সড়ক নির্মাণ প্রকল্পগুলির অধিকাংশ পেয়েছে বিহার। বুদ্ধগয়া, রাজগির, বৈশালীতে তৈরি হবে এক্সপ্রেসওয়ে। বক্সারে গঙ্গার ওপর নতুন সেতু, মেডিকেল কলেজ, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পর্যটন, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিপুল কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেয়েছে নীতীশ কুমারের রাজ্য।

চন্দ্রবাবু নাইডুর স্বপ্নের রাজধানী অমরাবতী গড়ে তোলার দায়িত্ব কার্যত কাঁধে তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। অন্ধ্রপ্রদেশের বাড়তি প্রাপ্তি ১৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ। আবার অসম, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও সিকিমকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সাহায্যের ঘোষণা আছে বাজেটে। যদিও ওই দুই রাজ্যের সঙ্গে বাংলার নাম উচ্চারণ করেন সীতারামন।

এরপর দশের পাতায়

বড় ঘোষণা

আয়কর

- নতুন কর কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৭৫ হাজার টাকা
- **নতুন আয়কর কাঠামো : ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর শূন্য। ৩-৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ৫ শতাংশ হারে কর। ৭-১০ লক্ষ টাকা আয়ে করের হার ১০ শতাংশ। ১০-১২ লক্ষ টাকা আয়ে ১৫ শতাংশ কর। ১২-১৫ লক্ষ টাকার ক্ষেত্রে কর ২০ শতাংশ। ১৫ লক্ষের বেশি আয় হলে ৩০ শতাংশ হারে কর**
- নতুন কর কাঠামোয় বেতনভোগীদের সাশ্রয় ১৭,৫০০ টাকা
- বন্ধ অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স
- ব্যাংক-বিমা
- ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মুদ্রা লোন

দাম বাড়ল

- জৈব ক্ষতিসাধন প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের অন্তঃশুল্ক বাড়ল
- নির্দিষ্ট কিছু টেলিকম সামগ্রীর ওপর কর বাড়বে
- ১২ মাসের বেশি শেয়ার রাখলে বেশি কর দিতে হবে

দাম কমল

- মোবাইল ফোন, মোবাইল চার্জার
- সোনারুপো এবং প্ল্যাটিনামের অন্তঃশুল্ক
- সৌর প্যানেল নির্মাণে ব্যবহৃত মূল সামগ্রী
- ই-কমার্সের ক্ষেত্রে টিডিএস (উৎসমূলে কর)
- ফেরোনিকেট, ব্লিস্টার কপারের ওপর বহিঃশুল্ক উঠল
- ক্যামেরার লেন্স
- লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি
- বৈদ্যুতিক গাড়ি

গ্রাফিকস : তপু দেবনাথ

নজরে নবরত্ন

আবাস
- ৩ কোটি গৃহনির্মাণ
- শিল্প শ্রমিকদের জন্য বিশেষ হস্টেল
- দরিদ্র শহরবাসীর বাড়ির জন্য ১০ লক্ষ কোটি

কৃষি
- ১ কোটি কৃষককে জৈব চাষে উৎসাহ
- ৫ রাজ্যে চালু কিষান ক্রেডিট কার্ড
- কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিতে দেড় লক্ষ কোটি টাকা

শিক্ষা
- ৫ বছরে ২০ লক্ষ তরুণকে কারিগরি প্রশিক্ষণ
- উচ্চশিক্ষায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ

স্বাস্থ্য
- ক্যানসারের ৩টি ওষুধে কর ছাড়

পরিকাঠামো
- বরাদ্দ ১১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা
- নতুন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির খরচ ২৬ হাজার কোটি টাকা
- বিহারে নতুন বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ
- এক কোটি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল

শ্রম
- সংগঠিত ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত কর্মীদের ইপিএফে এক মাসের বেতন
- মাসিক ৫ হাজার টাকায় ইন্টার্নশিপ, এককালীন ৬ হাজার টাকা অনুদান
- প্রথম সারির ৫০০ সংস্থায় ইন্টার্নশিপ

নারীকল্যাণ
- মহিলাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ ৩ লক্ষ কোটি টাকা

জল সংরক্ষণ
- ১০০ বড় শহরে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা

পর্যটন
- নালন্দায় পর্যটনশিল্পের বিকাশ
- বিষ্ণুপদ ও মহাবোধি মন্দির করিডর সংস্কার
- ওডিশায় পর্যটনশিল্পে সাহায্য

এবার পুজো অনুদান ৮৫ হাজার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ জুলাই : 'শারদীয়া উপহারের' কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবছর পুজো কমিটিগুলিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। টাকার অঙ্কটা গতবছরের তুলনায় ১৫ হাজার টাকা বেশি। মঙ্গলবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। দূরের জেলাগুলির প্রশাসন ও পুজো উদ্যোক্তারা ব্লক ও মহকুমা অফিসের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি সেই বৈঠকে যোগ দেন। সেখানেই তাঁর ভাষণের শেষে মমতা জানিয়ে দেন এই অনুদানের কথা। এই মুহূর্তে রাজ্যে ৪৩ হাজারের বেশি পুজো কমিটি এই অনুদান পাবে। তার মধ্যে ২,৫০০ পুজো কমিটি মহিলা পরিচালিত।

সেইসঙ্গে এদিনই তিনি আগামী বছরে কত টাকা অনুদান দেবে রাজ্য সরকার, সেটাও জানিয়ে দেন। বলেন, 'স্ল্যাব একবারে বাড়ালে চলবে না। ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করেছিলাম। গত বছর ৭০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। এবার ৮৫ হাজার করলাম। আমি এখন কথা দিয়ে যাচ্ছি, আগামী বছর ১ লক্ষ টাকা করে দেব।'

স্বাভাবিকভাবেই পুজো কমিটিগুলি এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত খুশি। একইসঙ্গে ফায়ার লাইসেন্স সহ সরকারি পরিষেবার জন্য প্রদেয় ফি সম্পূর্ণ ছাড় করা হয়েছে। সিইএসসি এলাকায় বিদ্যুৎ বিলে ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বছর এই ছাড় ছিল ৫০ শতাংশ। মমতা বলেন, 'সিইএসসির সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। অরূপের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তারা ৭৫ শতাংশ ছাড় দিতে রাজি হয়েছে।'

প্রতি বছরই দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সাল থেকে অনুদান দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সাধারণ পুজো কমিটিগুলিকে ২৫ হাজার টাকা ও মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিগুলিকে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হত। ২০২০ সালে করোনোর কথা মাথায় রেখে এই অনুদানের পরিমাণ একধাক্কায় ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে বেড়েছে টাকার অঙ্ক।

ধাপে ধাপে

- ২০১৪ সাল থেকে অনুদান দেওয়া শুরু
- প্রথমে সাধারণ পুজো কমিটিগুলি ২৫ হাজার পেত
- মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিগুলি পেত ৩০ হাজার
- ২০২০ সালে এই অনুদানের অঙ্ক একধাক্কায় ৫০ হাজার হয়ে যায়
- গত বছর পুজো কমিটিগুলি পেয়েছিল ৭০ হাজার
- আগামী বছর ১ লক্ষ টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার

এদিন এই বৈঠকে জেলার পুজো কমিটিগুলি ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বক্তব্যও জানতে চান। কয়েকটি পুজো কমিটির বক্তব্যও শোনেন তিনি। এরপর বক্তব্যের প্রায় শেষপ্রান্তে মমতা বলেন, 'আপনারা যে জন্য অপেক্ষা করে আছেন, সেটা বলব তো? গতবছর ৭০ হাজার টাকা করে দিয়েছিলাম। এবার ৫০ হাজার করে দিই?' এরপরই মুচকি হেসে দেন মমতা। তারপর হাসতে হাসতেই বলেন, 'সবকিছু মাথায় রাখতে হয়... অনেক ছোট পুজো আছে। তাদের এই টাকাটাই সম্বল।'

অপ্রাপ্তি নিয়ে ফুঁসছে তৃণমূল

আজ প্রতিবাদ অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : বাংলার বঞ্চনার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাজেটেও। ১০০ দিনের কাজ, আবাস ইত্যাদি প্রকল্পে নতুন বরাদ্দ পরের কথা, বকেয়ার কী হবে, তার উল্লেখ নেই। প্রতিবেশী সিকিম ও অসমের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও বাংলার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। বাজেটকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র ও বাংলার সংঘাতের নতুন ফ্রন্ট খুলে গেল মঙ্গলবার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের পরেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

মঙ্গলবার লোকসভায় বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে অগ্রণী হলেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এই বাজেটে জিরো ওয়ারান্টি, জিরো গ্যারান্টি। নিজের সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারকে প্যাকেজ দিল। অথচ যে বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে নবজাগরণে দেশকে পথ দেখিয়েছে, তাকেই বঞ্চনা করা হল।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'এই বাজেট সম্পূর্ণ দিশাহীন। জনবিরোধী। কোনও ভিশন নেই। শুধু পলিটিকাল মিশন রয়েছে। আমি এতে কোনও আলো দেখছি না। আশপাশের সমস্ত রাজ্যকে টাকা দিল। বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করা হল।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখনও ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে কেন্দ্রের কাছে। এটা সাধারণ মানুষের বাজেট নয়।'

যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বাজেটকে যুগান্তকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে তৃণমূলের সুরে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি সরকার বরাবরই জনবিরোধী। এই বাজেটেও তার প্রমাণ হয়েছে।' ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে বকেয়া নিয়ে বাজেট ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের নাম কার্যত মুখেই নেননি নির্মলা সীতারামন।

তিনি শুধুমাত্র কলকাতা-অমৃতসর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর নির্মাণের ঘোষণা করেছেন। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা প্রতি বছরের বিষয় হলেও তা নিয়ন্ত্রণে কোনও ঘোষণা নেই বাজেটে। তবে কলকাতা মেট্রোর জন্য বরাদ্দ বেড়েছে। বাংলায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অবশ্য বাড়তি বরাদ্দ পেয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই বঞ্চনার জবাব বাংলা দেবে।

অভিষেক বলেন, 'বাংলা থেকে বিজেপির ১২ জন সাংসদ থাকলেও নিট ফল শূন্য। শুভেন্দু অধিকারী কিছুদিন আগে বলেছিলেন, 'যো হামারে সাথ, হাম উনকে সাথ।' সেই কথাই আজ প্রমাণিত হয়েছে।' একই সুরে তৃণমূলের রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'বাজেটে বাংলার জন্য কিছু নেই। এটা জনবিরোধী, বাংলা বিরোধী বাজেট।'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'মূল্যবৃদ্ধির দিকে নজরই নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। মাত্র ১ লক্ষ ছাত্রকে টাকা দেবে বলেছে। ১৩০ কোটির দেশে সেটা কিছুই নয়। আমরা তো সবাইকে দিই।' লোকসভার তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বড়লোকদের জন্য কিছু ছাড় দিলেও আসলে সাধারণ মানুষের জন্য এই বাজেট নয়।'

বিরোধিতার সুর

> এই বাজেট সম্পূর্ণ দিশাহীন। জনবিরোধী। কোনও ভিশন নেই। শুধু পলিটিকাল মিশন রয়েছে। আমি এতে কোনও আলো দেখছি না। আশপাশের সমস্ত রাজ্যকে টাকা দিল। বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করা হল।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

৪০০ পরিবারের স্বাস্থ্যের দায়িত্বে ডাক্তারি পড়ুয়ারা

গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ১০০ জন ডাক্তারি পড়ুয়া মিলে গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৪০০ পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দায়িত্ব নিয়েছেন। এই পরিবারগুলির কারও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও সমস্যা হলে এই হবু চিকিৎসকরাই তাঁদের দেখভাল করবেন। ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের গাইডলাইন মেনেই এই উদ্যোগ। কোচবিহারে এহেন উদ্যোগ এই প্রথম। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা দারুণ খুশি। এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেন, 'এর ফলে একদিকে যেমন গ্রামবাসীরা উপকৃত হবেন, তেমনই ডাক্তারি পড়ুয়ারা গ্রামবাসীদের রোগ ও তা নির্মূলীকরণে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।'

এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার কোচবিহার শহর লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেব কলোনির দেবেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে দন্তক নেওয়া ওই পরিবারগুলির পাশাপাশি সাধারণ বাসিন্দারাও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। শিবিরে ওই হবু চিকিৎসকদের পাশাপাশি চিকিৎসকরাও পরিষেবা দেন। দন্তক সম্পর্কিত হবু চিকিৎসকদের এই কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ মল্লিক বলেন, 'গ্রামের অনেক মানুষের মধ্যেই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা থাকে না। ডাক্তারি পড়ুয়াদের এই উদ্যোগের ফলে গ্রামবাসীরা অনেকটাই উপকৃত হবেন।'

দন্তক নেওয়ার পর গ্রামবাসীরা কী কী পরিষেবা পাবেন? আয়োজকরা জানিয়েছেন, এক-একজন পড়ুয়া তিন-পাঁচটি পরিবারকে দন্তক নিচ্ছেন। তা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই পড়ুয়ারা নিয়মিত তাঁদের দায়িত্বে থাকা পরিবারগুলির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সবধরনের খোঁজখবর রাখবেন। পরিবারগুলিতে নিয়মিত টিকাকরণের খেয়াল রাখা, অসুস্থ হলে সংশ্লিষ্টরা নিয়ম মেনে ওষুধ খাচ্ছেন কি না, চিকিৎসার প্রয়োজন হলে কোথায় কীভাবে চিকিৎসা করাতে হবে তার ব্যবস্থা করা, এসব খেয়াল রাখবেন। এই পড়ুয়ারা যতদিন এখানে পড়াশোনা করবেন ততদিনই এই কাজ চলবে।

হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে এদিন এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। সেখানে এমএসভিপি-র পাশাপাশি বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রোমি বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারি পড়ুয়া সুস্মিতা কুণ্ডুর কথায়, *এরপর দশের পাতায়*

দিশাহীন বাজেটে বঞ্চিত বাংলা

দীপঙ্কর দে
(অধ্যাপক-অর্থনীতি ও ম্যানেজমেন্ট)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, ২৩ জুলাই অর্থবর্ষ ২০২৪-২০২৫-এর বাজেট পেশ করলেন। বর্তমান অর্থবর্ষে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে ৪৮.২ লক্ষ কোটি টাকা। জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৭ শতাংশ। আয়-ব্যয়ের ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৪.৯ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী। তবে পাঠকদের স্মরণ থাকবে যে, গত মে মাসের ৩০ তারিখ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) ভারত সরকারকে তাদের বাৎসরিক মুনাফা থেকে ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান না করলে বাজেটে ঘাটতি ৪.৯ শতাংশ থেকে বেশি হত। তবে আর্থিক মন্দার সময় ওই বাড়তি টাকাটা ঘাটতি মেটানোর পরিবর্তে সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় করলে রাষ্ট্রের আর্থিক বিকাশে সহায়ক হবে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে নানাবিধ কর। বিত্তকর জুগিয়েছে ১৯ শতাংশ রেভিনিউ। জিএসটি খাতে জোগাড় হয়েছে ১৮ শতাংশ, কর্পোরেট সংস্থাগুলির অবদান ১৭ শতাংশ। ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটা বড় অংশই ধার্য করা হয়েছে পূর্ববর্তী ঋণ শোধ করতে। মোট আয়ের ১৯ শতাংশ খরচ হবে ঋণ শোধ করতে। রাজ্যগুলির প্রাপ্য ২১ শতাংশ। প্রতিরক্ষা ৮ শতাংশ, অনুদান (সাবসিডি) ৬ শতাংশ। গ্রাম উন্নয়ন খাতে ৫.৫ শতাংশ, কৃষিতে ৩.১৫ শতাংশ (গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে কম), শিক্ষায় ২.৬ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ১.৮ শতাংশ, সামাজিক উন্নয়নে ১.১৫ শতাংশ। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন এবছরও উপেক্ষিত থেকেই গেল।

সংসদে বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মাননীয়া অর্থমন্ত্রী। বলা হয়েছে, আগামী তিন বছরের মধ্যে সব কৃষিজমি ও কৃষকদের ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। তদুপরি খরিফ মরশুমে দেশের ৪০০ জেলার কৃষি পণ্যের তথ্য ডিজিটাইজড করা হবে। এর ফলে দেশের কৃষকদের কী উপকার হবে, তা বোধগম্য না হলেও রাষ্ট্র ও কর্পোরেট জগতের যে উপকার হবে তা বলাই বাহুল্য। কৃষক ও কৃষিপণ্যের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়বে।

কৃষিক্ষেত্রে আরও একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় , সেই উদ্দেশ্যে ১০৯টি নতুন উচ্চফলনশীল বীজ জোগান দেবে সরকার। *এরপর দশের পাতায়*

চা শিল্পের উল্লেখ নেই

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ জুলাই : চা নিয়ে কোনও ঘোষণা, প্যাকেজ বা টি বোর্ডকে চাঙ্গা করার নেই কোনও মন্ত্র। চা শ্রমিকদের জন্য ডুয়ার্সে একটি ইএসআই হাসপাতাল গড়ার কথা থাকলেও আলোচনার টেবিলে উচ্চবাচ্য নেই তা নিয়ে। সব মিলিয়ে মোদি-থ্রি সরকারের প্রথম বাজেটে হতাশ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির চালিকাশক্তি চা শিল্প মহল।

প্রত্যাশা ছিল কেন্দ্রেরই অধীনস্থ সংস্থা অ্যান্ড্রু ইউলের চা বাগানগুলির বকেয়া প্রাপক কয়েক হাজার শ্রমিক স্বার্থে আলাদা করে বরাদ্দ। পাশাপাশি নানা ধরনের সামাজিক প্রকল্পগুলিকে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এসটি, এসসি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত চা শ্রমিকদের মাঝে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয় কি না নজর ছিল সেদিকেও। দিনের শেষে সেসব আলাদা করে খুঁজে না পেয়ে তাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেই দেখা গিয়েছে ৩০০ বড় বাগান বা ক্ষুদ্র চা চাষের সঙ্গে জড়িত উত্তরের ৪০ হাজার চাষিকে।

বাজেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছেন কেন্দ্রীয় বাজেটে চা শিল্প নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রকল্পের ঘোষণা রুটিনমাফিক কোনও বিষয় নয়। দিল্লিতে চিনি বা গমের মতো এমন কোনও লবিও নেই যারা চা-কে বাজেটের খাতায় নিয়ে আসার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবুও নিজেদের দীর্ঘদিনের দাবি মোতাবেক চা, কফির মতো বাগিচা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত দেশের ৪০ লক্ষ শ্রমিক স্বার্থে কোনও ঘোষণা হয় কি না তার ওপর নজর ছিল উত্তরের চা বলয়েরও।

অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ও চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বাগিচা এলাকায় ভোটের সময় যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়ে গেছেন, বাজেটে সেসবের বিন্দুমাত্র নেই।' এনইউপিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'কোথায় গেল অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানের মহিলা ও শিশু কল্যাণে দ্বিতীয় মোদি সরকারের বাজেটে ঘোষিত ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের সেই প্রস্তাব।'

আইটিএ জানাচ্ছে, উৎপাদনশীলতা, নিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিকাঠামো, নয়া গবেষণা, পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের মতো ৯টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কথা বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। এর সুফল চা শিল্পেও মিলতে পারে। আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা-র প্রতিক্রিয়া, 'বাজেটে হয়তো চা শিল্প নিয়ে সরাসরি কিছু নেই। তবে সরকার অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে আমরা আশাবাদী।' চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ) চেয়ারপার্সন নয়নতারা পালচৌধুরী বলেন, 'বাজেটে গবেষণাখাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নিয়ে আমরা দারুণ আশাবাদী।'

আশা জাগিয়েও হতাশা বাজেটে

উত্তরে স্বপ্নভঙ্গ পর্যটন মহলের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : পর্যটনকে পাখির চোখ করে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল সমতলের শিলিগুড়ির পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়ে। ২৯টির বেশি দেশের অংশগ্রহণে পর্যটনকে কেন্দ্র করে 'রুটিরুজি'র স্বপ্ন দেখেছিল উত্তরবঙ্গ। কিন্তু বছর না ঘুরতেই স্বপ্ন পরিণত হল হতাশায়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের প্রস্তাবিত বাজেটে পর্যটন গুরুত্ব পেয়েছে বিহার ও ওড়িশা। ওড়িশায় সদ্য ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। বিহারের নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড হাত ধরেছে পদ্মের। এবারের লোকসভায় বাংলায় ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। তাই কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বরাবরের মতো এবারও রাজনীতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটবে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে- গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে তিনদিন ধরে চলা সম্মেলনে এমনই আশ্বাস ঘোরাফেরা করেছে পাহাড় থেকে সমতলে। কিন্তু বাজেটেই স্পষ্ট হয়ে গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের ওই আশ্বাস ছিল শুধুই মুখের বুলি। এবারের বাজেটে ধর্মীয় পর্যটনকে জোর দেওয়ার বেছে নেওয়া হয়েছে মূলত বিহার এবং ওড়িশাকে। ওড়িশার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনই বিহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন করিডর গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে রিলিজিয়াস ট্যুরিজমে নজর রেখেই। গত মাসেই নালন্দায় গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নালন্দার জন্য দরাজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ওড়িশা পাশাপাশি বিহারের একাধিক মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। কিন্তু এরাজ্যে বিভিন্ন মন্দির এবং মঠ থাকলেও তার উন্নয়নে একটি টাকাও বরাদ্দ করেননি অর্থমন্ত্রী। অথচ পশ্চিমবঙ্গকে বাইরে রেখে রিলিজিয়াস ট্যুরিজম সার্কিট ভাবাই যায় না বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ সহ এরাজ্যে প্রচুর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু তার প্রতিফলন নেই বাজেটে।'

উত্তরের গ্রামীণ পর্যটন এবং হোমস্টে সারা দেশে মডেল। ফলে বাজেটে উত্তরের পর্যটনের কথা থাকবে বলে মনে করেছিলেন এখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পলিসি, ইভেন্ট, প্রোমোশন এবং ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক প্রস্তাব দিয়েছেন। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনেও বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিফলন ঘটেনি বাজেটে।

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড টুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলছেন, 'কোভিডে যে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে, তা পূরণ করার কোনও দিশা পেলাম না। দুটি রাজ্য বাদে সামগ্রিকভাবে বাজেটে পর্যটনের জন্য কিছু নেই।'

স্মার্টফোনের ফাঁদ বোঝাতে উদ্যোগী পুলিশ

রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ জুলাই : উঠতি বয়সি স্কুল পড়ুয়াদের মোবাইল, ট্যাব কেনার টাকা দিচ্ছে খোদ সরকার। নবম, দশম শ্রেণিতে উঠলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলে বসছে তারা। কিন্তু সচেতন নয় সাইবার বিধি নিয়ে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অপব্যবহারে ক্ষতি নিয়ে ন্যূনতম ধারণাও নেই অনেকের। বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দিতে মাদারিহাট হাইস্কুল এবং মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে মঙ্গলবার মাদারিহাট হাইস্কুলে শিবির করল পুলিশ।

ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের উঠতি প্রজন্মের নেশার জালে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা বারবার সামনে আসছে। রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে চা বলয়ের নাবালক-নাবালিকাদের ভিনরাজ্যে পাচারের অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এ বিষয়ে মাদারিহাট থানার ওসি মিংমা শেরপা বলেন, 'মানব পাচার এবং ড্রাগের কারবার বন্ধ করতে পড়ুয়াদের শামিল করা হচ্ছে।' এদিন শিবিরে প্রায় সাতশোজনের চোখ পরীক্ষাও করা হয়। মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাজি রুনা লায়লা খানম বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের পড়ুয়ারা সচেতন করতে পুলিশের ওই পদক্ষেপ যথোপযুক্ত।'

হাতির হানায় মৃত্যুর সংখ্যায় দ্বিতীয় বাংলা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই : বুনো হাতির আক্রমণে প্রাণহানির ঘটনায় দেশের ১৫টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্য ওড়িশা। পশ্চিমবঙ্গে আবার উত্তরবঙ্গে ৭০ শতাংশ মানুষের মৃত্যুই হয়েছে হাতির হামলায়। সোমবার লোকসভায় সাংসদ রাধাকৃষ্ণান এবং অ্যান্টো অ্যান্থনির করা প্রশ্নের জবাবে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংহের পেশ করা রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে।

দুই সাংসদ বন প্রতিমন্ত্রীর থেকে দেশে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সরকার কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিচ্ছে? কেন্দ্রীয় বন প্রতিমন্ত্রীর গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯-'২০ সালে ১১৬ জন, ২০১৯-'২১ সালে ৪৭ জন, ২০২১-'২২ সালে ৭৭ জন, ২০২২-'২৩ সালে ৯৭ জন এবং ২০২৩-'২৪ সালে ৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতির হানায়। ওড়িশার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা যথাক্রমে ১১৭, ৯৩, ১১২, ১৪৮ এবং ১৫৪।

রিপোর্টে আরও দেখা গিয়েছে, হাতি উপদ্রুত অসম, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড়, কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে বাঘের আক্রমণে মহারাষ্ট্রে ৮২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর পরিসংখ্যান

- পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯-'২০ সালে ১১৬ জন হাতির হানায় মারা গিয়েছেন
- ২০২৯-'২১ সালে ৪৭ জন, ২০২১-'২২ সালে ৭৭ জন, ২০২২-'২৩ সালে ৯৭ জন
- ২০২৩-'২৪ সালে ৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতির হানায় এবং বাঘের আক্রমণে ১ জনে

পশ্চিমবঙ্গে মোট মৃত্যুর মধ্যে হাতির আক্রমণে মৃত্যুর পরিমাণটা ৭০ শতাংশ। তার মধ্যে আবার ৫০ শতাংশ জলপাইগুড়ির গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ এবং জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এলাকার। বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করা সংস্থা স্পোরের মুখপাত্র শ্যামাপ্রসাদ পান্ডের বক্তব্য, 'জলপাইগুড়ির জঙ্গল এবং চা বাগান ঘেরা অঞ্চলে প্রাণহানির ঘটনা বেশি। তাছাড়া, ভুটান এবং অসম থেকে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত হাতির পাল ডুয়ার্স রুটে বেশি চলাচল করছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা, চা বাগানে হাঁড়িয়া তৈরি ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। তাহলেই হাতির আক্রমণ কিছুটা হলেও কমবে।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, জঙ্গলের বাইরে বিভিন্ন চাষাবাদ করা হচ্ছে। হাতি নিজস্ব করিডর ধরে এগোনোর সময় ফসল খেতে আসছে। ভাঙচুর করছে বাড়ি, প্রাণহানিও ঘটছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং দপ্তরের তরফে স্থানীয়দের হাতির সামনে না যাওয়ার বিষয়ে বলা হচ্ছে বারবার। হাতি লোকালয়ে ঢুকলে বাজি-পটকা ফাটিয়ে হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এরপরে কারও মৃত্যু হলে বন দপ্তর মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।

সংস্কৃতি বিনিময়ে জাপান যাবেন শিলিগুড়ির রীতিকা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : ভারত-জাপান কালচারাল এক্সচেঞ্জ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির রীতিকা মুখোপাধ্যায়। চলতি বছর অগাস্টে এই কর্মশালায় অংশ নিতে টোকিওতে পাড়ি দেবেন আশ্রমপাড়ার রীতিকা।

অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই জাপানি ভাষা শেখার আগ্রহ জন্মায় রীতিকার। বিভিন্ন অ্যাপ এবং বই পড়ে কিছুটা শেখেনও। এরপর কলকাতায় যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করার পর গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে জাপানি ভাষা শেখেন। কোর্সের চতুর্থ বর্ষে এসে এবছর হঠাৎই তাঁর সামনে এই সুযোগ চলে আসে। ছোটবেলার স্বপ্ন এত তাড়াতাড়ি এভাবে পূরণ হতে চলেছে, তা ভেবেই উৎফুল্ল শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রাক্তনী রীতিকা।

দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও মজবুত করতে প্রতিবছর এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কখনও ভারতে, আবার কখনও জাপানে। এবছর জাপানে ১২ দিন

রীতিকা মুখোপাধ্যায়

ধরে এই কনফারেন্স হবে। সেখানে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদান হবে। ভারত থেকে মোট ১২ জন প্রতিনিধি ২১ অগাস্ট টোকিওর উদ্দেশে রওনা দেবেন।

জাপান যাওয়ার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন রীতিকা। তিনি বলেন, 'আগামীদিনে জাপানি ভাষায় প্রবন্ধ, বই লেখার ইচ্ছে রয়েছে। জাপান গিয়ে সেখানকার ভাষা, সংস্কৃতি সহ বহু বিষয় বিস্তারিত জানতে পারব।' এদিকে মেয়ের সাফল্যে খুশি বাবা অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। বলছেন, 'ছোট থেকেই জাপানি ভাষা শেখার মেয়ের আগ্রহ দেখেছি। এমন একটা কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, খুব ভালো লাগছে।' মেয়ের সাফল্যে গর্বিত মা তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়।

রীতিকা জানাচ্ছেন, এই কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য ভারত থেকে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের ইন্দো-জাপান কালচারাল এক্সচেঞ্জ কমিটি থেকেই নির্বাচন করা হয়েছে। জাপানি ভাষা শেখার পাশাপাশি সে দেশ ঘুরে দেখার সুযোগ এসেছে ভেবেই উৎসাহিত তিনি।

আজ টিভিতে

কোন পথে মোড় নেবে সুধা-তেজের সম্পর্ক? **শুভ বিবাহ**- ফুল না কাঁটা? সোম থেকে রবি রাত ৯টায় **স্টার জলসায়**।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বদনাম, বিকেল ৩.০০ অভিমন্যু, বিকেল ৫.৩৫ একাই একশো, রাত ৮.০৫ দেয়া নেয়া, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ বিধাতার খেলা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ অমানুষ, বিকেল ৪.০৫ শুধু একবার বলো, সন্ধ্যা ৭.৩০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৪০ বহ্নিশিখা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেয়া নেয়া

জলসা মুভিজে সন্ধ্যা ৭.৩০টায় **আনন্দ আশ্রম**।

আকাশ আটে বিকেল ৩.০৫ মিনিটে **দেবদাস**।

ডিডি বাংলায় দুপুর ২.৩০ মিনিটে **দেয়া নেয়া**।

TENDER NOTICE
No. 10 Malancha Gram Panchayat
E-NIT MEMO NO-147/MGP
Dt- 22.07.2024
Bid-Submission start date- 24.07.2024, Bid-Submission closing date- 31.07.2024, Bid-opening date 03.08.2024, Details content: wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, No. 10 Malancha G.P
Tapan Block, D/Dinajpur

EMPLOYMENT NOTICE
Applications in prescribed format are invited from eligible aspirants for filling up various teaching posts on contractual basis for a period of one year at Eklabya Model Residential School, Nagrakata, Jalpaiguri. Last date of receiving applications is 05-08-2024 upto 5.00 P.M. Detailed notification and application format is available in office notice board and district website **www.jalpaiguri.gov.in**
Sd/-
Member Secretary, District Committee
Of PBAKOSP, Jalpaiguri &
PO cum DWO, BCW & TD, Jalpaiguri

মালদা টাউন-উধনা জংশন-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনের চলাচল অব্যাহত থাকবে
আসন্ন পূজা, দীপাবলী, ছট ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন-উধনা জংশন-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বর্তমান সময়সূচী, স্টপেজ এবং গঠন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে আরও ১৭টি ট্রিপ চলবে :—
চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ : ট্রেন নং ০৩৪১৭ মালদা টাউন থেকে - ৪, ১১, ১৮, ২৫.০৮.২০২৪, ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯.০৯.২০২৪, ৬, ১৩, ২০, ২৭.১০.২০২৪, ৩, ১০, ১৭ ও ২৪.১১.২০২৪ (রবিবার)। ট্রেন নং ০৩৪১৮ উধনা জংশন থেকে - ৬, ১৩, ২০, ২৭.০৮.২০২৪, ৩, ১০, ১৭, ২৪.০৯.২০২৪, ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯.১০.২০২৪, ৫, ১২, ১৯ ও ২৬.১১.২০২৪ (মঙ্গলবার)।
অন্যান্য সকল নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী
আগস্ট' ২০২৪ মাসের জন্য ডিওয়াই সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।
জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৪	১৩-০৮-২০২৪ এবং ২৯-০৮-২০২৪

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৪	১৩-০৮-২০২৪ এবং ২৯-০৮-২০২৪

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৪	১৩-০৮-২০২৪ এবং ২৯-০৮-২০২৪

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে"

কর্মখালি
শিলিগুড়িতে হাউসকিপিং-এর জন্য ছেলে-মেয়ে প্রয়োজন। Ph : 8016822599. (M/M)

অ্যাফিডেভিট
আমি Sulakha devi Giri, স্বামী শম্ভু গিরি, ঠিকানা - নিউ সিনেমা রোড, দেশবন্ধুপাড়া, ওয়ার্ড নং 27 P/O, P/S শিলিগুড়ি, নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্ট, জিলা দার্জিলিং-এ Affidavit দ্বারা Sulekha devi Giri নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 74AB 882222, Dated 18-07-24 Sulakha devi Giri ও Sulekha devi Giri একই ব্যক্তি। (C/111671)

জ্যোতিষ
কামাখ্যা তারাপীঠ সিদ্ধতান্ত্রিক প্রশান্ত শাস্ত্রী বৃদ্ধা, বিবাহ,ব্যবসা, চাকুরি, মামলা- মোকদ্দমা, বশীকরণ, বিচ্ছেদ, বাস্তুবিচার, কালাজাদু, মাঙ্গলিক, কালসর্প গুরুচণ্ডাল দোষ, কামাখ্যা তারাপীঠ যজ্ঞ যে কোনও সমস্যা সমাধানে একমাত্র ভরসা। M : 9474179350.

প্রফেসর তন্দ্রাশী (Triple স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) গ্যারান্টি সহ ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রতিকারে চ্যালেঞ্জিং যে কোনও সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত এবং বাস্তুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। প্রতি ইং মাসের ২২-৩১ হিলকার্ট রোড, ১-৫ সিটি সেন্টার, ৬-৮ মালবাজার রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্সে বসছেন। (M) 7719371978.

ভর্তি
মেখলিগঞ্জ নেতাজি পিটিটি আই-এ ২০২৪-২৬ শিক্ষাবর্ষে ডিএলএড কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। ভর্তির শেষ তারিখ ২৭/০৭/২০২৪। যোগাযোগ ৯৮৫১০৭০৭৮৭. (C/111672)

শিক্ষাদীক্ষা
নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার অভিনব সহ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের ৮ দিন ক্লাস। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/111544)

বিক্রয়
3 BHK Flat (3rd flr) for sale (urgent), Subhashpally, Siliguri. M : 9434045896. (C/111545)

জলপাইগুড়ি হাকিমপাড়াতে টাউন ক্লাব সংলগ্ন প্রায় তিন কাঠা জমি বিক্রয়। যোগাযোগ - ৯৭৩৩৩৩৬৩১৭/৯৪৩৪৪৬৩৪৪৭।

জেনারেটর বিক্রি
মালদায় Honda Power Products-এর পেট্রোল চালিত ভালো কন্ডিশনের পোর্টেবল জেনারেটর বিক্রি হবে। মডেল নং EU 3oi/EU3ois, Rated output 2800 VA, Max. output 3000 VA, Voltage-230V, Petrol Fuel Tank Capacity 12.5 Ltr. যোগাযোগ-9064849072.

Recruitment Notice
Memo no. 3304 Dated : 22.07.24
Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of AYUSH Doctor (Homeopathy), Multi-purpose Worker (MPW) of Palliative Service. AYUSH Doctor (Ayurveda) & Multi-purpose Worker (MPW) of Ayurvidya under National AYUSH Mission for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৭৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৬২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৬৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE
E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No. 06/PS/PHD/2024-25, Date-22/07/2024 and Last date for submission of Bids-29/07/2024 upto 4-30 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

CORRIGENDUM
G-SAA Recruitment, Darjeeling District.
1. A corrigendum is issued w.r.t 591/DCPU/DRJ-24 Dated 12.07.2024 vide 617/ DCPU/DRJ-24 Dated 22.07.2024
2. The vacancy of Doctor shown therein is 'part time' in nature and the payment shall be guided as 'honorarium' and it shall be as per the scale as provided under the guidelines of Mission Vatsalya to the extent adopted by the GoWB in WCD & SW Department.
3. Copy available in district's website.
4. All further matters including corrigendum/ addendum/further communications, if any, shall be published in District Website. All the concerned are therefore requested to follow the district website of the Darjeeling District.
Sd/-
Member Secretary, DLSC,
& DSWO, Darjeeling

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষঃ আজ উত্তেজিত হবার কারণ সামনে আসতে পারে। মানসিক দুশ্চিন্তা। বৃষঃ কর্মস্থলে আপনার নিষ্ঠা প্রশংসিত হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে উন্নতি। শ্রমদানে আনন্দ। মিথুনঃ বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও কারণে প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কর্কটঃ গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগ। কোনও কারণে ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে। সিংহঃ দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় মানসিক শান্তি। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কন্যাঃ বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। সামান্য কারণেই রেগে গিয়ে কাজ নষ্ট করতে পারেন। তুলাঃ ব্যবসায় সামান্য মন্দা চলবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। বৃশ্চিকঃ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন। গৃহে সামান্য সংস্কার করতে হতে পারে। ধনুঃ ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান হওয়ায় খুশি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। মকরঃ কোনও দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। কুম্ভঃ দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কোনও লোভনীয় প্রস্তাব এলেই গ্রহণ করতে যাবেন না। মীনঃ আমদানি ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে যশ বৃদ্ধি হবে আপনার।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৮ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ২ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই ২০২৪, ৮ শাওন, সংবৎ ৩ শ্রাবণ বদি, ১৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১০।৩৭। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।১৫। সৌভাগ্যযোগ দিবা ৩।৩৭। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।৩৭ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।২৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।১৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।১৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৩৭ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।২৫ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।২৫ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।১৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৯ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।৪ মধ্যে ও ১। ৩২ গতে ৫।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৯ গতে ৩।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৪ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাজেট নিয়ে ভিন্নমুখী দুই মত

বাজেট পেশ করতে সংসদের পথে নির্মলা সীতারামন।

বাড়িয়ে দিতে পারে অর্থনৈতিক অসাম্য

বিজন চক্রবর্তী

(সচিব, নর্থবেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন)

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন উপর্যুপরি সাত বার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে সম্ভবত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সবচেয়ে বেশিবার বাজেট পেশ করার রেকর্ড আজ ভেঙে দিলেন। একজন অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে নতুন সংসদ ভবনে প্রথমবার এই বাজেট পেশের ঐতিহাসিক ক্ষণকে সরাসরি চাক্ষুষ করার অভিজ্ঞতা আমার হল। এটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে আনন্দের উপলব্ধি।

বাজেটের প্রসঙ্গে আসি। এবারের বাজেটে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য মাথায় রেখে মূলত নয়টি ভাগে ভাগ করে বাজেটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গতকাল যে আর্থিক সমীক্ষা ২০২৩-২৪ পেশ করা হয়েছিল, তাতে জিডিপি'র নিরিখে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। যদিও রিজার্ভ ব্যাংকের আগাম পূর্বাভাস ছিল ৮ শতাংশের মতো। কৃষিক্ষেত্রে ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ নিশ্চয়ই ভালো। তবে যেটা মূল সমস্যা- কৃষক কীভাবে দাম পাবেন, তার কোনও দিশা দেখতে পাওয়া যায়নি এবারের বাজেটে।

সবচেয়ে নজর কেড়েছে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য উপর্যুপরি বাজেট বরাদ্দ বোধহয় মোদি সরকারের শরিকি রাজনৈতিক চাপের দিকটি তুলে ধরেছে। এমন নীতি যদি বাজেটে দেখা যায়, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নতি সুসংগত হতে পারে না। দেশের অর্থনীতির মূল সমস্যা- চাহিদা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণ, গ্রামীণ রোজগার বৃদ্ধি, সর্বোপরি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কোনও আশু সমাধানের রেখাচিত্র তুলে ধরতে পারেননি অর্থমন্ত্রী সীতারামন। ব্যক্তিগত আয়কর কাঠামোয় বিশেষ কোনও ছাড় ঘোষণা করা হয়নি, যা থেকে সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়।

উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেতে থাকা রেল দুর্ঘটনা রুখতে কোনও আলাদা পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি। গ্রামীণ কর্মনিরাপত্তা আইনে কোনও বাড়তি সংস্থান ঘোষিত হয়নি যা থেকে গরিব মানুষ উপকৃত হতে পারেন বলে মনে করা হয়। এই বাজেট অর্থনৈতিক অসাম্যকে আরও বিস্তৃত করবে বলেই মনে হয়।

কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা

প্রবীণ আগরওয়াল

(শেয়ার বিশেষজ্ঞ)

নিবিড় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর সম্পর্কিত প্রস্তাবও মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তি ডেকে এনেছে, যেখানে আয়কর ছাড়ের প্রাথমিক সীমা ২.৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখে করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ যা করা হয়েছে, তাতে করদাতাদের আরও বেশি সুবিধা হবে। সঞ্চয়ের সুযোগ বাড়বে। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে উদ্দীপিত করার জন্য নতুন উৎপাদন সংস্থার করের হার কমানো হয়েছে, যা বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য জিএসটি'র প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে।

স্টার্ট আপ সংস্থায় এক বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে'র মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধির সুবিধা তৈরি হল।

দীর্ঘমেয়াদি ক্যাপিটাল গেইনে আজকের বাজেটে বর্তমানের ১০ শতাংশের পরিবর্তে নতুন ১২.৫ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি গেইনসে করের হার করা হয়েছে ২০ শতাংশ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় মনোযোগ দেওয়া হয়েছে নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেট প্রস্তাবে। যেখানে আগামী পাঁচ বছর ১ কোটি চাকরি সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি চালুর সুযোগ তৈরি হল। স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচিতে ৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় গ্রামীণ তরুণদের দক্ষতা উন্নতি ঘটবে। এছাড়া বাজেটে যে প্রস্তাব আছে, তাতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ২ লাখ নতুন কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা একটি বড় বিষয়।

সামগ্রিকভাবে, ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সামাজিক সাম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে।

বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেওয়াও ইতিবাচক ব্যাপার। পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে বিহারে। যার মধ্যে শুধু জাতীয় সড়ক নয়, গ্রামীণ রাস্তাকেও ধরা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য নতুন স্কুল, কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব ইতিবাচক।

সেতু তৈরি হলেও ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

সেতু সংযোগকারী রাস্তা হয়নি

নয়ারহাট, ২৩ জুলাই : নেন্দা নদীর গাড়িরঘাটে মাস দুয়েক আগেই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু সংযোগ রাস্তা এখনও তৈরি না হওয়ায় নতুন সেতুটি কাজে আসছে না বলে অভিযোগ। দ্রুত সংযোগ রাস্তা তৈরি করে সেতুটি চালু করার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি সংযোগ রাস্তার কাজ শুরু হবে। বর্ষার পরেই সেতুটি চালু করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির অর্থে সংযোগ রাস্তার দু'পাশে গার্ডওয়াল তৈরি করা হবে।'

কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় খলিসামারি ও কুর্শামারি গ্রামের মাঝে ওই নদীতে গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দকৃত অর্থে সেতুটি তৈরি করা হয়। ৪০ মিটার দীর্ঘ সেতুটির জন্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বছর দেড়েক আগে সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়। মাঝে নানা কারণে নির্মাণকাজে দেরি হলেও দুই মাস আগে কাজ শেষ হয়। তবে সেতুতে রং, দুই মুখে সংযোগ রাস্তা তৈরির কাজ এখনও বাকি। এতেই ক্ষুব্ধ সকলে। এলাকার বাসিন্দাদের ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা গোলজার হোসেনের কথায়, 'অনেকদিন ধরে আমরা ঘুরে যাতায়াত করছি। সেতুটি চালু হলে এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন। কুর্শামারি বাজার, পঞ্চায়েত অফিস, শিকারপুরে বিডিও অফিস ও মাথাভাঙ্গা শহরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।'

তবে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বর্ষার পরেই নতুন সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণসহায়ক অরিন্দম পোদ্দার বলেন, 'বর্ষার পরেই সেতুটি চালু করা সম্ভব হবে।' একই কথা বলেন সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার রাজীব সিংহ।

নেই শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা

শীতলকুচি, ২৩ জুলাই : শীতলকুচি ব্লকের শীতলকুচি-কার্জিরদিঘি সড়কের পাশেই কাটুয়ারপাড় এলাকায় শ্মশানঘাট নির্মাণ হয়েছে বেশ কয়েকবছর আগে। তবে এখনও শ্মশানঘাটে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়নি। হাঁটুজল পেরিয়ে মৃতদেহ সৎকার করতে যেতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। এদিকে, বিষয়টি বহুবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলছে। ফলে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীকে। বর্ষাকালে নদীতে জল বাড়লে সেই সমস্যা চরমে ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ বর্মন বলেন, 'শ্মশানঘাট যাওয়ার রাস্তা নির্মাণের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। রাস্তা না থাকায় বর্ষাকালে শ্মশানে পৌঁছানো যায় না।'

এ ব্যাপারে সরব হয়েছেন বিজেপির শীতলকুচি বিধানসভার কোকনভেনার কনকচন্দ্র বর্মন। তিনি বলেন, 'কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়াই কাজ করার ফলে এরকম হয়েছে। তৃণমূলের নেতারা নিজের ইচ্ছামতো সব করছে, মানুষের স্বার্থের কথা ভাবছে না।'

তৃণমূলের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ বলেন, 'এবিষয়ে বাসিন্দারা আমাকে জানায়নি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

দেশে ফেরত ৯ চালক

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার আরও নয়জন ট্রাকচালক বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরলেন। চালকরা ফিরলেও পণ্যবোঝাই ট্রাকগুলি আপাতত ওপারের ট্রাক টার্মিনাসেই থাকবে। এদিকে, চিকিৎসা ও অন্যান্য কারণে প্রায় ৩০ জন যাত্রী চেকপোস্ট দিয়ে এলেও মঙ্গলবার কোনও পড়ুয়া বাংলাদেশ থেকে দেশে ফেরেননি। গত শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রায় ৬০০ ডাক্তারি পড়ুয়া বাংলাদেশ ছেড়ে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে নিজেদের দেশে ফিরেছেন। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বুড়িমারি বন্দরে পণ্য নিয়ে গিয়ে ৩৪ জন ট্রাকচালক আটকে পড়েন। উত্তপ্ত বাংলাদেশে থাকাখাওয়া নিয়ে চালকদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে আলোচনার পর সোমবার ১৮ জন ট্রাকচালককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

ছাত্র আন্দোলনের জেরে বেশ কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে রয়েছে। মঙ্গলবারও চ্যাংরাবান্ধার স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ ও ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যে বহির্বাণিজ্য বন্ধ থাকে। টানা প্রায় চারদিন বাণিজ্য বন্ধ থাকায় ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর শুনসান। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে সেদিকে ব্যবসায়ীরা তাকিয়ে। এদিন সীমান্তে উপস্থিত থেকে ট্রাকচালকদের ভালোভাবে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আবদুল সামাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

রোজ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

ডিসান এক্সপ্রেস ক্লিনিকে সকাল 10টা-দুপুর 1টা

কার্ডিওলজি
Dr. Kailash Goyal, DM (Cardiology)

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
Dr. Vinit Khemka, DM (Gastro)

অর্থোপেডিক
Dr. Mrityunjoy Roy, MS (Orthopaedics)
Dr. Sankalp Kumar, MS (Orthopaedics)

নিউরো সার্জারি
Dr. Vishram Pandey, MCh (Neurosurgery)
Dr. Anurup Saha, MCh (Neurosurgery)

জেনারেল এবং ল্যাপ
Dr. Swetabh Suman, MS (General Surgery)
Dr. Sumit Agarwal, MS (General Surgery)

অবস্টেট্রিক্স এবং গাইনোকোলজি
Dr. Akansha Gupta, MS (Obs&y)

চেস্ট মেডিসিন
Dr. S Mridha, MD (Pulmonology)
Dr. Sujit Gupta, MD (Pulmonology)

ইন্টারনাল মেডিসিন
Dr. S K Sharwan, MD (Int. Medicine)
Dr. Avirup Majumdar, MD (Int. Medicine)

পেডিয়াট্রিক্স ও নিওনেটোলজি
Dr. Ankit Agarwal, MD (Pediatrics) Fellow-Indian Academy of Pediatrics & Neonatology

প্লাস্টিক সার্জারি
Dr. Pravin Kumar, MCh (Plastic Surgery)

ইউরোলজি
Dr. Kundan Kumar, MCh (Urology)

নেফ্রোলজি
Dr. Abhinaba Dabnath, DM (Nephrology)
Dr. Vikrant Deshmukh, DNB (Nephrology)

হেমাটো অঙ্কোলজি
Dr. Gunjan Prasad, D-NB (Clinical Haematology)

ইএনটি
Dr. Kasturi Mondal, MS (ENT)

ইন্টারভেনশন রেডিওলজি
Dr. Sanjay Sahu, MD (Radiology)

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের পাশে

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে রাজ্য সড়কে টোটো

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৩ জুলাই : মাথাভাঙ্গায় ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে বসেছে গার্ডরেল। সম্প্রতি ট্রাফিক পুলিশ ফ্লেক্স টাঙিয়ে রাজ্য সড়কে টোটো ওঠায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অথচ ওই রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে কর্তব্যরত পুলিশের সামনে দিয়েই দিনরাত অবাধে চলছে টোটো। তাঁদের এনিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া দূর অস্ত, কোনও হেলদোল নেই। এই ঘটনায় অন্য গাড়ির চালক সহ সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা, রাজ্য সড়কে এরপরও চলাচলকারী টোটোর বিরুদ্ধে পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? তাহলে এমন ফ্লেক্স লাগানোর যৌক্তিকতা কী?

বেসরকারি বাসের চালক দীনবন্ধু বর্মনের কথায়, 'জাতীয় ও রাজ্য সড়কে পুলিশের সামনে দিয়েই নিয়ম ভেঙে টোটো চলছে। ধীরগতির জন্য প্রায়ই টোটোর দুর্ঘটনা ঘটছে।' একই অভিযোগ সাফারিচালক সামসুল আলমের। তাঁর মন্তব্য, 'অধিকাংশ টোটোর চালকই আগে কখনও অন্য গাড়ি চালাননি। তাঁরা জাতীয় ও রাজ্য সড়কে চলাচলের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানেন না কিংবা মানেন না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে।' মাথাভাঙ্গা বাস, মিনিবাস ও ম্যাক্সি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি টোটন ভৌমিক বলেন, 'সরকারি নিয়মে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো সহ বেশ কিছু গাড়ির চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে, এদের বিরুদ্ধে কোনওদিনই ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। উলটে টোটোর জন্য দুর্ঘটনা ঘটলে অন্য গাড়ির চালকদের ওপর দোষ বর্তায়। বহুক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও দিতে হয়।'

আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ২০২৩-এর ৫ মে এক নির্দেশিকায় (মেমো নম্বর- ৪৮২ এসইসিওয়াই (টিআর)/২০২৩) পরিবহণ সচিব সমস্ত জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজ্যের জাতীয়, রাজ্য সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে টোটো, অটোরিকশা এবং তিন চাকার

নির্বিকার পুলিশ

> অধিকাংশ টোটোর চালকই আগে কখনও অন্য গাড়ি চালাননি। তাঁরা জাতীয় ও রাজ্য সড়কে চলাচলের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানেন না কিংবা মানেন না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।
>
> **সামসুল আলম,** সাফারিচালক

যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সেখানে কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কে টোটো, অটোরিকশা ও তিন চাকার গাড়ি চলাচলে প্রায়ই বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটছে। এনিয়ে পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনারও নির্দেশ দেওয়া হয়। এব্যাপারে মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনে পুলিশ এমন গাড়ি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।'

দু'সপ্তাহ পর তালা খুলল

ফুলবাড়ি, ২৩ জুলাই : সপ্তাহ দুয়েক আগে পঞ্চায়েত প্রধানের ঘরের দরজায় তালা লাগানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তারপর এতদিন পঞ্চায়েত বন্ধ হয়েছিল। মঙ্গলবার ফের খুলল। এদিন তালা খুলে নিজের ঘরে বসেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে। দু'সপ্তাহ বাদে এদিন প্রধানের ঘরের পাশাপাশি খোলা হয় মিটিং হলের দরজার তালাও। তালা খোলার পর এদিন মিটিং হলে উপপ্রধান স্বপ্না মজুমদার সরকার এবং অন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বিশেষ গ্রামসভা করেন প্রধান। তবে, এদিনের গ্রামসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও পঞ্চায়েত সদস্যকে দেখা যায়নি। প্রধান বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কাজের জন্য বিভিন্ন সভার আয়োজন করতে হয়। সেই সভার ছবি তারপর নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে হয়। তা না হলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়। ডিএম অফিস থেকে মিটিং করতে বলা হচ্ছিল।' অপরদিকে, দুটি ঘর তালাবন্ধ হয়ে থাকায় সাধারণ মানুষের পরিষেবার কাজও ব্যাহত হচ্ছিল। প্রশাসনকে জানানোর পরেও তালা খোলার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই এদিন অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে তালা দুটি খুলে ফেলা হয়েছে।

নিলাম ছাড়াই ঘাট পার

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ২৩ জুলাই : গত বছরের ঘাটের ইজারাদারদের সময়সীমা পাড় হয়ে গিয়েছে মে মাসেই। তারপর থেকে এখনও জলঢাকা নদীর কাউয়ার ঘাটের নিলাম হয়নি। ফলে গত দেড় মাস ধরে ঘাট পারাপার সম্পূর্ণভাবে বন্ধই ছিল। ফলে বিপাকে পড়েছিলেন গ্রামবাসীরা। তাই বর্তমানে নিলাম ছাড়াই ঘাট পারাপার চলছে। বর্তমানে তিনজন লোক রেখে নৌকায় ঘাটের যাত্রী পারাপারের কাজের পরিচালনা করছেন বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সিঙ্গিজানি এলাকার বাসিন্দা ভক্তরাম পোদ্দার। তাঁর কথায়, 'ইজারাদারদের সময়সীমা পার হয়ে গিয়েছে। তখন নদীতেও জল বাড়ে। তাদের ভালো ও বড় নৌকা না থাকায় আর ঘাটের পরিষেবা দেননি। ফলে বেশ কিছুদিন ঘাট পারাপার বন্ধ থাকে। তাই আপাতত নিলাম ছাড়াই পারাপার চলছে।'

দক্ষিণ সিঙ্গিজানি ও হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাড়ি এলাকার মাঝে রয়েছে জলঢাকা নদীর কাউয়ার ঘাট। কাউয়ার ঘাটের মালিকানা বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। প্রতিবছর ঘাটের নিলাম হয়। কিন্তু এবছর এখনও ঘাটের নিলাম হয়নি।

কাউয়ার ঘাটে চলছে নৌকায় যাতায়াত।

হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরাপোতা, দইভাঙ্গি, বাগবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ কাউয়ার ঘাট পার হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা হাটে যান। এছাড়া, এপারের অনেককে কাজের সূত্রে নদী পারাপার করতে হয়। তাই ঘাট বন্ধ থাকায় মানুষ বিপাকে পড়েন। বিষয়টি বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানানো হয়। এরপরই গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে প্রধানের মৌখিক অনুমতি নিয়েই ১৫ দিন ধরে ঘাটের পারাপারের কাজ পরিচালনা করছেন ভক্তরাম। তাঁর কথায়, 'মানুষ টাকা দিয়ে খেয়ায় পার হন। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্যই ঘাটে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেদিন ঘাটের নিলাম হবে। সেদিন ডাকের মাধ্যমে অন্য কেউ ঘাটের ইজারাদার হতে পারেন। তবে ততদিন পর্যন্ত আমরা ঘাটের পরিষেবা চালু রাখব।'

মঙ্গলবার ঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিত্যযাত্রী অভিজিৎ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আমাদের দুটি বাড়ি। পুরোনো বাড়ি হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দইভাঙ্গি এলাকায়। আরেকটি ফালাকাটার ভুটনিঘাটের পাকড়িতলায়। তাই নিয়মিত কাউয়ার ঘাট দিয়ে পারাপার করতে হয়। কিন্তু মাঝখানে দেড় মাসের মতো ঘাট বন্ধ থাকায় অনেক অসুবিধা হয়েছে। প্রায় ২৫ কিলোমিটার ঘুরপথে রামঠেঙ্গা ঘাট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। বর্তমানে এই ঘাটে পরিষেবা চালু হওয়ায় সুবিধা হয়েছে।'

বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের কারণে এবছর সঠিক সময়ে ঘাটের নিলাম করা যায়নি। মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় তাই আপাতত একজনকে ঘাট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ঘাটের নিলামের ব্যবস্থা করা হবে।'

আমন ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত। ঢাংটিংগুড়িতে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ।

সেগুন কাঠ উদ্ধার

বক্সিরহাট, ২৩ জুলাই : অসম থেকে বাংলায় প্রবেশের পথে সেগুন কাঠবোঝাই কনটেনার বাজেয়াপ্ত করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। অবৈধভাবে কাঠ পাচারের অভিযোগে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার রাতে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় সংলগ্ন নাকা চেকিং পয়েন্ট এলাকায় রুটিন তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেসময় একটি কনটেনারকে দাঁড় করান পুলিশকর্মীরা। পরিবহণের নথি দেখতে চাওয়া হলে অন্য সামগ্রীর পরিবহণের নথি দেখায় চালক। এরপর সন্দেহ হওয়ায় কনটেনারে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ। বন দপ্তরের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে কনটেনার থেকে ৩৫০ সিএফটি সেগুন কাঠের গুঁড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বন বিভাগের নাগুরহাট বিট অফিসার তপন নার্জিনারি বলেন, 'কাঠবোঝাই কনটেনার আটক করে তা হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য ১৪ লক্ষ টাকা।'

খাঁচাবন্দি বাঘ

বড়দিঘি, ২৩ জুলাই : চারদিন পার হতে না হতেই মঙ্গলবার ফের মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া চা বাগানে বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি মাদি চিতাবাঘ। গত শুক্রবার একই স্থানে একটি মর্দা চিতাবাঘ আটক হয়। এদিন বন্দি চিতাবাঘটিকে বনাঞ্চলের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ধানের চারা লাগিয়ে বিক্ষোভ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৩ জুলাই : কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। এখন সেখানে কাদায় ভর্তি। ওই রাস্তায় নামা মানে পায়ে কাদা মেখে বাড়ি ফেরা। গ্রামবাসীরা বলছেন, ওটা রাস্তা না চাষের জমি, বোঝা দায়। সেজন্য কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা মঙ্গলবার ধানের চারা রোপণ করে বিক্ষোভ দেখালেন। স্থানীয় জয়ন্ত রায় বলেন, 'কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। আর এটা এবছরের নতুন ভোগান্তি নয়। প্রত্যেক বছরই হয়। এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছি, এরপরও রাস্তা সংস্কার না করা হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরে তালা লাগানো হবে।'

মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১১৩ উপনচৌকির ওই গ্রামটির রাস্তার একেবারে খারাপ অবস্থা। প্রায় এক কিমি কাঁচা রাস্তায় জলকাদার সৌজন্যে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অথচ এই রাস্তা দিয়েই গ্রামের বাসিন্দারা অন্য গ্রামে যাতায়াত করেন। কুচলিবাড়ি বাজার কিংবা ধাপড়াহাট বাজার যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই রাস্তাটিই ভরসা। তারপরেও স্থানীয় প্রশাসনের কোনও হেলদোল না থাকায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে দেন। তাঁদের দাবি, বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রধানকে রাস্তাটি সংস্কারের কথা জানালেও রাস্তা সংস্কারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

মধ্যপাড়া গ্রামে রাস্তায় কাদা।

যার জেরে মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের জলকাদা পেরিয়েই হাট সহ বাকি জায়গায় যেতে হয়। আরেক গ্রামবাসী হরিশংকর রায় বলেন, 'রাস্তাটা একেবারে কৃষিজমির চেহারা নিয়েছে। তাই ধানের চারা লাগানো হয়।' এরপরও রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে পরবর্তীতে আরও বড় আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিলেন তাঁরা। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান নিরোলা ওরাওঁ বলেন, 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখে প্রাথমিকভাবে কাদা কমানোর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সেটা দেখছি। ওই রাস্তায় বালি-পাথর ফেলা যায় কি না দেখা হচ্ছে।'

উদ্ধার ২ কিশোরী

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : অসম থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে আটক হল দুই কিশোরী। জিআরপিএফের নজরে আসতেই জিজ্ঞাসাবাদের পর সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের। ওই দুই কিশোরী তাদের এক পরিচিত দাদার কাছ থেকে দিল্লিতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি দুই কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস
২৮ জুলাই

সঠিক পদক্ষেপের এখনই সময়

মেডিকার বিশেষ হেপাটাইটিস প্যাকেজে আপনার লিভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিন

প্যাকেজের মূল্য - ~~৪০২৫~~/-
(বিশেষজ্ঞের পরামর্শ সহ)

আমাদের অফার - ৩১০৯/-

(প্যাকেজে আছে - Creatinine , LFT, TLC, CBC, Lipid Profile, HbA1c & Consultation)

এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি এবং ERCP তে 20% ছাড় (ডাক্তারের পরামর্শে)*

বিনামূল্যে Fibroscan & Hydrogen Breath Test*

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

আমাদের বিশেষজ্ঞ :

বৈধতা -২৫ থেকে ৩১শে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত

ডাঃ পিনাকী সুন্দর কর, কনসালটেন্ট - গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি এবং হেপাটোলজি
MBBS, DNB (Medicine), DM (Hepatology & Gastroenterology) from I.L.B.S (Institute of Liver & Biliary Sciences) New Delhi, Fellowship - A.A.S.L.D, Associate Fellowship - NAMS Delhi

বিশদ জানতে ফোন করুন
03532518667
9046158218

মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ 734003

সুষ্ঠু দুর্গোৎসব আয়োজনে তৎপর কোচবিহার জেলা প্রশাসন

অনুদান বৃদ্ধিতে খুশি উদ্যোক্তারা

কোচবিহার ব্যুরো

২৩ জুলাই : দুর্গাপুজোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে অনুদানের পরিমাণ এবারে ১৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ বিলে ছাড়ের পরিমাণ অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়ায় কোচবিহারের দুর্গাপুজো কমিটিগুলি খুবই খুশি। অন্যদিকে, সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো সারতে প্রশাসনও তৎপর। তারা কী ধরনের প্রতিমা ও মণ্ডপ বানাতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে উদ্যোক্তাদের আগে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় স্থানীয় প্রশাসনকে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে বলে বলা হয়েছে। এছাড়া পুজোয় যে সমস্ত জায়গায় বেশি লোকসমাগম হয়, সে সমস্ত জায়গায় বেশি করে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ', 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান'-এর মতো বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দিতে বলা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর রাজ্যের সমস্ত জেলাকে পুজো কার্নিভাল করার কথা বলা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে যাতে সেটি করা যায় সেজন্য উদ্যোক্তারা এখন থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন।

কোচবিহার জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, গত বছর জেলায় মোট ৬৬৫টি অনুমোদনপ্রাপ্ত দুর্গাপুজো হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ১২৬৬টি দুর্গাপুজো হয়। অনুমোদনপ্রাপ্ত পুজোগুলির মধ্যে কোচবিহার সদরে ২১১টি, তুফানগঞ্জে ১১৩টি, দিনহাটায় ১১৬টি, মাথাভাঙ্গায় ১২৭টি, মেখলিগঞ্জে ৯৮টি পুজো হয়েছে। এবারও জেলাজুড়ে কমবেশি একই সংখ্যক পুজো হওয়ার কথা।

গাইডলাইন

- প্রতিমা ও মণ্ডপ নিয়ে আগে থেকেই পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে হবে
- নিরঞ্জনের সময় পর্যাপ্ত আলো, নিরাপত্তা ও ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে
- যে সমস্ত জায়গায় বেশি লোকসমাগম হয়, সেখানে বেশি করে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন
- ১৫ অক্টোবর সুষ্ঠুভাবে পুজো কার্নিভ্যাল করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

এদিন জেলা শাসকের দপ্তর সহ জেলার প্রায় সমস্ত বিডিও অফিসে পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক হয়। জেলা শাসকের দপ্তরে বৈঠকে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, কোচবিহার সদরের মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহার-১'এর বিডিও শ্রেয়সী নস্কর বলেন, 'এদিন অফিসে বৈঠকে ব্লকের ৫৭টি ও পুরসভার ১৭টিকে ধরে ৭৪টি পুজো কমিটি এসেছিল। তাদের নিয়ে পুজো সংক্রান্ত বৈঠক করা হয়েছে।'

রাজ্য সরকারের ঘোষণার পর পুজো কমিটিগুলি খুবই খুশি। কোচবিহার শহরের শান্তিকুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার পুজো কমিটির পক্ষে শংকর রায় বললেন, 'রাজ্য সরকার এবার পুজোর আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুতের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ছাড় বাড়িয়েছে। এতে আমাদের পুজো করতে সুবিধা হবে।' কোচবিহার নিউটাউন ইউনিট পুজো কমিটির পক্ষে অভিষেক সিংহ রায়ের বক্তব্য, 'এভাবে পুজো কমিটিগুলির পাশে থাকবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সরকারি অনুদানের বেশিরভাগটাই আমরা সামাজিক কর্মসূচিতে খরচ করে থাকি।' কোচবিহার-২ ব্লকের নাট্যসংঘ ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক জহর রায় তো আনন্দে ডগমগ, 'এবার আমাদের ৭৫তম দুর্গোৎসব। পুজো অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় আমাদের খুবই সুবিধা হল। খুব ভালোভাবে পুজো করা সম্ভব হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উচ্ছেদ অভিযানের পর।। গঙ্গারামপুরে ইন্দ্রজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

আহত ৪

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ জুলাই : চ্যাংরাবান্ধায় মেখলিগঞ্জ ব্লক অফিসের সামনে বাইক দুর্ঘটনায় চারজন আহত হন। মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরির বাসিন্দা বাবুল হোসেন বাইকে করে মঙ্গলবার বিকেলে মেখলিগঞ্জ বিডিওর অফিসে ঢোকার সময় পেছন দিক থেকে আসা আরেকটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। দ্বিতীয় বাইকটির তিন আরোহী জয় সরকার, প্রণয় সরকার এবং রিন্টু সরকার রাস্তায় পড়ে যান। সকলকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবুলের হাতে চোট লেগেছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনজনের মাথায়, পায়ে আঘাত থাকায় তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সামগ্রী বিতরণ

পারডুবি, ২৩ জুলাই : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ব্লকের কয়েকটি এলাকার প্রান্তিক কৃষকদের মঙ্গলবার কৃষি সরঞ্জাম দেওয়া হয়। এদিন জলসেচের জন্য কৃষকদের স্প্রিংকলার এবং পাইপ দেওয়া হয়েছে। ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মলয়কুমার মণ্ডল বলেন, 'যাঁরা কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁদের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে এদিনের এই কর্মসূচি।' কৃষক পঙ্কজ দাস, নিরঞ্জন সরকাররা যন্ত্রপাতি পেয়ে খুশি, এবার তাঁদের কৃষিকাজে সুবিধা হবে।

অভিযান

দিনহাটা, ২৩ জুলাই : দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগর সহ একাধিক গ্রামীণ বাজারে সোমবার রাতে অভিযান চালালেন ব্লক এবং মহকুমা প্রশাসনের কর্তারা। মূলত গ্রামীণ বাজারগুলিতে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি সবজির দাম খতিয়ে দেখতে অভিযানে বের হন দিনহাটা-১'এর বিডিও গঙ্গা ছেত্রী সহ অন্যরা। সরেজমিনে দাম যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

বাজার বন্ধ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ জুলাই : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা পুরোনো বাজারে সবজি বাজার বন্ধ ছিল। সবজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালচান বর্মনের কথায়, 'শনিবার সবজি বিক্রেতা তথা আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য শচীন বর্মন বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। সমিতির নিয়ম অনুসারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন সবজি বাজার বন্ধ রাখা হয়।'

পথ দুর্ঘটনা

সিতাই, ২৩ জুলাই : দিনহাটা থানার গোসানিমারি গার্লস হাইস্কুলের সামনে রাজ্য সড়কের ওপর এক স্কুল ছাত্রীকে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইক পড়ে যায়। আহত বাইকচালককে স্থানীয়রা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। জখম ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছে গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বৃক্ষরোপণ

ফেশ্যাবাড়ি, ২৩ জুলাই : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করা হল। মঙ্গলবার কোচবিহার-১ ব্লকের পূর্ব মোয়ামারি জুনিয়ার হাইস্কুল চত্বরে এদিন গাছ লাগানো হয়। পড়ুয়াদের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা রত্না বর্মন এবং অন্য শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিশিগঞ্জে রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি। মঙ্গলবার বিকেলে। - সংবাদচিত্র

বাসের সঙ্গে ধাক্কা, মৃত্যু পিকআপ ভ্যানচালকের

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার বিকালে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে নিশিগঞ্জের পশ্চিমপাড়ায় যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়। রফিকুল হোসেন (২৩) নামে ওই ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানটি চালাচ্ছিলেন। তিনি কোচবিহার-২ ব্লকের খাগড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। সংঘর্ষের তীব্রতায় পিকআপ ভ্যানটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চালক ভ্যানটির ভিতরে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। পিকআপ ভ্যানের চালককে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কতর্ব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে আর্থমুভার দিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে সরানো হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেন হালদার প্রমুখ দুর্ঘটনাস্থলে যান। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান।

মদভর্তি কার্টন নিয়ে ভ্যানটি কোচবিহার-২ ব্লকের সোনারি থেকে মাথাভাঙ্গার দিকে আসছিল। স্থানীয় বাসিন্দা মিষ্টু সাহা বলেন, 'বিকেল ৫টা নাগাদ প্রচণ্ড শব্দ শুনে এসে দেখি দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।' বিকালে সামান্য বৃষ্টির পরই নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয়দের অনুমান। দুর্ঘটনার পর চার বাসযাত্রীকে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে পরিমল দত্ত, লক্ষ্মী দত্ত, প্রীতম দত্ত কোচবিহার-১ ব্লকের ধলুয়াবাড়ির বাসিন্দা।

বাসযাত্রী ফিরদৌস হক নামে অপর এক তরুণকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাসযাত্রী বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, 'বাসচালকের তৎপরতায় যাত্রীদের বড়সড়ো সমস্যা হয়নি।'

জাতীয় সড়কে টোটো, পদক্ষেপ পুলিশের

টোটোর ডান পাশে রড লাগানোর ব্যবস্থা পুলিশের। ছবি : জয়দেব দাস

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য ও জাতীয় সড়কে চলছে টোটো। পুলিশের তরফ থেকে অভিযান এবং সচেতনতামূলক প্রচার করা হলেও টোটোচালকদের একাংশের কোনও হুঁশ নেই বলে অভিযোগ। সেই সব টোটোচালকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি (ট্রাফিক) কুতুবউদ্দিন খান। তিনি বলেন, 'আমরা খাগড়াবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, বক্সিরহাট সহ সর্বত্র প্রচার চালাচ্ছি। যাঁরা নিয়ম ভাঙছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এদিন শহরতলির খাগড়াবাড়ি মোড়ে গিয়ে দেখা গেল, পুলিশের তরফে সেখানে সচেতনতামূলক পোস্টার লাগানো রয়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে, 'টোটো জাতীয় সড়কে ওঠা সম্পূর্ণ নিষেধ।' অথচ সংলগ্ন এলাকাতেই বেশ কিছু টোটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সেখানেই শেষ নয়। জাতীয় ও রাজ্য সড়কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যাত্রী নিয়ে টোটো যাতায়াত করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও কয়েকবার ওই এলাকার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। এধরনের ঘটনা জানা সত্ত্বেও কেন টোটোচালকেরা সচেতন নন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

রাজ্য এবং জাতীয় সড়কে টোটোর দৌরাত্ম্য বাড়ায় শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। যদিও পুলিশের তরফে এবিষয়ে খাগড়াবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, বক্সিরহাট এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকাতে সর্বত্র প্রচার চালানো হচ্ছে। ডিএসপি (ট্রাফিক)-কেও এবিষয়ে টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। পথচারী অলোক দাসের কথায়, 'জাতীয় কিংবা রাজ্য সড়কে সবসময় বড় বড় গাড়ি যাতায়াত করে। সেই সব রাস্তায় টোটো চলাচল করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। এবিষয়ে চালকদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা টোটো শ্রমিক ই-রিকশা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গগন গোস্বামীর বক্তব্য, 'ইউনিয়নগতভাবে বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কিছুক্ষেত্রে বাইরের টোটোচালকরা ওই রাস্তায় ঢুকে যাচ্ছেন।'

ফুটপাথে অবৈধ দোকানের জায়গায় টোটো

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : এতদিন ছিল দোকানপাট, এবার সেখানে দাঁড় করানো থাকছে টোটো। ফলে শহরের ফুটপাথ দখলের সমস্যা সেই তিমিরেই রয়েছে। শহরবাসীকে এখনও ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে যানজটও হচ্ছে।

শহরের রাস্তার ধারে কিংবা ফুটপাথজুড়ে অবৈধ দোকানপাট বসার রীতি প্রচলিত ছিল অনেকদিন ধরেই। ফলে পথচলতিদের রাস্তা দিয়ে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে সম্প্রতি এইসব জবরদখল তুলতে কোচবিহার পুলিশ, প্রশাসন থেকে পুরসভা অভিযানে নেমেছিল। তারপরে শহরের বেশিরভাগ জবরদখল উঠে যায়। রাস্তার ধারে, ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকান তুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন পথচারীরা ফুটপাথ ধরে হেঁটেছেন। কিন্তু দিনকয়েক যেতে না যেতে যে-কে-সেই! ফের ফুটপাথ ছেড়ে পথচারীদের নামতে হল রাস্তায়। কারণ রাস্তার ধার ঘেঁষে কিংবা ফুটপাথের একাংশে রাখা হচ্ছে সারি সারি টোটো। শহরের এক বাসিন্দার কথায়, 'ফুটপাথ দখল করে রাখা দোকানপাট তোলার পর মাত্র কয়েকদিন ফুটপাথ ধরে হাঁটতে পেরেছি। এখন আবার সেই রাস্তা দিয়েই হেঁটে যেতে হচ্ছে। ব্যস্ত রাস্তায় হাঁটা মানে ঝুঁকি নিয়ে চলা।'

কোচবিহার শহরে বর্তমানে কত হাজার টোটো চলছে, তার কোনও হিসেব নেই পুরসভা কিংবা জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের কাছে। সেইসঙ্গে না আছে টোটোর কোনও সঠিক রুট বা স্ট্যান্ড। শহরবাসীর ক্ষোভ, প্রশাসনিক গাফিলতি এবং উদাসীনতার কারণে এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে তাঁদের।

টোটোচালক বিমল বর্মন বলেন, 'আমরাই বা কী করব। কোথাও তো একটা টোটোকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। স্ট্যান্ড থাকলে এই সমস্যাটাই হত না।' একই কথা বললেন রফিক ইসলামরা। নির্দিষ্ট টোটোস্ট্যান্ড না থাকায় রাস্তার ওপর থেকে যাত্রীরা ওঠানামা করছেন। যাত্রী এলে টোটো নিয়ে চালক চলে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ জায়গাটি ফাঁকা থাকছে, পরে আবার অন্য টোটো এসে দাঁড়িয়ে থাকছে। সপ্তাহখানেক ধরে এই নতুন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি কুতুবউদ্দিন খান বলছেন, 'টোটো নিয়ে যা পদক্ষেপ করার ট্রাফিক পুলিশ তা করছে। তবে স্ট্যান্ড কিংবা পার্কিংয়ের বিষয়টি পুরসভা দেখবে। তবে শহরের যে জায়গাগুলো খালি হয়েছে, সেখানে যাতে টোটো না দাঁড়ায়, সেটা দেখা হচ্ছে।' কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সমস্যাটি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ভার্চুয়াল মিটিং

কালচিনি ও সোনাপুর, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার দুর্গাপুজো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল মিটিং করেন। ওই মিটিংয়ে কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার পুজো উদ্যোক্তা কমিটিকে ডাকা হয়। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বক্তব্য শোনেন পুজো উদ্যোক্তারা। এবছর পুজো কমিটির অনুদান বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

উন্নয়নের দাবি

সোনাপুর, ২৩ জুলাই : বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। তবে বরাদ্দ বাড়ছে না মিড-ডে মিলের। কম বরাদ্দ থাকায় সমস্যা দেখা যাচ্ছে। মিড-ডে মিল সংক্রান্ত আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিওকে স্মারকলিপি দিলেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা।

পুণ্ডিবাড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর মেজবাবুর

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ২৩ জুলাই : এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল পুণ্ডিবাড়ি থানা। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ থানার সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সিভিক ভলান্টিয়াররা। পাশাপাশি এদিন তাঁরা দিনভর কর্মবিরতি পালন করেন। অভিযোগ, সোমবার রাতে কর্মরত অবস্থায় সন্তোষ দাস নামের এই সিভিক ভলান্টিয়ারকে কোনও কারণ ছাড়াই থানার ভেতরে বেধড়ক মারধর করেন পুণ্ডিবাড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার ওরফে মেজোবাবু চন্দ্রনাথ বটব্যাল ও এএসআই মহম্মদ শরিফুল হক।

সন্তোষ জানিয়েছেন, সোমবার রাতে তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। আচমকা মেজোবাবু তাঁর কলার ধরে মারতে মারতে থানার ভেতরে নিয়ে আসেন। তারপর তিনি এবং এএসআই শরিফুল হক দুজনে মিলে তাঁর ওপর বেধড়ক মারধর চালান। পাশাপাশি নানারকম হুমকিও দেওয়া হয় তাঁকে। পরবর্তীতে থানার ওসি গভীর রাতে তাঁকে ছেড়ে দেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য পালটা বললেন, 'আমি এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এই ঘটনার তদন্তে নেমেছি। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারটি ডিউটির সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। ওই রাতেই তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এছারাও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই যাবতীয় সমস্ত বিষয়ে আরও গভীর তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অভিযোগ

- সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের অভিযোগ উঠল পুণ্ডিবাড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার ও এএসআইয়ের ওপর
- প্রতিবাদে থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় ৩০০ সিভিক ভলান্টিয়ার
- তাঁদের আরও অভিযোগ, থানার মেজোবাবু তাঁদেরকে বিভিন্ন অনৈতিক কাজের নির্দেশ দিতেন
- যদিও কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ জেলা পুলিশ সুপার

মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রায় ৩০০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার থানার সামনে জমায়েত হতে শুরু করেন। বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁরা থানার মেইন গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। সন্তোষ ছাড়াও তাঁদের মধ্যে আরও কয়েকজনের অভিযোগ, থানার এই মেজোবাবু বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নানারকম অনৈতিক কাজ করার নির্দেশ দিতেন। সেই নির্দেশ না মানলে তাঁদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, যেখানে পুলিশ সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেয় সেখানে পুলিশেরই এখন নিরাপত্তার অভাব। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কীভাবে কাজ করবেন, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন সিভিক ভলান্টয়াররা।

এদিন বিক্ষোভে তাঁরা অবিলম্বে সেকেন্ড অফিসার চন্দ্রনাথ বটব্যাল এবং এএসআই শরিফুল হকের কঠিন শাস্তি ও বদলির দাবি করেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দুই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তাঁদের এই কর্মবিরতি চলবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

কিছুদিন আগেই নারী নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল পুণ্ডিবাড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার তথা মেজোবাবু চন্দ্রনাথ বটব্যাল এবং এএসআই শরিফুল হকের বিরুদ্ধে। এবার ফের তাঁদের বিরুদ্ধেই মারধর ও গালিগালাজের অভিযোগ। বারবার এমন ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কেন চুপ, এনিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

উল্লারখাওয়া সেতুর ঢালাইয়ে ফাটল

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৩ জুলাই : কিছুদিন আগে ভারী বৃষ্টি ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে পাকা উল্লারখাওয়া সেতুর শেষ পিলার ও অ্যাপ্রোচ রোডের ঢালাইয়ে ফাটল ধরেছে। পুনরায় জলস্তর বৃদ্ধি পেলে জলের ধাক্কায় অ্যাপ্রোচ রোডটি ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লারঘাট এলাকায় নবনির্মিত উল্লারখেওয়া পাকা সেতুর সংযোগকারী রাস্তার কাজ শেষমুহূর্তে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ৮ কোটি ৮৭ লাখ ৬১ হাজার টাকায় ২০১৭ সালের ২ ডিসেম্বর সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকটি বছর কেটে গিয়েছে। এখনও পুরোপুরিভাবে সেতুর কাজ শেষ হয়নি।

এই সেতুটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সঙ্গে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক পড়ুয়া এই সেতু পেরিয়ে তুফানগঞ্জ শহরের স্কুলগুলোতে আসে। তুফানগঞ্জ কলেজের পড়ুয়ারাও এই রাস্তাটি ব্যবহার করে থাকে। এতদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় নদী পারাপার করতে হত। এখন নতুন সেতু দিয়ে তারা যাতায়াত করে থাকে। এই সেতু দিয়েই গঙ্গাবাড়ি, হরিরহাট, ভাণ্ডিজিলাস, ভানুকুমারী, বক্সিরহাট, রসিকবিল সহ বিভিন্ন এলাকায় কম সময়ে, কম দূরত্বে যাতায়াত করা যায়।

পথচারী তথা স্কুল শিক্ষক পুলক বিশ্বাসের কথায়, 'এত বছর কষ্ট করে নদী পারাপার করতে হত। এখন উল্লারখেওয়া সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে সময় যেমন কম লাগছে, ঠিক তেমনি ঝুঁকিও নেই বললেই চলে। আগে নৌকায় পারাপারে অনেকটাই ঝুঁকি ছিল। তবে পিলার সংলগ্ন বোল্ডার ঢালাইয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। এটি দ্রুত মেরামত না করলে বর্ষায় বড়সড়ো ক্ষতি হতে পারে। যাতায়াতেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

স্মারকলিপি

দিনহাটা, ২৩ জুলাই : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের প্রমোশন দিয়ে শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি দাবিতে মঙ্গলবার দিনহাটা-১ ব্লকের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স ও হেল্পার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের পম্পা চৌধুরী মজুমদার বলেন, 'খাদ্যদ্রব্যের দাম যেভাবে বেড়েছে, তাতে এই বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি না করলে সেন্টারগুলো চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।'

ছানা বিলি

দিনহাটা, ২৩ জুলাই : দিনহাটা-২ ব্লকের মোট ৫৪৩ জন উপভোক্তাকে মঙ্গলবার ১০টি করে মুরগিছানা দিল ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর। প্রান্তিক এবং সীমান্তবর্তী এই এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং বেকারদের স্বাবলম্বী করতে এদিন সাহেবগঞ্জে ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে আয়োজিত হয় এই কর্মসূচি।

পাটের বাজার মন্দা, উৎপাদন ব্যয় নিয়েই চিন্তা

পার্থসারথি রায়

সিতাই, ২৩ জুলাই : প্রতিবছর যেখানে মন প্রতি বাজারে পাটের দাম দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা মিলত সেখানে এবার মিলছে ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা। এতে চাষিরা পাটের ফলন থেকে উপার্জন তো দূরের কথা বাজারে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদন ব্যয়টুকু হাতে ফেরত পাবেন কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। এলাকার চাষিরা জানিয়েছেন, চলতি মরশুমে খরার কারণে পাটের ফলন খুব একটা ভালো হয়নি। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেটুকু উৎপাদন হয়েছে তারও ন্যায্য বাজারমূল্য না থাকায় পাটচাষিরা ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন।

মঙ্গলবার গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফুলবাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকজন চাষি পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছিলেন। পাটের বাজারমূল্য নিয়ে প্রশ্ন করতেই স্থানীয় চাষি ভূপেন বর্মন বলেন, 'এক বিঘা জমিতে গড়ে ৪ মন পাটের ফলন হয়। তাতে বিঘে প্রতি উৎপাদন ব্যয় হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। এবার এখন পর্যন্ত বাজারে পাট বিক্রি হচ্ছে মন প্রতি ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকায়। এভাবে আমাদের খরচই উঠবে না। সংসার চলবে কীভাবে।'

ফুলবাড়ি গ্রামে পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত চাষিরা। - সংবাদচিত্র

শুধু ভূপেন নয়, কোচবিহার জেলার অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি, ব্রহ্মোত্তরচাতরা, চামটা, দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি, মাতালহাট, ওকরাবাড়ি, বড় শৌলমারি, গিতালদহ, ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষিদেরও এখন চিন্তায় মাথায় হাত পড়েছে। সীমান্তের চাষিরা পাটের ন্যায্য বাজারমূল্যের দাবিতে সরব হয়েছেন।

মূলত সীমান্তের যে জমিগুলোতে পাট চাষ হয়, সেই জমিগুলোতে অন্যান্য ফসল খুব একটা ভালো উৎপাদিত হয় না বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবেই সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিরা প্রতি বছর পাট চাষ করেন। কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে পাটের বাজার মন্দাই চলছে। এতে চাষিরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর কথায়, 'বিশেষ করে ক্ষুদ্র পাটচাষিরা সমস্যায় পড়েছেন। আমরা চাই সরকার চাষিদের স্বার্থে পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ করুক। এক্ষেত্রে আমরা সমিতির তরফে দ্রুত প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'

কোচবিহার ডিভিশনাল রিজিওনাল (জেসিআই) ম্যানেজার আদিত্যশংকর অধিকারী বলেন, 'সরকারিভাবে জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাট কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানে পাটচাষিরা সরকারের কাছে পাট বিক্রি করতে পারেন।'

এদিকে, সামান্য আবাদের জমিতে ঋণ করে পাট চাষ করেছেন চাষি তমিজ মিয়াঁ। ফলন ভালো হয়নি। বাজারেও পাটের দাম খুব কম। এই অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। সিতাইয়ের পাটচাষি অশ্বিনী বর্মনের কথায, 'প্রায় চার বিঘে জমিতে পাট চাষ করেছি। কিন্তু ফলনের ন্যায্য বাজারমূল্য না থাকায় উৎপাদন খরচই উঠছে না।'

চিকিৎসক নিগ্রহ

হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় সোমবার রাতে দুষ্কৃতীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন এক চিকিৎসক। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

যাবজ্জীবন

১৪ বছর আগে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা পেল এক তরুণ। গুড়াপের বাসিন্দা এই তরুণ এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ।

ধৃত দুই দুষ্কৃতী

সোমবার রাতে নদিয়ার কল্যাণীতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা জড়ো হয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের।

বৃষ্টিতে ঘাটতি

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। তবে জুলাই মাসেও থাকবে বৃষ্টির ঘাটতি।

বিধানসভায় ৪ বিধায়কের শপথের পর রাজ্যপালকে বার্তা

‘লাইনে চলুন, বেলাইনে নয়’

কলকাতা, ২৩ জুলাই : শপথ বিতর্কে অধ্যক্ষকে সমর্থন করে এবার রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভা উপনির্বাচনে জেতা চার তৃণমূল বিধায়কের শপথের পর রাজ্যপালের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে তাঁকে রাজনৈতিক পক্ষপাতমুক্ত হয়ে চলার বিষয়ে সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালকে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী, বেলাইনে চলবেন না।

শেষপর্যন্ত আবারও রাজ্যপালকে এড়িয়ে বিধানসভায় শপথ দিলেন অধ্যক্ষ। আগেরবারের শপথ বিতর্কের পর এখন রাষ্ট্রপতির কোর্টে। এই আবহে মঙ্গলবার চার বিধায়কের শপথের পর বিধানসভায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। শপথের বিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সমর্থন করে রাজ্যপালকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শপথ নিয়ে সংবিধানের নির্দেশ উপেক্ষা করে বিধানসভায় দেওয়া অধ্যক্ষকে শপথকে অবৈধ বলে দাবি করে অধ্যক্ষ ও বিধায়কদের চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সংবিধান যেমন আছে, কনভেনশনও (প্রথা) আছে। যখন সংবিধান ও কনভেনশন

একসঙ্গে মিলে কাজ করে, তখন সেটা সফল হয়।’ রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন রাজ্যপাল একটি মনোনীত পদ। সেটা কনভেনশন আর বিধানসভা, লোকসভা হল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। সেটাই সংবিধান। সেই কারণে রাজভবনের চেয়ে বিধানসভাতেই শপথ হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এদিন একাধিক ইস্যুতে অতীতে দেশের সংবিধান সংশোধনের কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। পরিষদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যপাল ও নির্বাচিত সরকারের মধ্যে গুরুত্বের বিচারে কার গুরুত্ব বেশি তা নিয়ে অতীতেও দড়ি টানাটানি হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অতীতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যপাল এপি শর্মার সঙ্গে বিরোধের জেরে বামেরা রাজভবন বয়কট করেছিল। কিন্তু তেমন নজির অন্তত তাঁর আমলে হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, তা সত্ত্বেও শপথ সহ নানা ইস্যুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যেভাবে রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে সংঘাত জারি রেখেছেন তা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। রাজ্যপাল আনন্দ বোসের উদ্দেশে তোপ দেগে মমতা বলেন, ‘আমি বলব লাইনে চলুন, বেলাইনে চলবেন না। গণতন্ত্রের একটা লাইন আছে, সেটা মজবুত করুন।’ রাজ্যপালকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘খুব প্রয়োজন ৫০০ টাকার। নাকি ফল, জল খাওয়াবেন? কাউকে সন্তুষ্ট করার দরকার আছে। তাহলে বলুন আমরাই জলপানের ব্যবস্থা করে দেব।’ সোমবার বরানগর ও ভগবানগোলার দুই বিধায়ককে চিঠি দিয়ে রাজ্যপাল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের শপথ অবৈধ। তাই তাঁরা যদি বিধায়ক হিসেবে অধিবেশনে যোগ দেন, তাহলে সংবিধানের ১৮৮ ধারা অনুযায়ী তাঁদের দৈনিক ৫০০ টাকা হিসেবে জরিমানা দিতে হবে। রাজ্যপালের এই মনোভাবের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘আপনি দিল্লি চলে যেতে পারলেন আর দু’পা দূরে বিধানসভায় হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসতে পারলেন না। নবনির্বাচিত বিধায়কদের প্রশংসা করার বদলে আপনি তাদের থেকে পেনাল্টি চাইছেন।’

এদিন তাঁর ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আবারও বিধায়কদের বিস্তবান হওয়ার চেয়ে বিবেকবান, আবেগবান হয়ে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিকে শপথ বয়কট করা নিয়ে বিজেপির দাবি, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে বাদ দিয়ে শপথ অসাংবিধানিক এবং অবৈধ। তাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের শরিক হতে চায়নি বিজেপি।

চোখ আটকে স্ক্রিনে।। অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের দিন কলকাতায় ব্রোকারগণ। - পিটিআই

আলুর জোগান পর্যাপ্ত রাখতে মমতার নির্দেশ

কলকাতা, ২৩ জুলাই : রাজ্যে যাতে আলুর জোগানে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী তথা কৃষি দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদারকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, ‘কেন আলুর দাম বাড়ছে? টাস্ক ফোর্স কী করছে?’ তখনই তিনি এই নিয়ে প্রদীপবাবুকে বিষয়টি নজর রাখার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, ‘রাজ্যের চাহিদা পূরণ না করে বাইরে আলু পাঠানো যাবে না।’ প্রয়োজনে বন্ধ করতে সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশকে নজরদারি চালাতেও এদিন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

সুজিতকে হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে পুজো কমিটিগুলিকে এবার ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। সেই বৈঠকেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে একেবারে নাম করে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, সুজিতকে বলছি, এবার যদি এই পরিস্থিতি হয়, তাহলে আমি কিন্তু আগামী বছর থেকে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দেব।’

সবুজায়নের জন্য

কলকাতা, ২৩ জুলাই : সবুজায়নের উদ্দেশ্যে এবার জিও ট্যাগিং করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বীরভূমের দুবরাজপুর পুরসভা সংক্রান্ত একটি মামলায় পুরসভাকে জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই জরিমানার অর্থেই বৃক্ষরোপণ করতে বলে আদালত। ওই গাছগুলি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কি না তা আদালতের নজরে রাখতে জিও ট্যাগিং করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। চারাগাছগুলি যে স্থানে রোপণ করা হয়েছে সেখানে জিও ট্যাগিং করতে বলা হয়েছে।

৫৬ কারিগরকে শংসাপত্র দিলেন মন্ত্রী

জয়নগরের মোয়ার জিআই ট্যাগ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৩ জুলাই : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছিলেন, বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের বাড়িতে জয়নগরের মোয়া নিয়ে যাবেন। অতি সুস্বাদু এই মোয়ার গলায় এই বছরই ঝুলেছে জিআই ট্যাগ। মঙ্গলবার জয়নগরের সেই মোয়া তৈরির কারিগরদের হাতে তুলে দেওয়া হল জিআই ট্যাগের শংসাপত্র। রাজ্যের বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস তাঁদের হাতে তুলে দেন ওই শংসাপত্র।

জয়নগরের বিখ্যাত এই মোয়া তৈরির জন্য দরকার নলেন গুড় ও কনকচূড় ধানের খই। সল্টলেকের বিজ্ঞান চেতনা ভবনে মন্ত্রীর হাত থেকে এদিন ৫৬ জন কারিগর শংসাপত্র গ্রহণ করেন। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস তাঁদের বলেন, ‘শুধু জিআই ট্যাগ পেলেই হবে না। জয়নগরের মোয়ার গুণগত মান নিয়ে কোনওরকম আপস করা চলবে না। মান কী করে আরও বৃদ্ধি করা যায় তা দেখতে হবে।’

মন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র নিতে জয়নগরের বহড়ু থেকে অন্যদের সঙ্গে এসেছেন রঞ্জিতকুমার ঘোষ ও তাঁর ভাই বাবলু ঘোষ। দুই ভাইই পেয়েছেন জিআই ট্যাগ। বহড়ুর বিখ্যাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক তাঁরা। রঞ্জিতবাবু জানান, জিআই ট্যাগের জন্য যে মোয়া পাঠানো হয়েছিল, তা তিনিই বানিয়েছিলেন। ৪৭ বছর ধরে মোয়া বানাচ্ছেন তাঁরা। সমাজমাধ্যমেও ভাইরাল তাঁদের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। শুধু এরাজ্য নয়, কানাডা, সুইডেন, সৌদি আরব, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশেও পাঠানো হয় তাঁদের তৈরি জয়নগরের মোয়া। তিনি জানান, আমেরিকায় যে মোয়া পাঠানো হয় তার ক্ষীর আলাদা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও তাঁদের দোকানের সুখ্যাতি শোনা গিয়েছে। গর্বের সঙ্গে রঞ্জিতবাবু বলেন, ‘দিদির বাড়িতে ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য আমাদের দোকানের তৈরি মোয়াই পাঠানো হয়।’ ভাই বাবলু বলেন, ‘গতবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেলুড় মঠে যেদিন যান, সেদিন তাঁকে যে জয়নগরের মোয়া উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, তা আমাদের দোকানেরই তৈরি।’

৩৫ বছর ধরে মোয়া তৈরি করছেন বহড়ুর সহদেব মণ্ডল। তিনিও পেয়েছেন জিআই ট্যাগ। হাসিমুখে বলেন, ‘আগের মতো আর বিক্রি নেই মোয়ার। স্থানীয় দোকানে কম দামে মোয়া পাওয়ায় আমাদের বিক্রি কমছে।’ তিনি জানিয়েছেন, উন্নতমানের মোয়া বিক্রি করেন তাঁরা। তাই দামও বেশি। কিন্তু সাধারণ মানুষ সস্তায় মোয়া পাওয়ায় তাই কিনছেন। ফলে ভালো মোয়ার বিক্রি কমছে। মা সান্ত্বনা দে’র নামে জিআই ট্যাগের শংসাপত্র নিতে এসেছেন মেয়ে জলি। খুশি খুশি মুখে জলি জানান, তাঁর দাদু মধুসূদন দে’র আমল থেকে মোয়া ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা। বাবা অতীশ দে মোয়া বানিয়ে বিক্রি করতেন। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের ব্যবসার পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি ও তাঁর ভাই। তাঁর বক্তব্য, জিআই ট্যাগ পাওয়ার ফলে তাঁদের দায়িত্ব আরও বাড়ল। এখন থেকে মোয়ার মান সম্পর্কে আরও সজাগ হতে হবে। আশা রয়েছে, দাদুর স্বপ্নের এই ব্যবসাকে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁরা।

এদিন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হৃদেশ মোহন, এমএসএমই দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মৌ সেন, রাজ্য সরকারের চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার দীপঙ্কর দাস সহ একাধিক সরকারি কর্তা।

> শুধু জিআই ট্যাগ পেলেই হবে না। জয়নগরের মোয়ার গুণগত মান নিয়ে কোনওরকম আপস করা চলবে না। মান কী করে আরও বৃদ্ধি করা যায় তা দেখতে হবে।
>
> **- উজ্জ্বল বিশ্বাস**
> বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী

শিল্প নেই, টাকা দেবে কী করে, মন্তব্য অশোকের

কলকাতা, ২৩ জুলাই : কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বালুরঘাটের বিধায়ক তথা অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী রাজ্য বিজেপির তরফে মঙ্গলবার বলেন, ‘আমি এই বাজেটকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই বাজেটে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। দারিদ্র্য কমবে। সেই সঙ্গে তৃণমূল স্তরে অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব আসবে।’ অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারকে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হলেও বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন অশোক। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে টাকা দেবে কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে কোনও বৃহৎ প্রকল্প চলছে? কখনও শুনেছেন রাজ্য শিল্প তালুক বানাচ্ছে, গভীর সমুদ্র বন্দর বানাচ্ছে? প্রকল্প না থাকলে অর্থ বরাদ্দ হবে কী করে? আমাদের সরকার খেলা-মেলা নিয়ে মেতে আছে। আর আমাদের এখান থেকে শ্রমিকরা অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়ে কাজ করছে।’ বিধানসভায় অমিমিত্রা পল বাজেটে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, ‘দৃষ্টিটা একটু বড় করুন আর মনটা একটু ভালো করুন। আমরাও চাই রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথভাবে কাজ করুক। প্রয়োজনে যৌথভাবে কেন্দ্রের কাছে সেই দাবি জানাতে আমরাও যেতে প্রস্তুত। কিন্তু যার ইচ্ছাই নেই মা-মাটি-মানুষের জন্য কাজ করার, যিনি শুধু কীভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন আর কীভাবে রাজ্যপালকে অপদস্থ করবেন তা নিয়েই ব্যস্ত তাঁর রাজ্যে এই অবস্থাই হবে।’

রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২৩ জুলাই : উপস্থিতির হার পর্যাপ্ত না থাকায় প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষায় বসতে অনুমোদন দেয়নি বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রায় ৬৫ জন পরীক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে মঙ্গলবার রিপোর্ট তলব করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতির নির্দেশ, সেশন শুরু হওয়ার পর কতগুলি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছিল তা নিয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে।

সোনিয়া সাক্ষাৎ অনিশ্চিত

নীতি আয়োগের বৈঠকে সরব হতে পারেন মমতা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ জুলাই : দিল্লিতে দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব ঠিকঠাক থাকলে ২৭ জুলাই দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে আগামী ২৫ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি যাওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিধানসভায় নিজের ঘরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওরা সভায় আমার লিখিত বক্তব্যের কপি চেয়ে পাঠিয়েছিল। আমরা তা পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে বক্তব্য রাখার সময় আমি যা বলার তা বলব।’ কেন্দ্রের সহযোগী হিসেবে নীতীশের বিহার, নাইড়ুর অন্ধ্রকে এবার বহু প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করেছে কেন্দ্র। তার পাশাপাশি বাংলার জন্য বাজেটে সেভাবে বরাদ্দ হয়নি। এই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি বিহার বা অন্ধ্রের কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একজনকে দিতে গিয়ে বাংলাকে বঞ্চনা করা হলে তা আমরা মানব না। আমরা চাই রাজ্যের ১ লাখ ৭১ হাজার কোটি বকেয়া টাকা দিয়ে দিক কেন্দ্র।’

রাজ্যের একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রাখায় কেন্দ্রীয় আর্থিক রিপোর্টে এই প্রকল্পে বাংলার বরাদ্দ শূন্য দেখানো হয়েছে। তা নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একশো দিনের কাজে রাজ্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকেই ঢাল করেছে কেন্দ্র। এদিন তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একশো দিনের টাকাও কোনও হদিস নেই এই বাজেটে।’

এই আবহেই দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে লিখিত ভাষণের সঙ্গেই কৌশলে রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগকে তুলে ধরতে নীতি আয়োগের মঞ্চকেই ব্যবহার করতে পারেন মমতা।

এবার মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরে নীতি আয়োগের বৈঠকের আগে-পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন তিনি। সেই বিষয়ে সময় চেয়ে ইতিমধ্যেই পিএমও-তে চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্য। সূত্রের মতে, এর পাশাপাশি আসন্ন দিল্লি সফরে বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে মমতার। কিন্তু এখনই তা প্রকাশ্যে আনতে চান না তিনি। সেই প্রসঙ্গেই এদিন তাঁর সঙ্গে সোনিয়া গান্ধির সাক্ষাতের সম্ভাবনার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এটা আমি ঠিক করব। সব কিছুই সময়ের ওপর নির্ভর করবে। তবে কোনও কারণে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই পারে।’

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম ও বিজেপি। তাদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই উনি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। আসলে উনি দিল্লিতে বিজেপিবিরোধী জোটে থেকে মোদি বিরোধিতায় দেশে প্রধান মুখ হতে চান। আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করে দল ও নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করবেন।

বঞ্চনার অস্ত্রে শান তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। এতে পরোক্ষে শাসকদল একদিক থেকে খুশিই বলে খবর। তার মূল কারণ হল, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অস্ত্রে সাম্প্রতিক ভোটে রাজ্যে বিজেপি ও কেন্দ্রকে ঘায়েল করতে অনেকটাই সফল হয়েছে তৃণমূল। বিজেপি ও কেন্দ্রকে রাজ্যে ধরাশায়ী করতে তাদের বিরুদ্ধে বাংলা বিরোধী তকমা লাগিয়ে দেওয়ার পথে শাসকদল অনেকটাই এগোতে পেরেছে। এদিন কেন্দ্রীয় বাজেটে আবার ওই বঞ্চনার অস্ত্র বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এরাজ্যের শাসকদলের হাতে তুলে দিয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূলের একাংশ।

২০২৬-এ রাজ্য বিধানসভার ভোটের লক্ষ্যে আবার অন্যতম এই বাংলা-বঞ্চনার অস্ত্র তারা কাজে লাগাতে পারবে বলে নিশ্চিত ধারণা ওই অংশের। কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার প্রতি ধারাবাহিক এই বঞ্চনার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাসকদলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আরও একধাপ এগিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, ‘এই বঞ্চনার জবাব আবার দেবেন বাংলার মানুষ, এর আগেও যেমন তাঁরা দিয়েছেন।’

এদিন কেন্দ্রীয় বাজেটে সরাসরি বিজেপির ‘বন্ধু’ বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিশাল অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম সহ কয়েকটি রাজ্যের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দেশের অন্যান্য রাজ্যের জন্য আর্থিক বরাদ্দ করা হলেও কোথাও পশ্চিমবঙ্গের কথা নেই। শুধু কলকাতা-পাঞ্জাব শিল্প করিডর গড়ার প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের নাম উচ্চারিত হয়েছে এদিনের কেন্দ্রীয় বাজেটে।

বঞ্চনা প্রসঙ্গে অবশ্য বঙ্গ বিজেপি একেবারে উলটো সুরে এদিন কথা বলেছে। দলের প্রবীণ শীর্ষনেতা দিলীপ ঘোষ এদিন বলেন, ‘তৃণমূল চিরকালই বঞ্চনার কান্নাটা চালিয়ে যাবে। এই কান্না চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী করবে ওরা? কেন্দ্রের বাজেট তো সব রাজ্যের জন্য। আবাস যোজনা সহ আরও নানা প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে কি ওইসব বরাদ্দ করা হবে? কেন্দ্রীয় সরকারের ‘শরিক বন্ধু’ শাসিত রাজ্য বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশকে বাজেটে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেওয়াকে পূর্ণ সমর্থনও জানান দিলীপবাবু। তাঁর মন্তব্য, ওরা তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ওদের স্বার্থ তো আমাদের দেখতেই হবে। তৃণমূল দেখে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের স্বার্থ?’

বাজেটকে স্বাগত পশ্চিমবঙ্গের বণিকসভার

কলকাতা, ২৩ জুলাই : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেটকে স্বাগত জানাল কলকাতার বণিকসভাগুলি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকিয়েই এই বাজেট করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তারা। বাজেট নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বণিকসভার কর্তারা।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নমিত বাজোরিয়ার বক্তব্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যেই এই বাজেট। বাজেটে মূলত ৯টি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল কৃষি, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শক্তি উৎপাদন, উদ্ভাবনী শক্তি, উৎপাদন, পরিকাঠামো ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। এই ৯টি বিষয়ে সংস্কারের মাধ্যমে নতুন ভারত গঠনে দিশা দেখানো হয়েছে বাজেটে। অর্থমন্ত্রীর বাজেটে দরিদ্র, মহিলা, যুব ও কৃষকদের উন্নতির ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। মধ্যবিত্তের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক স্বস্তির কথা বলা হয়েছে বাজেটে। পূর্ব ভারতের অমৃতসর-কলকাতা শিল্প করিডরের উন্নতির জন্য অর্থমন্ত্রীর বরাদ্দের প্রশংসা করেন তিনি। পাটনা-পূর্ণিয়া এক্সপ্রেসওয়ে সংস্কারে ২৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও উল্লেখ করেন বাজোরিয়া।

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের এমএসএমই-র চেয়ারম্যান অচ্যুত চন্দ্র মতে, নতুন চাকরি তৈরিতে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে এই বাজেট। দেশের নবীন প্রজন্মকে কাজে লাগিয়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দিশা দেখানো হয়েছে বাজেটে। অ্যাসোচেমের জাতীয় আয়ুষ টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সুদীপ্তনারায়ণ রায় কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও পরিবেশ নিয়ে অর্থমন্ত্রীর ভাবনাচিন্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ক্রেডাই-এর সভাপতি সুশীল মোহতা বলেছেন, আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জিডিপি ২০২৫ সালের মধ্যে ৮ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাজেটে দেশের ১০০টি শহরে পিপিপি মডেলে ‘শিল্প পার্ক’ গড়ার যে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।

ক্ষুব্ধ বানভাসিরা

ঘাটাল, ২৩ জুলাই : ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য কোনও টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২০ লক্ষ বানভাসির মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি ২৫ জুলাই ঘাটালের বরদা চৌকান থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল, পদযাত্রা এবং পাঁশকুড়া বাসস্ট্যান্ডে বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ করার ডাক দিয়েছে।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান

বাজেটে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে ওই সংগ্রাম কমিটি ২৭ জুন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি দপ্তরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবারেও সাধারণ বাজেটে মাস্টারপ্ল্যান প্রসঙ্গটিই তুললেন না। ওই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়েক ও দেবাশিস মাইতির বক্তব্য, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার নানা অজুহাতে টালবাহানা করে এখনও পর্যন্ত কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি। ফলে দুই জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতি বছর বর্ষার সময় সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে ২৫ জুলাই বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ২৩ জুলাই : ভুয়ো শিক্ষকদের বেতনের টাকা ফেরাতে রাজ্যের কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ভুয়ো শিক্ষকদের বেতনের টাকা ফেরাতে রাজ্যের কী পদক্ষেপ তাও জানতে চেয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ছাড়াই চাকরি করছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, এমন অন্তত ৩ জনকে চিহ্নিত করেছে সিআইডি। আদালতের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। আদালত জানতে চায়, ১২ শতাংশ সুদ সহ ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বসু। সেই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি জানতে চেয়েছেন ভুয়ো শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়েছে। কিন্তু যতদিন তাঁরা চাকরি করেছেন, সেই টাকা ১২ শতাংশ সুদ সহ ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বসু। সেই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি জানতে চেয়েছেন এই টাকা আদায়ে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভুয়ো নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন চাকরিপ্রার্থী সোমা রায়। এই মামলায় মুর্শিদাবাদের গোথা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আশিস তিওয়ারির ছেলে অনিমেষকে ভুয়ো নিয়োগের কথা উঠে এসেছিল। বাবা ও ছেলে দু’জনেই এখন কারাগারে। তারপর বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পাহাড়ের স্কুলেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে। এই মামলাতেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে বেশ কয়েকজন ভুয়ো শিক্ষক ধরা পড়েছিলেন। নথি জাল করে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের কাছ থেকে বেতনের টাকা ফেরানো নিয়ে রাজ্যের থেকে রিপোর্ট চাইলেন বিচারপতি। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, ওই সংগঠক শিক্ষকের বৈধ কাজপত্র ও পদোন্নতির সপক্ষে নির্দেশিকা আদালতে জমা দিতে হবে। খ্রিস্টান মাইনরিটি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি সমস্ত জেলার পর্ষদকর্তাকে আদালতে জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ অগাস্ট।

স্বস্তির খোঁজে।। মঙ্গলবার মল্লিকঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বুধবার, ৮ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৪ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৬৭ সংখ্যা

ন্যায়ের দাবিতে অন্যায়

‘চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’ স্লোগানের যুগে তরুণ প্রজন্মকে শেখানো হত, সমস্ত বিদ্রোহই ন্যায়সংগত। এই বাংলায় কবি সুকান্তের আঠারো বছর বয়সের স্পর্ধাকে কুর্নিশ জানানো কবিতায় রয়েছে ছাত্র-যুবদের সমস্ত আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ইঙ্গিত। ‘এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়।’ ‘পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা’র মানসিকতা যুব প্রজন্মের স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম। এই নিরিখে বিচার করলে মনে হবে, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে অন্যায় কিছু নেই।

নেই-ই তো। মূল যে দাবিকে ঘিরে ঘোর বর্ষায় বাংলাদেশে ‘বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ’ বেজে উঠেছিল, তা তো ন্যায্যই। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আজও নতজানু গোটা বাংলাদেশ। ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’-এর জন্য তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি গোটা বিশ্ব শ্রদ্ধাশীল। জীবদ্দশায় এজন্য তাঁদের বাংলাদেশ সরকার যে নানা সুযোগসুবিধা দিয়েছিল, তা তাঁদের প্রাপ্যই। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় ৫০ বছর পর সেই একই সুযোগ মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য জিইয়ে রাখা অর্থহীন।

উপযুক্ত যোগ্যতা, মেধা না থাকলেও শুধু পূর্বসূরির পুণ্য, আত্মত্যাগ ভাঙিয়ে চলার অবসান হওয়া উচিত নিঃসন্দেহে। প্রতিবাদে ২০১৮ সালে প্রথম ছাত্ররা পথে নামলে শেখ হাসিনার সরকার নিয়মটা তুলে দিয়ে সঠিক কাজই করেছিলেন। গোল বাধাল পুরোনো সেই ঘটনায় হাইকোর্টের রায়। ৬ বছর পর গত ৫ জুন পুরোনো নিয়মটা ফিরিলে আনল হাইকোর্ট। ছাত্রসমাজের ফুঁসে ওঠা তাই যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সংগত।

সরকার একমত ছিল নবীন প্রজন্মের সঙ্গে। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল হাসিনা সরকারই। কিন্তু গোটা বিষয়টা ঘুরে গেল ছাত্র আন্দোলনের বর্শামুখ সরকারবিরোধী হয়ে ওঠায়। হাসিনা বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে বললেও কর্ণপাত করেননি আন্দোলনকারীরা। পিছন থেকে ক্ষমতার রাজনীতির রং লাগানোর চেষ্টায় কাজে লাগানো হল ছাত্রদের অসন্তোষকে। কবি সুকান্ত সেই কবে স্মরণ করিয়ে গিয়েছেন, ‘এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।’

তারপর যা হল, তাতেও সুকান্তের সেই কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ফুটে ওঠে। ‘দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার/ ক্ষতবিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।’ হাজার হাজার প্রাণ সত্যিই ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। একেবারে চলে গিয়েছে দেড়শোর বেশি তাজা জীবন। বিরোধিতাকে দমনপীড়নে রক্তাক্ত করার যে প্রবণতা শাসকের থাকে, বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম হল না। সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা প্রকাশ ও ধৈর্য নিয়ে বোঝানো, আলোচনা চালানোর বদলে মন্ত্রীসুলভ কিছু আহ্বান জানানো হল মাত্র।

বিচার ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করা উচিত, নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সাবধান ইত্যাদি বাণী বর্ষিত হল সরকারের তরফে। যে মুসলিম মৌলবাদ দেশটার জন্মলগ্ন থেকে সক্রিয়, তারা যে কোনও সুযোগের অপব্যবহার করতে মরিয়া। নির্বাচনি বিরোধিতার বাইরে সেই মৌলবাদী ভাবনাটার মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার তেমন আন্তরিক কখনও ছিল না। বরং হাসিনা সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপে সেই ভাবনা আরও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

ভোটব্যাংকের রাজনীতির সুবাদে ভারতের মতো মৌলবাদকে খুশি রেখে চলার প্রবণতা বাংলাদেশে প্রবল। ১৭ জুন থেকে শুরু সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রবেশ ঘটল মৌলবাদীদের। বিএনপি এখন ক্ষীণবল। কিন্তু মৌলবাদী ভাবনা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় জামাতের শিকড় বাংলাদেশের অনেক গভীরে ঢুকে রয়েছে। রাশ অনেকটা তারা নিয়ে ফেলায় ছাত্র আন্দোলনে হিংসা ঢুকে পড়েছে।

সরকারও পালটা হিংসার আশ্রয় নেওয়ায় পরিস্থিতি এত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় ছাত্র আন্দোলনের মূল দাবির পক্ষে সিলমোহর দিলেও তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারছে না সরকার। মৌলবাদের আসল নজর সংরক্ষণে নয়, দেশের ক্ষমতায়। যেজন্য হাসিনার পদত্যাগের দাবি তোলা হচ্ছে। পরিস্থিতিটা বাংলাদেশের পক্ষে উদ্বেগজনকই বটে।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই এক-মাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

আলোচিত

ভোটের সময় ওঁরা বড় বড় কথা বলেছিলেন। ভোটের পর দার্জিলিং-কার্সিয়াং-কালিম্পংকে ভুলে যান। এটাই ওদের ধরন। দার্জিলিং যেন এই বাজেট মনে রাখে। একটা সরকার স্পিকার পদে বা মন্ত্রিত্ব না দিয়ে কেবল শেয়ারে দুর্নীতি করে এবং অর্থ দিয়ে শরিকদের হাতে রাখছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

সুযোগের সদ্ব্যবহার। আগ্রার ইটমাদপুরের ঘটনা। দোকানে যাওয়ার সময় স্পিডব্রেকারে ধাক্কায় মদের পেটি ভর্তি একটি গাড়ির পিছনের দরজা খুলে কিছু পেটি রাস্তায় পড়ে। মানুষের হল্লা শুনে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার দেখেন, স্থানীয়রা যে যাঁর মতো পেটি নিয়ে পালাচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৯৮০

১৯৮০ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন উত্তমকুমার।

১৯৫০

চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের জন্ম ১৯৫০ সালে আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠার দু’বছর পর রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ প্রমুখের উদ্যোগে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু দ্বারকানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের অনুরোধে ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে’ ভর্তি করেন।

দেবেন্দ্রনাথকে স্কুলে ভর্তি করেন স্বয়ং রামমোহন

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

কী ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়? কেন কৌতূহলী ও আকৃষ্ট হয়েছিল নতুন এই সাময়িকপত্রটির প্রতি তৎকালীন বিদ্বৎসমাজ? হঠাৎ এমন একটা পত্রিকার আবির্ভাবের কারণটাই বা কী ছিল সেদিন? শুধু যে ‘সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র’ তা-ই নয়, একটা দেশের একেকটা সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের পিছনেও থাকে সেই দেশের অবস্থা ও তার জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন এবং প্রভাব।

১৮১৫ সালে রামমোহন রায় ‘আত্মীয় সভা’ নামে একটি আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় শুধু যে শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনা বেদপাঠ ব্রহ্মসংগীত প্রভৃতি হত তা-ই নয়। তাছাড়াও জাতিভেদ সমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহ সমস্যা, পৌত্তলিকতার সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হত। বলা যেতে পারে, বাঙালির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির মধ্যে ‘আত্মীয় সভা’ই সর্বপ্রথম। এই সভার সভ্যরা সকলেই ছিলেন রামমোহনের আদর্শের সঙ্গী ও সুহৃৎ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও নন্দকিশোর বসু ছিলেন এই সভার সদস্য। এই দুই রামমোহন-অনুগামীর দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যখন একত্রিত হতে দেখি, তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। বলা হয়নি, নন্দকিশোর বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন ডিরোজিও-পরবর্তী হিন্দু কলেজের যশস্বী ছাত্র রাজনারায়ণ বসু।

‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠার দু’বছর পরেই রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ প্রমুখের উদ্যোগে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের অনুরোধে এই হিন্দু কলেজে না দিয়ে রামমোহনের ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে’ ভর্তি করেন। স্বয়ং রামমোহন বালক দেবেন্দ্রনাথকে নিজের গাড়ি করে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮২৬ থেকে ১৮৩০, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নয় থেকে তেরো বছর বয়স পর্যন্ত রামমোহনের বিদ্যালয়ে পড়েন। এই সময়-পর্বে ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন প্রতিভাবান তরুণ ডিরোজিও সাহেব। হিন্দু কলেজের ছাত্র তথা ইয়ংবেঙ্গলদের উপর এই অসাধারণ শিক্ষকের অসামান্য প্রভাব ইতিহাসবিদিত। পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা থেকে আহৃত যে যুক্তিবাদ ছাত্রেরা পেয়েছিলেন, তার দ্বারা প্রচলিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার কাটিয়ে, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও ধর্মের বিচার করতে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলেন নব্যবঙ্গের যুবকবৃন্দ। ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদের আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ করে বিভিন্ন বিষয়ে আরও মুক্তভাবে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ১৮২৮ সালে ডিরোজিও তাঁর নিজের বাড়িতে ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ স্থাপন করলেন—কলেজ চত্বরের বাইরে এক উদার উন্মুক্ত বিতর্ক সভাকেন্দ্র। ডিরোজিওর উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ছাত্ররা হলেন রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী। রামগোপাল ঘোষ, এই অ্যাসোসিয়েশনেই ভবিষ্যতে ইংরেজি ভাষায় অসামান্য বক্তা হয়ে ওঠার প্রথম তালিম পেয়েছিলেন। ‘সেখানে ইংরেজি ভাষার ফোয়ারা ছুটত, দেশীয় বাংলা ভাষা বিশেষ আমল পেত না।’ এই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই ছিল ইয়ংবেঙ্গলদের আসল ট্রেনিং স্কুল। এই সভা থেকেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ডিরোজিওর ছাত্র তথা ডিরোজিয়ানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

চিৎপুর রোডে একটি বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় ১৮২৮-এর ২০ অগাস্ট স্থাপন করেন ব্রাহ্মসমাজ। শুধু ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন নয়, সামাজিক বিষয়ে তাঁর আচার-ব্যবহার হিন্দু সমাজের লোকদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতার বুকে সেদিন একই সময়ে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও অপরদিকে ইয়ংবেঙ্গল দলের অভ্যুদয়। সব মিলিয়ে মহানগরীর আবহাওয়ায় তখন উৎসাহ ও উদ্বেগ, সংগ্রাম ও সংশয়, ঐতিহ্যানুরাগ ও সংস্কারমুক্তির অস্থিরতা।

বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর। ১৮৩০-এর ১৭ জানুয়ারি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিশনারি, রামমোহন ও ডিরোজিওর শিষ্য সম্প্রদায়ের হাত থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে স্থাপন করলেন ‘ধর্মসভা’। ২৩ জানুয়ারি ব্রাহ্মসভাকে রামমোহন নবনির্মিত গৃহে স্থাপন করেন। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা মন্দির রূপে এর প্রতিষ্ঠা ঘটল। এদিকে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে এবছর ২৭ মে তারিখে কলকাতায় সস্ত্রীক এসে পৌঁছোলেন মিশনারি পাদ্রি আলেকজান্ডার ডাফ।

বালককালে দেবেন্দ্রনাথ ১৮২৬-১৮৩০ রামমোহনের অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৮৩০-এর ১৯ নভেম্বর বিলেত যাত্রা করেন রামমোহন। এর অল্প পরেই নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ পায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাক্রমে ডিরোজিওকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হতে হয় এ-বছর। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ তিনি হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন।

ওই বছরে এর অল্প পরেই দেবেন্দ্রনাথ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। বছর তিন-চার সেখানে পড়েন। ১৮৩২-এর ২৫ মে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ অক্টোবর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ডিরোজিওর শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন এমন জনরব উঠেছিল যে, হিন্দু কলেজের সব ভালো ভালো ছাত্রই বুঝি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন।

ডিরোজিওর ছাত্র নন দেবেন্দ্রনাথ। ডিরোজিও প্রবর্তিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিপত্তি লক্ষ করেই যেন পালটা একটা পরিষদ গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন দেশি সংস্কৃতির অনুরাগী বাংলা ভাষানুরাগী হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র পনেরো। ১৮৩২-এর ৩০ ডিসেম্বর অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ হিন্দু কলেজে পাঠকালে ১৮৩২-এর ৩০ ডিসেম্বর অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে ‘সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা’ স্থাপন করেন। এই সভা ছিল সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের একটি বিদ্বৎসভা। সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ, সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়। বঙ্গভাষা অনুশীলন ও তার সমৃদ্ধির প্রয়াসই হয় এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সভার প্রথম অধিবেশনেই সভ্যদের জানানো হয়, ‘বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোনও সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই’ বলেই এই ধরনের একটি সভা স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছে। দেবন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন, ‘ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক, এক্ষণে ইংলন্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন, অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইতে সভ্যগণের ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন।’ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ‘বঙ্গভাষী ভিন্ন এ সভাতে কোনও কথোপকথন হইবেক না।’

পনেরো বছরের যে কিশোর ছাত্রাবস্থায় বাংলা ভাষার প্রেমে মহানগরীর বুকে গৌড়ীয় বিদ্যাচর্চার জন্য এমন একটি বঙ্গীয় সমিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই বুঝি সম্ভব ছিল এমনটা। এর সাত বছর পরে ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রূপ নিয়ে দেখা দিল, তার ইতিহাস খুঁজতে গেলে বাংলা বিদ্যানুরাগী ও ঐতিহ্যানুরাগী সেই কয়েকটি তরুণের গড়া ‘সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা’র কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

এই সভা প্রতিষ্ঠার পরের ডিসেম্বরে, ১৮৩৩-এর ২৭ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডে রামমোহন রায়ের প্রয়াণ ঘটে।

দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তিন বছরের ছোট। তরুণ ছাত্র যখন বাংলা ভাষার উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত, তখন অন্যদিকে কবিযশপ্রার্থী বালক অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চার ফাঁকে আদিরসাত্মক কবিতা রচনায় আত্মমগ্ন। ১৮৩৪-এ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর কবিতাপুস্তক ‘অনঙ্গমোহন’ প্রকাশ পায়। অধুনালুপ্ত এটিই তাঁর প্রথম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। ‘অনঙ্গমোহন’ প্রকাশের বছর পাঁচেক পরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই অক্ষয় দত্তের পরিচয় করিয়ে দেন দৈনিক সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। ১৮৩৯-এর ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হওয়ার আগে থেকেই হয়েছিল। দ্বারকানাথের সঙ্গেও ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ পরিচয় ছিল। ‘অনঙ্গমোহন’ কাব্যের রচয়িতা অক্ষয়কুমার দত্তকে গদ্যশিল্পীরূপে আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। তিনি পরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গদ্যশিল্পীর পরিচয় ঘটান। প্রভাকরের আর্টিকেল রচয়িতা একদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের আসন অলংকৃত করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথাপ্রসঙ্গে প্রথমেই তত্ত্ববোধিনী সভার কথা আসে। কারণ, এই পত্রিকাটি ছিল মুখ্যত ওই সভার মুখপত্র।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পরেই ১৮৪০-এর জুনে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ‘তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমতো বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া যাইত। তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এ দেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন, এবং বেদ-বেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আপনার কার্যকে জাতীয়তারূপে ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরজীবন রক্ষা করিয়েছেন।’

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল, ‘ইংরাজি ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রিস্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা।’

জনমন জনমত

উত্তম স্মরণ

বাংলা সিনেমার পুরোনো দিনের কথা উঠলেই আজও মনে পড়ে যায় মহানায়ক উত্তমকুমারের কথা। বাংলা সিনেমার সেই সাদা-কালো যুগে তিনি যেন এক চিরপরিচিত নাম। তাঁর মনোমুগ্ধকর অভিনয় আজও অসংখ্য দর্শককে মোহিত করে। তাঁর শরীরী ভাষাতেই ছিল এক অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা। তিনি শুধু অভিনেতা ছিলেন না, ছিলেন পরিচালক এবং প্রযোজকও। বাংলা সিনেমায় স্বর্ণালি যুগ সৃষ্টি করেছেন তিনি। এককথায় অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ সিনেমায় তাঁর অভিনয় সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আজ তাঁর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

শংকর সাহা, পতিরাম।

গুগল বিভ্রাটে বাংলা বানান দেখছি, শিখছি

আমাদের জীবনের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন। এইসব বিজ্ঞাপনে যা ছাপা হয় তার সব বানান যে ঠিক- এরকম দাবি হয়তো কেউই জোর দিয়ে করতে পারবেন না। আমরা প্রতিনিয়ত ভুল বানান দেখছি, ভুল বানান শিখছি। এমনকি ভুল শব্দটাই কখনও ‘ভূল’ ভাবে লেখা হয়।

কিছু নামী প্রকাশক বাদ দিলে প্রকাশিত বই, পত্রপত্রিকায় হরেক কিসিমের বানান ভুলের ছড়াছড়ি। এই নিয়ে কারও হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। ইদানীং গুগল ট্রান্সলেটরের সাহায্যে ইংরেজি থেকে অদ্ভুত ধরনের বাংলা বাক্য তৈরি করা হচ্ছে যার মাথামুণ্ডু পাওয়া দুষ্কর। এই বানান ভুলের বড় অংশই হয় যিনি কম্পোজ করেন তাঁর জন্য।

এখন অধিকাংশ শিক্ষিত বাড়িতেও ডিকশনারির দেখা পাওয়া যায় না, ডিকশনারি দেখার চলও উঠে গিয়েছে। রাস্তার বিজ্ঞাপনে বা বই-পত্রিকা কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান শুদ্ধ করার জন্য কোনও উদ্যোগ কোনও স্তরে নেওয়া হয় বলে জানা নেই। অথচ খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, যাঁরা কম্পোজ করেন সেইসব মানুষকে বানানে শিক্ষিত করাটা জরুরি। এ নিয়ে সচেতন নাগরিক সমাজ কোনও দিন কি কোনও কর্মশালার আয়োজন করেছে? শুদ্ধ বানান কেন প্রয়োজন, কীভাবে বানান শুদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারে কোনও সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা কি করা হয়েছে? অথচ একটু উদ্যোগ নিলে, বলতে গেলে প্রায় নিখরচাতেই কর্মশালার আয়োজন করা সম্ভব।

এছাড়া যদি মাঝে মাঝে কম্পোজিটারদের নিয়ে এইসব বিষয় ধরে এবং মুদ্রণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরিসর তৈরি করা যায় তাহলে যাঁরা মূলত বর্ণসংস্থাপক তাঁদের যেমন সুশিক্ষিত করে তোলা সম্ভব, সেরকম শুদ্ধ বানানের জন্য বানান বিপর্যয়ের এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে আগামীতে কিছুটা মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বাংলা বানান এমনিতেই জেন এক্সের হাতে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠেছে। রোমান হরফে বাংলা লেখার চল বাড়ছে। এখনও সময় আছে।

খানিকটা পথ এগোনো যেতে পারে। এই ব্যাপারে বিশেষত প্রিন্ট মিডিয়ায় যাঁরা দায়িত্বে থাকেন তাঁদের বড় ভূমিকা আছে বলেই বিশ্বাস। সামগ্রিকভাবে সুশীল সমাজ যদি এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো এই বিপর্যয়ের উথালিপাতালি ঢেউয়ের বিরুদ্ধে বাঁধ দিয়ে বাংলা ভাষার অকালমৃত্যু আটকানো সম্ভব।

সরিৎ দাস
ফুলবাড়ি, ইংরেজবাজার, মালদা।

নির্লজ্জ প্রদর্শন

বেশ কিছু বছর আগে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের নীচে একটা লাইন লেখা থাকত, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণবিধি প্রযোজ্য’। অর্থাৎ, কোনও এক সময় আইনের সাহায্যে অতিথির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। খাদ্যসংকটের কারণে এমন আইন একসময় চালু ছিল। সাতের দশকে লোকে খুব একটা মানত না এবং সম্ভবত আটের দশকে ওই আইন উঠে যায়।

তবে, আজকাল বিয়ে বা ওই জাতীয় কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিত্তশালী মানুষজন সম্পদ ও বৈভবের যে নির্লজ্জতা প্রদর্শন করেন তা এককথায় দৃষ্টিকটু ও অশ্লীল। শুধু বড়লোকদের বাড়ির অনুষ্ঠানেই এমন হয় না, মধ্যবিত্তরাও অনেকে সাধ্যমতো বৈভবের প্রদর্শন করতে পিছপা হন না। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ও প্লেটে পদের সংখ্যা যত বেশি হবে তত আনন্দ (নাকি গর্ব?)।

দেশের বহু মানুষ যখন আজও ঠিকমতো খেতে পান না, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে, তখন বিয়ের নামে এই মোচ্ছব আইন করে বন্ধ করা উচিত।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯৪

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সোনা ৫। মনের যা কাজ, চিন্তন ৬। দক্ষিণবঙ্গের বাদা অঞ্চলে প্রাপ্ত ছোট চিংড়ি ৮। জীবন, প্রাণ, জীবনকাল ৯। ভার, ওজন, পূর্ণ, ভরা ১১। নরকে পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জায়গা, অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন জায়গা ১৩। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বা আচমকা উঠে বসার ভঙ্গি ১৪। শব্দ করা, ডাকাডাকি, আস্ফালন।

উপর-নীচ : ১। কাঁসার বড় বাটি ২। প্রাণ, জীবন, দৈবজ্ঞ ৩। বিন্ধ্য পর্বত থেকে উৎপন্ন নদীবিশেষ, রেবা নদী ৪। উপুড় হয়ে পড়া ৬। বাতাস, পবন ৭। চুল, কুন্তত, অলক ৮। ফল, গাছ বা কোনও কিছুর নির্যাস, চোয়ানো মদ ৯। শঠ, প্রতারক ১০। জ্যোৎস্না ১১। না হলে, অন্যথা ১২। যোগ সাধনায় নিশ্বাসরোধের এক প্রক্রিয়া ১৩। পর্যন্ত, অবধি।

সমাধান ■ ৩৮৯৩

পাশাপাশি : ১। ভাসাভাসা ৩। কবুল ৫। নিত্যনৈমিত্তিক ৬। পিনাক ৭। সদ্ভাব ৯। শমনভবন ১২। বসুধা ১৩। ইষ্টনাম।
উপর-নীচ : ১। ভাগ্যলিপি ২। সাহিত্য ৩। কলমি ৪। লক্তক ৫। নিক ৭। সন ৮। বদনাম ৯। শরাব ১০। নবধা ১১। বড়াই।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তপ্ত বাংলাদেশে মৃত্যুমিছিল বেড়েই চলেছে। বিক্ষোভের আগুনে পুলিশের গুলিতে নিহত ছেলের দেহ পাওয়ার পর আকুল কান্না মায়ের। ঢাকা।

অর্থনীতিতে জোর ধাক্কা বাংলাদেশে

ঢাকা, ২৩ জুলাই : বাংলাদেশে কোটা আন্দোলন ঘিরে হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আড়াই হাজারেরও বেশি জনকে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৭৪। রবিবার মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পক্ষে রায় দেওয়ার পর আন্দোলন পুরোটা না হলেও অনেকটাই কমেছে। যদিও পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বলে জানা গিয়েছে। সোমবার আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ৪৮ ঘণ্টার জন্য তাদের প্রতিবাদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে কড়াকড়ি এখনও বহাল রয়েছে। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান অবশ্য দাবি করেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সেনা সমাবেশ করানো হয়েছে। একাধিক জায়গায় বাংকার তৈরি করা হয়েছে। কাঁটাতার দিয়ে অবরোধ করা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এতে সাধারণ মানুষ পড়েছেন আরও সমস্যায়। এদিন রাজধানী ঢাকার পথে নেমেছিল কয়েকশো রিকশা। হানিফ নামে জনৈক রিকশাচালক বলেন, 'গত কয়েকদিন কার্ফিউয়ের জন্য রিকশা চালাতে পারিনি। আজ আমার কাছে অন্য কোনও বিকল্প উপায় ছিল না। আমি যদি রিকশা না চালাই তাহলে আমার পরিবারের পেটে ভাত জুটবে না।'

প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ, আন্দোলনের জেরে ঢাকা সহ বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমিতে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। জনজীবন কার্যত অচল হয়ে গিয়েছিল। এর জেরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেশের বণিকমহলের মতে, গত পাঁচদিনে

ছাত্র আন্দোলনে ব্যাপক ক্ষতি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। শুধু কমপ্লিট শাটডাউন বা সংঘর্ষ নয়, যেভাবে লুটপাট, হামলা চালানো হয়েছে এমনকি ঢাকার মেট্রোরেলে যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে তাতে ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রশিল্পেও ধাক্কা লেগেছে। শনিবার থেকে সমস্ত বস্ত্র কারখানা বন্ধ ছিল। এর ফলে একদিনে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে বস্ত্রশিল্পে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্সের প্রেসিডেন্ট এসএম মান্নান কচি বলেন, 'আমাদের আন্তর্জাতিক খরিদ্দাররা আস্থা হারাচ্ছেন। এটা সবথেকে বড় সমস্যা। এই ক্ষতিটা শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে হিসেব করা যাবে না। এর ধাক্কা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ইস্পাতশিল্পেও জোর ধাক্কা লেগেছে। প্রায় ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি ক্ষতি হয়েছে বলে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, বন্দর থেকে কাঁচামাল কিনতে পারেনি নির্মাতারা। তাতে উৎপাদন মার খেয়েছে। শ্রমিকদের প্রাণসংশয়ের জন্য তাঁদের বাড়িতেই থাকতে বলা হয়েছিল।

এদিকে অশান্তির কারণে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে ১৩২ জন নাগরিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে। তাঁদের মধ্যে পড়ুয়া ছিলেন ৮০ জন। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈফুদ্দিন নাসুসন।

কানাডার মন্দিরে ভাঙচুর : কানাডার এডমনটনে স্বামীনারায়ণ মন্দিরে ফের ভাঙচুর। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে ভারত-বিরোধী স্লোগান লেখা হয়েছে। নিন্দায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কানাডা শাখা সংগঠন।

রায় শীর্ষ আদালতে

নতুন করে নিট-ইউজি নয়

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজির ২০২৪ সালের পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এ সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে বলেছে, 'রেকর্ডে থাকা নথিগুলি প্রশ্নপত্রের পদ্ধতিগত বা ব্যবস্থাগত (সিস্টেমিক) ফাঁসের ইঙ্গিত দেয় না।'

তবে একইসঙ্গে গত ৫ মের নিট ইউজি পরীক্ষায় কিছু অনিয়ম ঘটেছে বলেও মেনে নিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'হাজারিবাগ ও পাটনায় যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল, এটি নিশ্চিত। তবে ঢালাও প্রশ্ন ফাঁসের কোনও প্রমাণ নেই।' প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মতে, 'পরীক্ষা পরিচালনায় সার্বিকভাবে ব্যবস্থাগত ত্রুটি হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাওয়া নথি বিশ্লেষণ করে তা প্রমাণিত হচ্ছে না। ফলে এ কথা বলা যাচ্ছে না যে, ঢালাও প্রশ্ন ফাঁসের জেরে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে।'

আদালত এদিন এ কথাও স্পষ্ট করে বলেছে, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সিবিআই তদন্ত করছে। সেই তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। সিবিআই তদন্তে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে আরও বেশিসংখ্যক সুবিধাভোগীর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুপ্রিম রায়

- রেকর্ডে থাকা নথিগুলি প্রশ্নপত্রের পদ্ধতিগত বা ব্যবস্থাগত (সিস্টেমিক) ফাঁসের ইঙ্গিত দেয় না
- এ কথা বলা যাচ্ছে না যে, ঢালাও প্রশ্ন ফাঁসের জেরে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে
- নতুন করে পরীক্ষা হলে পড়ুয়াদের এক বছর নষ্ট হবে। যা কোনওমতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কাম্যও নয়

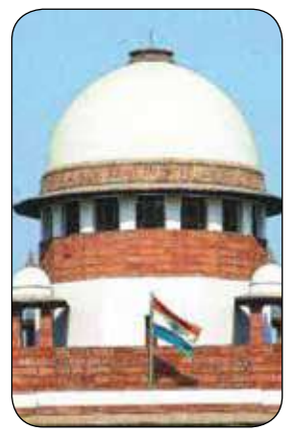

মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আগেই সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল, গত ৫ মে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে। সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাটনায় পাঠানো হয়েছিল। তবে সেই ফাঁস 'স্থানীয় স্তরে' হয়েছে জানিয়ে পরীক্ষা বাতিলের দাবির বিরোধিতা করেছিল সিবিআই।

নিট ইউজি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে দেশজুড়ে। ইতিমধ্যে বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র বিক্রির অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। এই আবহে ২০২৪-এর নিট ইউজি বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়েছিল। আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র তরফে ৬ জুলাই থেকে কাউন্সেলিং শুরুর কথা থাকলেও শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শীর্ষ আদালত মঙ্গলবার জানিয়েছে, 'নতুন করে পরীক্ষা হলে পড়ুয়াদের এক বছর নষ্ট হবে। যা কোনওমতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কাম্যও নয়।'

অন্যদিকে নিট ইউজি পরীক্ষার একটি প্রশ্নকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের অবসানও করেছে শীর্ষ আদালত। একই প্রশ্নের দু'টি 'ঠিক' বিকল্প নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল মঙ্গলবার আইআইটি দিল্লির রিপোর্টের পর তা কেটে গিয়েছে। সেই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, কোন উত্তরটা ঠিক।

আইআইটির বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অনুযায়ী, পদার্থবিদ্যার একটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে দু'টির মধ্যে (২ এবং ৪ নম্বর বিকল্প) একটিতে 'টিক' দেওয়া পরীক্ষার্থীরা নম্বর পেলেও ৪ নম্বর বিকল্পটিই ঠিক উত্তর বলে বিবেচিত হওয়ার কথা। তাই যাঁরা ২ নম্বর বিকল্পটি বেছে নিয়েছেন, তাঁদের নম্বর পাওয়ার কথা নয়।

'এতে বিচারপ্রক্রিয়ার ক্ষতি হয়'

জামিন আটকানোর পক্ষপাতী নয় কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ১৯৭৮ সালে স্টেট অফ রাজস্থান বনাম বালচাঁদ ওরফে বালিয়া মামলায় রায় দিতে গিয়ে আইনের মূল নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত বলেছিল, 'জামিন হল নিয়ম এবং জেল ব্যতিক্রম।' মঙ্গলবার সেই কথাটিই আবার বলল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এএস ওক এবং বিচারপতি এজি মাসির ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'জামিনের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের থাকলেও সাধারণভাবে কারও জামিন আটকে রাখা উচিত নয়। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই সেটা করা উচিত।'

আর্থিক তছরুপ (পিএমএলএ) এক মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে জামিন বাতিল করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ কোনও কারণ না থাকলে জামিন আটকানো হাইকোর্টের উচিত নয়। একইসঙ্গে নিম্ন আদালত থেকে দেওয়া জামিনের নির্দেশের ওপর দিল্লি হাইকোর্ট যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, সেটিও এদিন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

জামিনের আবেদনকারী প্রবীন্দর সিং খুরানা আর্থিক তছরুপের মামলায় অভিযুক্ত। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। প্রথমে নিম্ন আদালত তাঁকে জামিন দিয়েছিল। পরে দিল্লি হাইকোর্টে যায় মামলা এবং সেখানে তাঁর জামিনের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

প্রায় এক বছর ধরে খুরানার জামিন আটকে রয়েছে, শুনে বিস্মিত হন বিচারপতিরা। নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত জামিন পাওয়ার পর হাইকোর্টে যায় ইডি। গত বছরের জুন মাস থেকে খুরানার জামিন আটকে রয়েছে। শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, 'পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া একজন অভিযুক্তের জামিন এত দীর্ঘ সময় আটকে রাখা হয় কী করে? এর ফলে আদালত সম্পর্কে জনসমাজে কী বার্তা যাচ্ছে?'

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, স্বাধীনতা খর্ব করাকে কেউ অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন না। এতে বিচারপ্রক্রিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের বিষয়েও আলোকপাত করে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে পুরোনো মামলাগুলিতে অভিযুক্তরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন বলে জানান। তবে সেই যুক্তি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদের মামলায় অভিযুক্ত হলে আপনার যুক্তি বিবেচনা করা যেত।'

> জামিনের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের থাকলেও সাধারণভাবে কারও জামিন আটকে রাখা উচিত নয়। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই সেটা করা উচিত।
> ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি

সিকিউরিটি কো বুলাও : চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টে নিট ইউজি শুনানির সময় মঙ্গলবার আচমকাই মেজাজ হারালেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। এক প্রবীণ আইনজীবীকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে দেখা গেল তাঁকে। এমনকি উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মীদের আদালত কক্ষ থেকে ওই আইনজীবীকে বের করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি।

প্রধান বিচারপতির তিরস্কারের পরে অবশ্য ম্যাথুজ নেদুমপারা নামের ওই আইনজীবী স্বেচ্ছায় আদালত কক্ষ ছেড়ে চলে যান।

মঙ্গলবার নিট ইউজি মামলার শুনানি চলাকালীন চন্দ্রচূড় যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁকে বাধা দিয়ে 'আমি বলব', 'আমি বলব' বলে কিছু বলার চেষ্টা করেন ওই আইনজীবী। অসন্তুষ্ট বিচারপতি তাঁকে চুপ করার নির্দেশ দিলেও তিনি থামেননি। বরং পালটা বলেন, 'আমি সবচেয়ে সিনিয়ার আইনজীবী। ১৯৭৯ সাল থেকে এই কাজ করছি।' চন্দ্রচূড় বলেন, 'নেদুমপারা, আপনাকে বলছি, আপনি নাটক করবেন না। আদালত কীভাবে চলবে সেটা কোনও আইনজীবী ঠিক করবেন না।' এরপর ওই আইনজীবী বলেন, 'আপনি আমাকে সম্মান না করলে আমি চলে যাচ্ছি।' চন্দ্রচূড় বলেন, 'সেটা না বললেও চলত। আমিই আপনাকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।' এরপরই প্রধান বিচারপতি নিরাপত্তা কর্মীদের ডেকে ওই আইনজীবীকে এজলাস কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

গত মার্চে নির্বাচনি বন্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানি পর্বেও ম্যাথুজ উচ্চস্বরে কথা বলায় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'এখানে চিৎকার করবেন না।'

দায়িত্বশীল করদাতা হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

আপনার রিফান্ড কি পাওয়ার সময় হয়েছে?

তাহলে অনুগ্রহ করে লক্ষ করুন ঃ

- রিফান্ডের দাবি যাচাই পরীক্ষা সাপেক্ষ যার জন্য রিফান্ডে দেরি হতে পারে।
- আইটিআর-এর সঠিক দাখিল হলে রিফান্ড প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত হবে।
- দাবির কোনও গরমিল হলে সংশোধিত বিবরণী দাখিল করার অনুরোধ করা হবে।

কী করবেন

- ই-ফাইলিং পোর্টাল নিয়মিত দেখুন।
- আপনার আইটিআর প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত কোনও জ্ঞাপন পরীক্ষা করুন।
- জ্ঞাপনের ভিত্তিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুন।
- নিশ্চিত হোন সমস্ত দাবি যেন সঠিক এবং নির্ভুল হয়

কী করবেন না

- টিডিএস অর্থাঙ্ক ভুল দাবি করবেন।
- আপনার আয় কম দর্শাবেন
- আপনার হ্রাস বেশি করে দেখাবেন।
- মেকি খরচের জন্য দাবি দাখিল করবেন।

অনুগ্রহ করে লিঙ্ক https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ব্যবহার করে ই-ফাইলিং পোর্টাল লগিন করুন এবং প্রক্রিয়াকরণের স্থিতি যাচাই করতে 'ড্যাশবোর্ড'-এ যান এবং ভিজিট করুন Pending Action>> Worklist section যদি কোনও আইটেম সমাপ্তির জন্য বকেয়া থাকে।

cbc 15401/13/0003/2425

মিথ্যা বা মেকি দাবি দাখিল করা হলে দণ্ডনীয় অপরাধ।

Income Tax Department
Central Board of Director Taxes

For more information, Scan QR Code

For further assistance, please visit the website of the Income tax Department: www.incometax.gov.in

@IncomeTaxIndia | incometaxindia.official | Income Tax India Official | @incometaxindiaofficial | incometaxindia.gov.in

বাজেটে শরিক নির্ভরতার অঙ্ক

চন্দ্রবাবু, নীতীশের জন্য ঝুলি উপুড়

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : টানা তৃতীয়বার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছে এনডিএ। তবে ২০১৪, ’১৯-এর বিপরীতে ’২৪-এ লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বিজেপি। মোদি সরকার গঠনের নেপথ্য কারিগর হয়ে উঠেছেন বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ক্ষমতাসীন জেডিইউ ও টিডিপি। নীতীশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন দুই দলের সমর্থনের বিনিময়ে বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবার কেন্দ্রীয় বরাদ্দের বড় অংশ পেতে চলেছে বলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল। মঙ্গলবার সেই অনুমানই সত্যি হল। দুই রাজ্যের জন্য ঝুলি উপুড় করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

বিহারের জন্য বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সোমবার সেই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিলেও এদিন নীতীশের ক্ষতে প্রলেপ দিতে কার্পণ্য করেননি অর্থমন্ত্রী। বিহারে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ২,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। এই টাকায় পাটনা-পূর্ণিয়া এবং বক্সার-ভাগলপুর এক্সপ্রেসওয়ের সংস্কার হবে। বুদ্ধগয়া, রাজগির, বৈশালী এবং দ্বারভাঙ্গায় গড়ে উঠবে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে। বক্সারে গঙ্গার ওপর গড়ে উঠবে দুই লেনের সেতু। পর্যটক টানতে বুদ্ধগয়া, রাজগির ও নালন্দাকে সাজিয়ে তোলা হবে। ভাগলপুরে হবে ২,৪০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র। বিমানবন্দর ও মেডিকেল কলেজও পেতে চলেছে বিহার। রাজ্যের বন্যা মোকাবিলায় বরাদ্দ ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নেও বড় অঙ্কের বরাদ্দ পেয়েছে বিহার।

অন্যদিকে, কেন্দ্রে মোদি সরকারকে অক্সিজেন জোগানোর বিনিময়ে স্বপ্নপূরণের পথে চন্দ্রবাবু নাইডু। অমরাবতীকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হিসাবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রের সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। পাশাপাশি রাজ্যের জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে এবারের বাজেটে। বিরাট প্রাপ্তির পরেও অবশ্য সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন নীতীশ ও চন্দ্রবাবু। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ শুধু বলেছেন, ‘আপনারা ধীরে ধীরে সবকিছু জানতে পারবেন।’ কেন্দ্রীয় বরাদ্দের জন্য চন্দ্রবাবু অবশ্য প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘অন্ধ্রপ্রদেশবাসীর তরফে আমাদের প্রয়োজনকে মান্যতা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

বিহার, অন্ধ্রের প্রাপ্তিযোগে আপত্তি না করলেও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। বাংলা বঞ্চিত বলে খোলাখুলি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘গদি বাঁচানোর বাজেট। শরিকদের তুষ্ট রাখা। অন্যান্য রাজ্যকে বঞ্চিত করে শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি দেওয়া।’

অন্ধ্রপ্রদেশ

- অমরাবতীর পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য
- ১৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ

বিহার

- এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ২,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ
- পাটনা-পূর্ণিয়া এবং বক্সার-ভাগলপুর এক্সপ্রেসওয়ে সংস্কার
- বুদ্ধগয়া, রাজগির, বৈশালী এবং দ্বারভাঙ্গায় নতুন এক্সপ্রেসওয়ে
- বক্সারে গঙ্গার ওপর দুই লেনের সেতু
- ভাগলপুরে ২,৪০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র
- বিমানবন্দর ও মেডিকেল কলেজ
- বন্যা মোকাবিলায় ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা
- ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতি

সকলের উপকার হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : বিরোধী ইন্ডিয়া জোট সমালোচনা করলেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা জুটল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপি এবং এনডিএ নেতৃত্বের তরফে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা তো বটেই, বিহারের জন্য দরাজ হওয়ায় কেন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমারও।

বাজেট পেশের পর জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদি বলেন, ‘এই বাজেট নব্য মধ্যবিত্ত, গরিব, গ্রাম এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নের বাজেট। গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ গরিবি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এই বাজেট তরুণদের জন্য সুযোগের নতুন দরজা খুলে দেবে। শিক্ষা এবং দক্ষতা নতুন উচ্চতা পাবে এই বাজেট থেকে। নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ক্ষমতা দেবে এই বাজেট। মহিলা, ছোট ব্যবসায়ী এবং এমএসএমই শিল্পোদ্যোগীদের সাহায্য করবে এবারের বাজেট।’ মোদি বলেন, ‘এবারের বাজেটে সরকার এমপ্লয়মেন্ট লিংকড ইনসেনটিভ স্কিম চালুর কথা ঘোষণা করেছে। তা থেকে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। যাঁরা নতুন চাকরি পাবেন তাঁদের প্রথমবারের বেতন দেবে সরকার। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রকল্প থেকে গ্রামের তরুণরা দেশের অগ্রণী সংস্থায় কাজের সুযোগ পাবেন।’ তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এটাই মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘২০২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেট সমাজের সমস্ত বর্গকে মজবুত করবে। সবার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা দেখিয়েছে। আদিবাসী, দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষমতায়নের মজবুত পরিকল্পনা রয়েছে এবারের বাজেটে।’ উৎপাদন এবং পরিকাঠামোগত বিকাশের দিকেও এবারের বাজেটে নজর দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মোদি।

বাজেটে বিহারের জন্য কল্পতরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই প্রসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এদিন পাটনায় বলেন, ‘আমরা লাগাতার বিশেষ মর্যাদার কথা বলেছি। আর্থিক প্যাকেজের কথা বলেছি। সেই দাবির দিকে নজর রেখে এবার কেন্দ্রীয় সরকার বিহারকে বিশেষ সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছে। এই জনকল্যাণকারী যোজনাগুলির মাধ্যমে বিহার বিকাশের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে এবং বিকশিত বিহার হওয়ার রাস্তা আরও প্রশস্ত হবে।’ অন্ধ্রপ্রদেশের শাসক টিডিপিও এনডিএ সরকারের বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, ‘এবারের বাজেটে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। একটি উজ্জ্বল, সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবারের বাজেটকে জনমুখী এবং উন্নয়নমুখী বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, ‘এবারের বাজেট বিকশিত ভারতের শিলান্যাসের আধার হতে চলেছে। এই বাজেটে তরুণ, মহিলা, অন্নদাতাদের পাশাপাশি শিল্পপতি এবং পরিকাঠামোক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে।’

কুর্সি বাঁচাও বলে কটাক্ষ রাহুলের

সমালোচনায় সরব ‘ইন্ডিয়া’

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ২০২৪-২৫ সাধারণ বাজেটের সমালোচনায় সরব হল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। বিরোধীদের মতে, এবারের বাজেটে নতুন কিছু বলা হয়নি। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার এবং অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তাহার দেখে এই বাজেট নির্ভেজাল টুকলি করা হয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অভিযোগ, শুধু কপি পেস্ট করাই নয়, জেডিইউ, টিডিপির মতো যে শরিক দলগুলির ভরসায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এনডিএ সরকার টিকে রয়েছে, তাদের মন পাওয়ার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। তাই এই বাজেট ‘কুর্সি বাঁচাও’ বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। বাজেটের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী, বিআরএস নেতা কেটি রামা রাও প্রমুখ। রাহুল গান্ধি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘কুর্সি বাঁচাও’ বাজেট।

শরিকদের তুষ্ট করা-অন্য রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করে শরিকদের ফাঁপা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, সাধারণ মানুষের জন্য কোনও সুরাহা না করে আম্বানি-আদানিদের সুবিধা প্রদান করা, কংগ্রেসের ইস্তাহার ও পূর্বের বাজেটগুলি দেখে কপি-পেস্ট করা। মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘এই বাজেট অত্যন্ত নিরাশাজনক। শরিকদের সমর্থন বাঁচানোর জন্যই এই বাজেট করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য কোনও সুরাহার কথা বলা হয়নি। রেল বাজেটে কিছুই বলা হয়নি। পরপর দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ সেসম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। বাজেট দেখে মনে হয়েছে দেশের মানুষকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কুর্সি বাঁচাতে চাইছেন।’ লোকসভা ভোটের সময় কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তাহার তৈরির দায়িত্বে ছিলেন পি চিদম্বরম। তিনিও তাঁর উত্তরসূরির বাজেটের সমালোচনা করেছেন। তাঁর খোঁচা, ‘মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কংগ্রেসের ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের ইস্তাহারটি পড়েছেন সেটা জেনে আমি খুশি। কংগ্রেসের ইস্তাহারের ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ইনসেনটিভ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেটিকে উনি কার্যত গ্রহণ করেছেন দেখে আমি খুশি। আমাদের ইস্তাহারের ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় সমস্ত অ্যাপ্রেন্টিসকে যে ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেটিকেও উনি নিয়েছেন বলে আমি খুশি। আমাদের ইস্তাহারের আর কয়েকটি চিন্তাভাবনা যদি উনি টুকলি করতেন তাহলে আরও ভালো লাগত। যে সুযোগগুলি উনি হারিয়েছেন, সেগুলি আমি শীঘ্রই জানাব।’

সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, ‘সরকার বাঁচানোর জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের জন্য কিছু করা নিঃসন্দেহে ভালো ব্যাপার। কিন্তু যে রাজ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সেই উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যের কৃষকদের জন্য বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

প্রথম চাকরিতে ইপিএফে ১ মাসের বেতন

কর্মসংস্থানমুখী তিন পরিকল্পনায় জোর

একনজরে

- দেশের প্রথমসারির সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের জন্য থাকছে মাসিক ৫ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা
- দেশজুড়ে চাকরিজীবী মহিলাদের জন্য হস্টেল
- যাঁরা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজে যোগ দেবেন তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে একমাসের বেতনের সমান টাকা জমা দেবে কেন্দ্র। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পাবেন ইপিএফওতে প্রথমবার নাম নথিভুক্তকারীরা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : বেকারত্বের হার ৫ দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। যার জেরে গত লোকসভা ভোটে তরুণদের বড় অংশের ভোট অবিজেপি দলগুলির ঝুলিতে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বাজেটে কর্মসংস্থানমুখী ৩টি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এর মধ্যে রয়েছে কাজের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে দেশের প্রথমসারির ৫০০ সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ।

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের জন্য থাকছে মাসিক ৫ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা। এছাড়া সরকারের তরফে এককালীন ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন তাঁরা। এজন্য নতুন প্রকল্প চালু করার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, ইন্টার্নশিপের ১০ শতাংশ টাকা সংস্থাগুলিকে দিতে হবে। তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান আসবে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও তাঁদেরই করতে হবে।

মহিলাদের কর্মসংস্থান বাড়াতে দেশজুড়ে চাকরিজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন সীতারামন।

যাঁরা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজে যোগ দেবেন তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে একমাসের বেতনের সমতুল্য টাকা জমা দেবে কেন্দ্র। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পাবেন ইপিএফওতে প্রথমবার নাম নথিভুক্তকারীরা। ৩টি কিস্তিতে মিলবে এই টাকা। মাসিক বেতন ১ লক্ষ টাকা বা তার কম হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর ইপিএফে অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা হবে। এর ফলে ২ কোটি ১০ লক্ষ তরুণ-তরুণী উপকৃত হবেন বলে সীতারামন জানিয়েছেন।

দেশের বৃহত্তম কর্মসংস্থানমুখী সরকারি প্রকল্প মনরেগা-র আওতায় প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের জন্য মজুরির বিনিময়ে ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করে সরকার। মনরেগা প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতিতে টাকার জোগান বাড়ালেও শহরে এর প্রভাব নেই বললেই চলে। এতদিন না থাকলেও এবার উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের এমন প্রকল্পে উদ্যোগী হল কেন্দ্র।

উচ্চশিক্ষায় ঢালাও ঋণ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার জন্য পড়ুয়াদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে বলে মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেছেন, প্রতিবছর ১ লক্ষ পড়ুয়াকে ই-ভাউচার দেওয়া হবে। ৩ শতাংশ সুদের হারে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। একইসঙ্গে রাজ্যগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে পড়ুয়াদের অর্থসাহায্যে আরও একটি প্রকল্প আনা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। সেখানে ৫ বছর ধরে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কর্মসংস্থানের প্রশ্নেও বড় ঘোষণা করেছেন নির্মলা। যাঁরা প্রথমবার চাকরিতে ঢুকছেন তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে একমাসের বেতন দেওয়া হবে। তিনটি কিস্তিতে ওই টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বেতন ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলেই এই সুবিধা মিলবে। এতে দেশের ২ কোটি ১০ লক্ষ তরুণ উপকৃত হবে বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী।

মহাকাশ গবেষণায় হাজার কোটি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : মহাকাশ গবেষণায় ভারত দ্রুত এগোচ্ছে। ১৯৬৯ সালে পথচলা শুরু করে মাত্র কয়েক দশকে মহাকাশ গবেষণায় ভারত যে সাফল্য পেয়েছে, তা চমকে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। সাম্প্রতিককালে মঙ্গলযান ও চন্দ্রযান-৩ মিশনেও সাফল্য এসেছে। একসঙ্গে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে বিশ্বরেকর্ডও এখন ভারতের ঝুলিতে। এইসব সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ বাজেটে মহাকাশ প্রযুক্তি ও গবেষণা খাতে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই বরাদ্দ অর্থ থেকে দেশের ১৮০টি সরকার-স্বীকৃত মহাকাশ প্রযুক্তি সংক্রান্ত স্টার্টআপকে সহায়তা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা করে সীতারামন বলেন, ‘আগামী ১০ বছরে মহাকাশ অর্থনীতিকে পাঁচগুণ সম্প্রসারিত করার ওপর আমরা জোর দেব, যাতে এক হাজার কোটি টাকার একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল স্থাপন করা সম্ভব হয়।’ ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষের আর্থিক সমীক্ষাতেও দেশের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়।

মন্দির পর্যটনে বিশেষ নজর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : বিহারের জন্য এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কল্পতরু হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ যে খুব একটা ভুল নয় তা বাজেটের বরাদ্দ থেকেই স্পষ্ট। যেমন বিহারের বিষ্ণুপদ টেম্পল করিডর এবং মহাবোধি টেম্পল করিডরের উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য করা হবে। গয়ায় ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত বিষ্ণুপদ মন্দিরটি একটি প্রাচীন মন্দির। অন্যদিকে বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত মহাবোধি মন্দির একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। বছরের শুরুতে অযোধ্যার রামমন্দিরকে সামনে রেখে যে আবেগ তৈরি হয়েছিল ফৈজাবাদ লোকসভায় বিজেপির হারের পর সেই আবেগ এখন উধাও। এই অবস্থায় মন্দিরকে কেন্দ্র করে তীর্থক্ষেত্রের পর্যটনকে ফের চাঙ্গা করতে চায় কেন্দ্র। আর সেটা এবার বিহার থেকে শুরু করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিহারকে এবার ঢালাও আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বাজেটে। অর্থমন্ত্রী এদিন বলেছেন, বুদ্ধগয়া, রাজগির, নালন্দাকে এবার ঢেলে সাজানো হবে। কাশী-বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের মতো মহাবোধি মন্দির, বিষ্ণুপদ মন্দিরকে একসুতোয় বাঁধা হবে।

নতুন কর কাঠামোয় বৃদ্ধি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ২০২৪-এর পূর্ণাঙ্গ বাজেটে আয়করে বড় ছাড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নতুন কর কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। ফ্যামিলি পেনশনারদের ক্ষেত্রে এই সীমা ১৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার করা হয়েছে। নতুন কর কাঠামোয় পরিবর্তন হয়েছে স্ল্যাবও। তবে পুরোনো কর কাঠামো অপরিবর্তিত রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর দাবি, চাকুরিজীবীরা নতুন কর কাঠামোয় ১৭৫০০ টাকা পর্যন্ত বাঁচাতে পারবেন।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছিলেন নির্মলা। সেখানে কর কাঠামো অপরিবর্তিত রেখেছিলেন তিনি। তাই এবার কর কাঠামো পরিবর্তন নিয়ে জল্পনা চলছিল। বাস্তবে তার অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

এবারের বাজেটে আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার জল্পনা থাকলেও সেই পথে হাঁটেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তবে আয়কর স্ল্যাবে সামান্য পরিবর্তন করেছেন তিনি। নতুন কর কাঠামোয় আগে ৩ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা আয়ে ৫ শতাংশ কর দিতে হত। এবার তা করা হয়েছে ৩ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। এর পরের দুটি স্ল্যাবও পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ৭ থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। আগে যা ছিল ৩ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা এবং ৬ থেকে ৯ লক্ষ টাকা। ১২ লক্ষ টাকার বেশি স্ল্যাবে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

বাজেট কর কাঠামোয় সব থেকে বড় পরিবর্তন হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনে। ২০১৯-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে শেষবারের মতো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছিল। বর্তমানে নতুন এবং পুরোনো দুই কর কাঠামোতেই স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পাওয়া যায়। এবার থেকে নতুন কর কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সীমা বেড়ে ৭৫ হাজার টাকা হয়েছে। অন্যদিকে এতদিন পর্যন্ত পারিবারিক পেনশন ভোগীরা ১৫ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন দাবি করতে পারতেন। তাঁদের ক্ষেত্রে এবার তা বেড়ে ২৫ হাজার টাকা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

নয়া ট্যাক্স স্ল্যাব এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ২০২৪-এর ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। মূল্যায়ন বছর ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষেই এই সুবিধা মিলবে। এর পাশাপাশি এবারের বাজেটে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১১.৫ শতাংশ করা হয়েছে। কিছু কিছু অ্যাসেট ক্লাসে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লং টার্ম ইকুইটি গেনের ক্ষেত্রে কার ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ১ লক্ষ টাকা। কিছু কিছু অ্যাসেট ক্লাসে এই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে বছরে ১.২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আনলিস্টেড কোম্পানি বা স্টার্টআপের বিনিয়োগের জন্য আরও সহায়ক পরিস্থিতি দিতে অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স বাতিল করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি করে আসছে জাতীয় কংগ্রেস।

এছাড়াও বাজেটে ১৯৬১-এর আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারা খতিয়ে দেখে তার সরলীকরণ করার প্রস্তাবও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রাও ঠিক করে দিয়েছেন তিনি।

পরিবর্তিত কর কাঠামো

৩০০০০০ টাকা	শূন্য
৩০০০০১ টাকা - ৭০০০০০ টাকা	৫ শতাংশ
৭০০০০১ টাকা - ১০০০০০০ টাকা	১০ শতাংশ
১০০০০০১ টাকা -১২০০০০০ টাকা	১৫ শতাংশ
১২০০০০১ টাকা -১৫০০০০০	২০ শতাংশ
১৫০০০০০ টাকার বেশি	৩০ শতাংশ

ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৩ জুলাই : বাজেটের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ধস নামলেও দিনের শেষে সেই ধাক্কা সামলে নিল শেয়ার বাজার। দিনের শেষে সেনসেক্স ৭৩.০৪ পয়েন্ট নেমে ৮০৪২৯.০৪ এবং নিফটি ৩০.২০ পয়েন্ট কমে ২৪৪৭৯.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

২০২৪-এর পূর্ণাঙ্গ বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লংটার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিছু কিছু অ্যাসেট ক্লাসে শর্ট-টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সও ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করেছেন তিনি। সিকিউরিটিজ লেনদেনের ক্ষেত্রে কর ০.০২ শতাংশ (ফিউচার ট্রেডিং) এবং ০.১ শতাংশ (অপশন ট্রেডিং) বাড়ানো হয়েছে। এই ঘোষণার পরই ধস নামে শেয়ারবাজারে। এক সময়ে সেনসেক্স ৭৯২২৪.৩২ এবং নিফটি ২৪০৭৪.২০ পয়েন্টে নেমে যায়। পরে অবশ্য সেই ধাক্কা সামাল দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ার বাজার।

দাম কমল সোনা-রুপোর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৩ জুলাই : ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে সোনা-রুপোর ওপর আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ কমানোর ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। যার জেরে মঙ্গলবারই দেশের বাজারে সোনা-রুপোর দাম কমেছে।

মঙ্গলবার এই এই রাজ্যে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম কমে ৭০২৯০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম) এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম কমে ৬৩৯৬০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম) হয়েছে। ১৮ ক্যারেট সোনার হয়েছে ৫৫১৮০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)। একইভাবে কমেছে রুপোর দামও। মঙ্গলবার রাজ্যে প্রতি কেজি রুপোর দাম হয়েছে ৮৫৪২১ টাকা। এই দামগুলির সঙ্গে অবশ্য ৩ শতাংশ জিএসটি যুক্ত হবে। এই ধাতুর দাম আরও কমতে পারে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

দাম কমল ক্যানসারের ৩ ওষুধের, মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক ওষুধের দাম কমতে চলেছে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের ওপর থেকে কর তুলে নিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, ওই তিনটি ব্যয়বহুল ওষুধকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হচ্ছে। যে তিনটি ক্যানসারের ওষুধ আমদানি শুল্ক থেকে পুরোপুরি ছাড় পেয়েছে, সেগুলি হল স্তন ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ‘ট্রাস্টুজুমাব ডেরুক্সটেকান’, ফুসফুসের ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওসিমারটিনিব এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ব্যবহৃত ডুর্ভালুমাব। বাজারে এইসব ওষুধের দাম ৫০ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা। তাই রোগীর পরিবারকে স্বস্তি দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে অর্থমন্ত্রী জানান। ফলে ক্যানসারের ওই সব ওষুধের দাম কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া ‘দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতাকে উৎসাহ দিতে’ এক্স-রে মেশিনে ব্যবহৃত এক্স-রে টিউব এবং ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টরগুলির ওপর বেসিক কাস্টমস ডিউটি (বিসিডি) পরিবর্তনের ঘোষণাও এদিন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, ‘অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে উৎসাহ দিতে এবং সাধারণ মানুষ ও ভোক্তাদের স্বার্থকে সামনে রেখে কর আরোপ সহজ করার লক্ষ্যেই আমদানি শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাব রাখছি।’ কেন্দ্রীয় বাজেটে এইসব প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন শিল্পপতি হর্ষ মহাজন, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ শ্যাম আগরওয়াল, নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ প্রবীণ গুপ্ত, কুণাল সেগাল সহ চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা।

প্রবীণ গুপ্ত বলেন, ‘চাহিদার চেয়ে এই প্রাপ্তি খুব কম হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি ক্যানসারের ওষুধের ওপর শুল্ক ছাড় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক হ্রাস স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ কিছুটা হলেও কমাবে।’ কুণাল সেগালের মতে, ‘ক্যানসার শুধু মারণ রোগ নয়, তা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সংকট তৈরি করেছে। এই সংকট মোকাবিলায় সরকারের এই পদক্ষেপ খুব কার্যকর হবে।’

তবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি অংশের মতে, ক্যানসারের মাত্র তিনটি ওষুধের দাম কমিয়ে বাজেটে চমক তৈরির চেষ্টা করা হলেও বাস্তবে তাতে সাধারণ মানুষের কোনও সুরাহা হয়নি।

সীতার শাড়িবিলাস

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : তাঁর শাড়ি ঐতিহ্যের কথা বলে। তুলে ধরে বৈচিত্র্যময় ভারতের সংস্কৃতি। আবার কখনও তাতে উঠে আসে বাজেটের সূক্ষ্ম আভাস। এবারের বাজেটে সীতারামনের পরনে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের নামকরা মঙ্গলগিরি শাড়ি। সাদা খোলের সিল্কের চেক শাড়ি। পাড় বেগুনি রঙের। তাতে সোনালি সুতোর কাজ। বেগুনি রঙের ব্লাউজ। মঙ্গলগিরি শাড়ির সঙ্গে মিল রাখতে বাজেটে ঢেলে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশকে। অন্ধ্রের রাজধানী অমরাবতীর উন্নয়নে আর্থিক প্যাকেজ ১৫ হাজার কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা পোলাভরম সেচপ্রকল্পের অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি। মাস তিনেক আগে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের সময় তিনি পরেছিলেন নীল রঙের বাংলার হ্যান্ডলুম। তাতে ছিল বাংলার কাঁথাশিল্পের সূক্ষ্ম কারুকাজ। বাংলার ঐতিহ্য সমন্বিত সেই শাড়িতে ছিল সাদা সুতোর কাজ।

আড়ালে রেল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : একের পর এক দুর্ঘটনা। পরিষেবা নিয়ে যাত্রী অসন্তোষ। অভিযোগের পাহাড়। মনে করা হয়েছিল মঙ্গলবারের বাজেটে রেল সুরক্ষা ও যাত্রী পরিষেবার মান বাড়াতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কিন্তু দেড়ঘণ্টার বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী রেল প্রসঙ্গ টেনেছেন মাত্র একবার। অন্ধ্রপ্রদেশের জলপথ, সড়কপথের বিকাশের পাশাপাশি রেলপথের উল্লেখ করেন তিনি। তবে রেলের নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি।

ছোট তারা

কোচবিহারের প্রিয়াংশু কুণ্ডু শ্রী অরবিন্দ পাঠভবনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ও গিটার বাজাতে ভালোবাসে।

পুজোর সময় পুনরায় চালুর পরিকল্পনা এনবিএসটিসি'র

ঐতিহ্য হারিয়েছে কোচবিহারের দোতলা বাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী একমাত্র দোতলা বাসটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম টার্মিনাসের এক কোণে প্রায় বছরখানেক ধরে বাসটি পড়ে রয়েছে। বাসটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই এটি সংরক্ষণের দাবি উঠছে স্থানীয় মহলে। যদিও নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, 'কয়েকবার দোতলা বাসটিকে জয়রাইড হিসেবে চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি সাড়া মেলেনি। বাসটিকে মেরামত করে পুজোর সময় পুনরায় চালানোর চিন্তাভাবনা চলছে। সংরক্ষণ করার বিষয়টি নিয়েও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

১৯৮১ সালে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার উদ্যোগে কোচবিহারের রাজপথে দোতলা বাসের পথ চলা শুরু। সেই সময় দ্রুত এটির জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় মানুষজন সহ কোচবিহারে আসা পর্যটকরাও সেই বাসে চড়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। তবে যাত্রীসংখ্যার তুলনায় জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি হওয়ায় বাম আমলের শেষের দিকে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।

রাজ্যে তণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সংস্থার চেয়ারম্যান থাকাকালীন বাসটি সংস্কার করে চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই ফের তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার সেটি বিক্ষিপ্তভাবে চলে। ২০১৮ সালে চেন্নাইয়ের একটি গাড়ি নির্মাণ সংস্থা এই দোতলা বাসটিকে তাদের মিউজিয়ামে রাখতে চেয়ে এনবিএসটিসিকে আবেদন জানিয়েছিল। যদিও সেই আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। কোচবিহার আকাইভের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেছেন, 'দোতলা বাস কোচবিহারের একটি ঐতিহ্য। এটি নিয়ে বাসিন্দাদের গর্বও ছিল। কর্তৃপক্ষের উচিত বাসটি সংস্কার করে সেটিকে পুনরায় চালু করা।'

একসময় এনবিএসটিসি'র অধীনে বেশ কয়েকটি দোতলা বাস থাকলেও এখন একটিমাত্র বাসই অবশিষ্ট রয়েছে। সেটিও যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় সেজন্য কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। কোচবিহারের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অনুপম চক্রবর্তী বলেছেন, 'বাসটি অনেক পুরোনো। তাই সেটা চললে যাত্রীদের কাছে সেটি কতটা নিরাপদ তা নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ যদি সুরক্ষা নিশ্চিত করে তাহলে কোনও সমস্যা থাকবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কোচবিহারের এই ঐতিহ্যটি বজায় থাকবে।'

> বাসটিকে মেরামত করে পুজোর সময় পুনরায় চালানোর চিন্তাভাবনা চলছে। সংরক্ষণ করার বিষয়টি নিয়েও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।
>
> **-পার্থপ্রতিম রায়**
> চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

মা ক্যান্টিনে পরিদর্শনে চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর ও কাউন্সিলার গৌতম সরকার। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জে। -সংবাদচিত্র

পাঁচ টাকায় পেট ভরায় খুশি আজাহাররা

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৩ জুলাই : তখন ঠিক মধ্যদুপুর। কাজের ফাঁকে খাবার খেতে এক-এক করে অনেকেই হাজির হচ্ছেন। ৫ টাকা দিয়ে টিকিট নিতে পড়েছে লম্বা লাইন। টিকিট পেয়ে অনেকেই খাবার খেতেও শুরু করে দিয়েছেন। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, ডিম সেদ্ধ ও সবজি। মঙ্গলবার আচমকাই সেই মুহূর্তে হাজির হলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর। সঙ্গে ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম সরকার। খাবার খেতে আসা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তাঁরা ঘুরে ঘুরে কথা বললেন। শুনলেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা। খাবারের মান নিয়ে কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না সে কথাও জানতে চাইলেন তাঁরা।

তুফানগঞ্জ শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কন্যাশ্রী ভবনে দীর্ঘদিন থেকে এভাবেই চলছে মা ক্যান্টিন। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ও তুফানগঞ্জ পুরসভার ব্যবস্থাপনায় সাড়ে তিন বছর ধরে একটানা চলছে এই ক্যান্টিন। তুফানগঞ্জ শহরে দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছেন বহু মানুষ। এর বাইরেও রুটিরুজির জন্য প্রতিদিন শহরে আসেন অনেকেই। সেই নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম ভরসা এই ক্যান্টিন। দৈনিক পাঁচ টাকায় ডিম ভাতের পরিষেবা পেয়ে সকলেই খুশি। দৈনিক গড়ে ১৫০ জন মানুষ মধ্যাহ্নভোজে আসেন এখানে।

প্রতিদিন ১৫০

- তুফানগঞ্জ শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কন্যাশ্রী ভবনে সাড়ে তিন বছর ধরে চলছে মা ক্যান্টিন
- পুরসভা শহরের গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষের মুখে দুপুরের খাবার তুলে দিতে বদ্ধপরিকর
- বাইরে যে খাবারের দাম ৪০ টাকা, মা ক্যান্টিনে তা মাত্র পাঁচ টাকায় মেলে
- এখানে দৈনিক গড়ে ১৫০ জন মানুষ মধ্যাহ্নভোজে এই ক্যান্টিনে আসেন

পরিদর্শনে এসে এদিন চেয়ারপার্সন বলেন, 'দরিদ্র মানুষজনকে যাতে খালি পেটে না থাকতে হয় এবং তাঁরা যাতে স্বাস্থ্যকর খাবার পান সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতেই এই প্রকল্প। প্রতিদিন দেড়শোরও বেশিজনের খাবারের আয়োজন থাকে। কোনও কোনও দিন সংখ্যাটা বেড়ে যায়।' তিনি বলেন, 'তবে সবজি, ডিমের দাম চড়া থাকলেও আমরা ক্যান্টিনে ডিম দিয়ে যাচ্ছি।'

এদিন খাবার খেতে এসে চামটা এলাকার আজাহার ব্যাপারি জানান, 'টানা এক বছর ধরে দুপুরে কাজের ফাঁকে এখানেই খাবার খেতে আসি। বাইরের হোটেলে একই খাবারের দাম নিচ্ছে ৪০ টাকা। অথচ একই খাবার এখানে এসে ৫ টাকাতে ভরপেট খেতে পারছি। এই ব্যবস্থা না থাকলে আমাদের মতো গরিবদের একবেলা না খেয়েই কাটাতে হত।'

খেটে খাওয়া এবং গরিব মানুষের মুখে নামমাত্র দামে ভরপেট পুষ্টিকর খাবার তুলে দিতেই রাজ্যে ২০১১ সালের ১৫ অক্টোবর এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় এই ক্যান্টিন রয়েছে।

আজ শহরে

- সকাল সাড়ে সাতটায় জেনকিন্স সুপার লিগের (ফুটবল) প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিদ্যালয়ের ২০২৩ এবং ২০২৪ ব্যাচ।
- বাপুজি হাইস্কুলের আয়োজনে দুপুর ১২টায় 'বিশ্ব সংকটে জল এবং আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভা।
- **কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৫৯৭২৫৮৬৯৭ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।**

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৩
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৩
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৪
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৩
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩
ও নেগেটিভ	–	২

আবৃত্তির অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন আবৃত্তি নীড় সংস্থার সদস্যরা। আগামী ২৮ জুলাই 'আবৃত্তি নীড়' সংস্থার ৩৩তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে কলকাতার আবৃত্তিশিল্পী শোভনসুন্দর বসু অনুষ্ঠান করবেন জানা গিয়েছে। সংস্থার অধ্যক্ষা লিজা চক্রবর্তী বলেন, 'সংস্থার কোচবিহার শাখা এবং আলিপুরদুয়ার শাখার ছাত্রছাত্রীরা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। সংস্থার তরফে বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার সুমন্ত রায় এবং কবি অঞ্জনা দে ভৌমিককে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।' এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সম্পাদক হীরককুমার দাস, অরুণ চক্রবর্তী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আয় বাড়াতে পদক্ষেপ

অতিথিনিবাস সংস্কারে উদ্যোগী জেলা পরিষদ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পরিষদ কোচবিহার শহরের কাছারি মোড়ে থাকা অতিথিনিবাসকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিল। এজন্য প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হবে। ভবনটিতে ইতিমধ্যেই একটি ক্যান্টিনও করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেটিও লিজ দেওয়া হবে। কোচবিহার জেলা পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিলু বর্মন বলেন, 'অতিথিনিবাসটিকে সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৯০ লাখ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। চলতি মাসেই টেন্ডার করে খুব শীঘ্রই ভবনটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

কোচবিহার শহরের ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘি সংলগ্ন কাছারি মোড়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিথিনিবাসের ভবনটি রয়েছে। প্রায় ৪০ বছর আগে নির্মিত এই ত্রিতল ভবনটিতে বর্তমানে চারটি ডর্মিটরি, ৩টি সিঙ্গল বেডরুম, ছ'টি ডাবল বেডরুম ও একটি ট্রিপল বেডরুম রয়েছে। অনলাইনে বুকিং করে বাজারের তুলনায় অনেকটাই কম পয়সায় অতিথিদের এখানে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে থাকা ভবনটির উপরতলার একটা অংশকে বিয়ে সহ নানা অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। সেটিও বাজারের তুলনায় অনেকটাই কম দামে ভাড়ায় মেলে। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য মাত্র ১০ হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হয়।

অনলাইনে বুকিং

- সাগরদিঘি সংলগ্ন কাছারি মোড়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিথিনিবাস রয়েছে
- এখানে চারটি ডর্মিটরি, ৩টি সিঙ্গল বেডরুম, ছ'টি ডাবল বেডরুম ও একটি ট্রিপল বেডরুম রয়েছে
- অনলাইনে বুকিং করে অনেকটাই কম পয়সায় অতিথিদের এখানে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে
- ভবনটির উপরতলার একটা অংশ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়

তবে ভবনটি অনেকটাই বেহাল হয়ে পড়েছে। ভবনের শৌচাগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেঝে, দেওয়ালের বেশ খারাপ অবস্থা। সংস্কারের পাশাপাশি রং করে ভবনটিকে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হবে বলে জেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভবনটিতে ইতিমধ্যেই একটি ক্যান্টিন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেটি লিজ দেওয়া হবে। এর ফলে সেখান থেকে একটা আয় হবে। বর্তমানে ভবনটির একটি অংশ অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঠিক হয়েছে সংস্কারের পর ভবনটির ওপরতলায় বাঁ ও ডানদিকের অংশ বিয়ে সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। বর্তমানে দিনে একটি অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা ভাড়া পাওয়া যায়। সংস্কারের পর দিনে একই সময়ে দুটি করে অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। নীচের পার্কিং প্লেসের পরিধি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। নীচে গেট দিয়ে ঢোকার পর সামনে থাকা ফোয়ারাটিকে ছোট করা হবে। এতে পার্কিংয়ের জায়গাটিকে বড় করা সম্ভব হবে। তবে সংস্কারের পর ভবনটির ঘরভাড়া ও অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া কিছুটা বাড়তে পারে বলে আভাস মিলেছে।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে পুলিশের ভিডিও

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে প্রচারে জনপ্রিয় ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মনকে নিয়ে ভিডিও তৈরি করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সেখানে কোতোয়ালির আইসি তপন পালকেও অভিনয় করতে দেখা যায়। পথ সুরক্ষা দিবস সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলাজুড়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। এদিন পুলিশের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি পোস্ট করা হয়। যেখানে দেখা যায়, হেলমেট ছাড়া এক তরুণ দ্রুতগতিতে বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। ভিডিওতে মোটরবাইক চালানোর সময় হেলমেট পরার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বং মিডিয়া' নামে পরিচিত কোচবিহারের ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মন। এর আগেও পুলিশের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

ফের চুরির ঘটনা

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : ফের কোচবিহার শহরে চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গুড়িয়াহাটি রোড এলাকায় একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। চতুর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি সেখানে ভাড়া থাকেন। তিনিই এদিন চুরির ঘটনা প্রথম দেখতে পান। চতুর বলেছেন, 'সোমবার রাতে এখানে ছিলাম না। মঙ্গলবার সকালে এসে দেখি দরজার তালা ভাঙা। পাশের একটি ঘরের আলমারি খোলা। ঘর তছনছ অবস্থায় রয়েছে।'

ভোগঘরের সংস্কার দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২৩ জুলাই : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বেহাল হয়ে রয়েছে রাজ আমলে তৈরি হয় ভোগঘর। মূলত মন্দিরে ঠাকুরকে নিবেদিত ভোগ তৈরি করার জন্যই এই ঘর তৈরি করা হয়েছিল। এখনও এখানে রান্না করা হয়। ভোগঘরের ওপরের মটকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বর্ষায় সেদিক দিয়ে ঘরে জল প্রবেশ করে। বাধ্য হয়ে সেখানে ত্রিপল বেঁধে কাজ চালানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন আগে একবার টিন বদল করা হলেও বর্তমানে ঘরের অবস্থা খুব করুণ। তাই ভোগঘর সংস্কারের দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জের বাসিন্দারা।

মেখলিগঞ্জ মদনমোহনবাড়ির পুরোহিত উপেন্দ্রনাথ দেব শর্মা বলেন, 'ভোগঘর ঠিক করার জন্য বছরখানেক আগেই মাপজোখ করে অর্ডার হয়েছে।' মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল বলেন, 'এই বিষয়ে দেবত্র ট্রাস্টের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

ধুঁকছে মাথাভাঙ্গার প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৩ জুলাই : মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। প্রায় পাঁচ বছর আগে পশ্চিম দিকের সীমানা প্রাচীরের একাংশ ধসে পড়ে। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় সীমানা প্রাচীরের ভাঙা অংশ থেকে ইট চুরি হয়ে যাচ্ছে। প্রাচীর ভেঙে পড়ায় ওই অরক্ষিত অংশ দিয়ে দুষ্কৃতীরা কেন্দ্রটির ভেতরে গিয়ে নানা অসামাজিক কাজকর্ম করে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রটিতে একজন ভেটেরিনারি অফিসার ও একজন ফামাসিস্ট থাকলেও দীর্ঘদিন এডিভিআরআই, করণিক এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নেই। এমনকি স্থায়ী সাফাইকর্মী না থাকায় আংশিক সময়ের একজন সাফাইকর্মী রাখা হয়েছে। ওই কেন্দ্রের ভেটেরিনারি অফিসার ডাঃ পীযূষ বর্মন বলেন, 'বেহাল অবস্থার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অরক্ষিত থাকায় রাতের অন্ধকারে অসামাজিক কার্যকলাপ হয়। মাঝেমধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে ফাঁকা মদের বোতল পাওয়া যায়।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর ছাড়া বন বিভাগের উদ্ধার করা বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর নিয়মিত চিকিৎসা হয়। পর্যাপ্ত ওষুধ রয়েছে কিন্তু কেন্দ্রটি পরিকাঠামো এবং কর্মীসংকটে ধুঁকছে। হাজরাহাটের বাসিন্দা শ্যামল বিশ্বাস, বাইশগুড়ির বাসিন্দা নিতাই সরকারদের অভিযোগ, মাথাভাঙ্গা মহকুমার সবচেয়ে বড় প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিকাঠামো রীতিমতো ভেঙে পড়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত কর্মচারী না থাকায় পশুপালকদের ভুগতে হচ্ছে। বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে কোচবিহার জেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডাঃ মনোজ গোলদারের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

শহরের দুই দিঘি সাজানোর উদ্যোগ

কোচবিহারের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাজমাতাদিঘি। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার শহরের লম্বাদিঘি। -অপর্ণা গুহ রায়

দুইয়ে দুই

- গ্রিন সিটি মিশনে শহরের লম্বাদিঘি ও রাজমাতাদিঘি সাজছে
- তার জন্য ২ কোটি টাকার কাজের অনুমোদন মিলেছে
- আগামী অগাস্ট মাসে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : কোচবিহার শহরের দুটো দিঘিকে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর। তার জন্য ২ কোটি টাকার কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় শহরের লম্বাদিঘি ও রাজমাতাদিঘি সেজে উঠবে। আগামী অগাস্ট মাসে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কোচবিহার হেরিটেজ শহরের অঙ্গ হিসেবে রাজমাতাদিঘি ও লম্বাদিঘি সাজানো হবে। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেট কাজটি করবে। ইতিমধ্যেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

সংস্কারের সঙ্গেই দুই দিঘিরই চারপাশ সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। ঘাটের জায়গাগুলো অবশ্য ফাঁকা রাখা হবে। দিঘির পাড়ে মানুষের বসবার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। ফুল থেকে শুরু করে নানা বাহারি গাছ লাগিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেটের কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুমন সরকার জানিয়েছেন, দিঘি দুটোর কাজের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। টাকার অনুমোদনও মিলিছে। দ্রুত কাজটি করা হবে।

শহরের বৈরাগীদিঘি ও সাগরদিঘির ইতিমধ্যেই প্রায় আট কোটি টাকা খরচ করে সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। এবার রাজমাতাদিঘি ও লম্বাদিঘি সেই তালিকায় এল। তবে শহরের মানুষের অভিযোগ, কোচবিহারের প্রায় সব দিঘিরই অবস্থা ভালো নয়। জবরদখল করে দিঘি দখলের অভিযোগ রয়েছে। তার সঙ্গে শহরের বাকি ৪০ দিঘিরই সংস্কার করা প্রয়োজন। তবে আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় সেই কাজ হচ্ছে না। তার সঙ্গে দিঘির চারপাশ থেকে দখলদার তুলতে কোনও বড় পদক্ষেপ না করার অভিযোগ রয়েছে প্রশাসন ও পুরসভার বিরুদ্ধে।

পুজোর আকর্ষণ টি মেকিং ট্যুরিজম

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : কাঁচা চা পাতা থেকে প্যাকেট পর্যন্ত যাওয়ার গোটা প্রক্রিয়া এবার দেখতে পারবেন পর্যটকরা। একেবারে কারখানার ভেতরে সমস্ত 'প্রসেসিং'-এর বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন ইচ্ছুক পর্যটকরা। দুর্গাপুজোর আগেই আলিপুরদুয়ারে এই 'টি মেকিং ট্যুরিজম' চালু হতে চলেছে। আপাতত আলিপুরদুয়ার শহরতলির এক চা বাগান কর্তৃপক্ষ পুজোর আগেই পর্যটকদের জন্য সেই সুযোগ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। মাদারিহাট ব্লকেও একটি চা বাগান কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সম্প্রতি পর্যটন ব্যবসায়ীদের বৈঠকে 'টি মেকিং ট্যুরিজম' চালুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। জেলা প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছিল। পুজোর আগে জেলার পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রশাসনিক তৎপরতাও শুরু হয়েছে।

ক'দিন আগে জেলার পর্যটনের বিকাশ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে ডুয়ার্সের গুরুত্ব বাড়াতে বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে একটি হল টি মেকিং থেকে দেখার সুযোগ। ডুয়ার্স বেড়াতে এসে পর্যটকরা চা বাগান দেখার সুযোগ পেলেও কীভাবে চা প্রসেসিং হয়, সেটা অনুভব করার সুযোগ পর্যটকদের হয় না। তবে এবারে সেপ্টেম্বর মাস থেকে সেই সুযোগ পর্যটকদের কাছে আসছে। চা বাগান ঘুরে ফ্যাক্টরিতে ঢোকার সুযোগ করে দেবে বাগান কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যটকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

আলিপুরদুয়ার শহরতলির মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, 'সেপ্টেম্বর থেকে টি মেকিং দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। পর্যটকরা ফ্যাক্টরিতে ঢুকে কীভাবে কাঁচা পাতা থেকে চা তৈরি হয়, সেটা নিজেরা যেমন

মাঝেরডাবরি চা বাগানের কারখানায় চলছে কাজ।

সরাসরি দেখতে পারবেন, পাশাপাশি চা বাগানের একজন আধিকারিক টি প্রসেসিংয়ের বিষয়ে সবকিছু পর্যটকদের কাছে বর্ণনাও করবেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যটকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে, এজন্য একটি ফি নেওয়া হবে। তবে এখনও কী ফি তা নির্ধারণ করা হয়নি। অনলাইন বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে, পাশাপাশি স্পটেও এসে টিকিট কেটে ফ্যাক্টরিতে টি মেকিং দেখার সুযোগ নিতে পারবেন পর্যটকরা।'

মাদারিহাটের মাকড়াপাড়া টি এস্টেট কর্তৃপক্ষও পর্যটকদের ওই সুযোগ করে দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাগানের ম্যানেজার দীপেশ করণ বলেন, 'টি প্রসেসিং দেখার আগ্রহ পর্যটকদের মধ্যে রয়েছে। আমরা এ বিষয়ে পরিকল্পনা করেছি।'

জেলা প্রশাসনের পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, জেলায় দুই বাগান কর্তৃপক্ষ টি মেকিং ট্যুরিজমে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অন্য আরও বেশ কিছু বাগানকে এব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে।

ডুয়ার্সের ট্যুর অপারেটর বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'জঙ্গল সাফারি করে অনেক পর্যটক চা তৈরির প্রক্রিয়া দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বেড়ে যাবে।' একই সুর জলদাপাড়ার এক রিসর্ট মালিক চিন্ময় ভট্টাচার্যের গলায়।

আইটিপিএ'র সম্পাদক রামঅবতার শর্মার কথায়, 'আলিপুরদুয়ারে টি ট্যুরিজমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন চা বাগান মালিকরা টি ট্যুরিজমে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে দিন-দিন টি ট্যুরিজমের বিকাশ ঘটবে।'

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায়ের দাবি, 'টি মেকিং ট্যুরিজম চালু হলে চা বাগান কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ হবে, পাশাপাশি পর্যটকরা এতে খুশি হবেন।'

বাড়তি আয়

- অনেকেই ডুয়ার্সে ঘুরতে এসে চা বাগানের ফ্যাক্টরির ভেতরটা দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন
- কিন্তু সেই সুযোগ আগে না থাকলেও এখন তা শুরু হতে চলেছে
- বিভিন্ন চা বাগান প্রশাসনের এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে
- পর্যটকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য করা হবে
- অনলাইন বুকিংয়েরও ব্যবস্থা থাকবে, এতে চা বাগানেরও আয় হবে

ক্ষোভ বঙ্গের তিস্তাপাড়ে
বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণেও ব্রাত্য বাংলা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে নরেন্দ্র মোদি-শেখ হাসিনার বৈঠকে উপেক্ষিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মতামতকে 'অগ্রাহ্য' করেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক 'কথা' দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিস্তার দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বা ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ থেকে ব্রাত্য থাকল বাংলা। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য যে পাঁচটি রাজ্যকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছেন, তার মধ্যে সিকিম থাকলেও উহ্য থেকে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম। যে কারণে 'তিস্তা কি রংপো এসে থেমে যাবে', উঠছে প্রশ্ন।

যথারীতি বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপির বিমাতৃসুলভ আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। যেহেতু শত চেষ্টা করেও এরাজ্যে বিজেপি কিছু করতে পারছে না, তাই বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বঞ্চনা করা হচ্ছে। তিস্তার ভয়াবহতার জন্য কালিম্পং সহ উত্তরবঙ্গের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা কি জানা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের?'

সিতংম থেকে তিস্তাবাজার, মেল্লি থেকে লাচুং, সর্বত্রই দুর্যোগের ছাপ স্পষ্ট। কার্যত কোনও পার্থক্য নেই সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের তিস্তাপাড়ের। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগেও 'রাজনীতি'র অভিযোগ উঠল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক সহায়তায় সিকিম পাহাড়ে খুশির হাওয়া দেখা দিলেও, সমতলে ক্ষোভের আগুন এবং নতুন করে বিজেপি-তৃণমূলের পরস্পরবিরোধী রাজনীতি মাথাচাড়া দিতে শুরু করল।

মঙ্গলবার অর্থমন্ত্রী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিহার, অসম, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আর তা শুনতে পেয়েই খুশি হয়ে ওঠে বাংলার প্রতিবেশী পাহাড়ি রাজ্যটি। সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার পুনর্নির্বাচিত সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং সন্তোষপ্রকাশ করেন। সিকিমের পাশে থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা বলেছেন, 'অত্যন্ত আনন্দের খবর। এবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে সিকিম। সুদিন ফিরবে সিকিমবাসীর।' মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং যে আর্থিক প্যাকেজের জন্য প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাও তিনি তুলে ধরেন।

তিস্তার ত্রাসে কালিম্পং সহ বাংলার একাধিক জনপদও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনও সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের মাশুল গুনতে হচ্ছে তিস্তাপাড়কে। তাহলে কেন ব্রাত্য থাকবে বাংলা, উঠছে সেই প্রশ্ন।

যদিও এর জন্য রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। তাঁর পালটা খোঁচা, 'গত বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর খুব আমি চিৎকার করে গিয়েছি। রাজ্য কেন বিপর্যয় ঘোষণা করল না? কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রাক বাজেট বৈঠকে কেন রাজ্যের কোনও মন্ত্রী উপস্থিত থাকলেন না? আর্থিক সাহায্য চেয়ে রাজ্যের তরফে কেন কেন্দ্রের কাছে একটি চিঠিও পাঠানো হল না? কালিম্পংয়ে বারবার ছুটে গিয়েছি আমি। মুখ্যমন্ত্রী তো বড়দের জন্য মহানগুড়িতে এসেছিলেন। কেন তিনি কালিম্পংয়ে এলেন না?'

রাজনীতির লড়াই নয়, কালিম্পংয়ের তিস্তাপাড় কিন্তু চাইছে ঘুরে দাঁড়াতে। তাই তিস্তাবাজারের গোবিন্দ ছেত্রীর প্রশ্ন, 'তিস্তার জল কি রংপোয় এসে থেমে যাবে?'

দুয়োরানি

- সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও টাটকা তিস্তাপাড়ে
- এবছরও তিস্তা ভাসিয়েছে বাংলার বেশ কিছু জনপদ
- সিকিম যতটা বিধ্বস্ত, ঠিক ততটাই বিধ্বস্ত কালিম্পংয়ের তিস্তাপাড়
- কেন্দ্রীয় বাজেটে দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ পেল সিকিম সহ পাঁচটি রাজ্য
- সেই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত রইল বাংলা

উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ জুলাই : রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার আলাদা করে উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগকে সামনে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য-রাজনীতির অঙ্ক কষেই বিজেপির বিরুদ্ধে পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের মানুষের ক্ষোভকে উসকে দিতেই এই মন্তব্য মমতার।

২০১৯ থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিজেপিকে সমর্থন দিয়ে আসছে উত্তরবঙ্গ। এবারের লোকসভা ভোটেও তার বিশেষ নড়চড় হয়নি। অথচ সেই উত্তরবঙ্গের মানুষকেও বাজেটে বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বাজেটের পর রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে এভাবেই বিজেপিকে নিশানা করেছে শাসকদল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটের সময় ওরা বড় বড় কথা বলেছিল। অথচ ভোটের পরে দার্জিলিং, কালিম্পংকে ভুলে যায়। এটাই ওদের ধরন।' উত্তরবঙ্গের মানুষকে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই দিকটি মনে রাখার জন্য আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দার্জিলিং নিয়ে বিজেপির এই বাজেটের কথা মনে রাখে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার প্রশ্নে উঠে এসেছে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও সিকিমের কথা। কেন্দ্রীয় বাজেটে চিত্র ঘোষণা আগে মোদির লুক ইস্ট নীতি মেনে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে ঢালাও বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সেই সূত্রেই অঙ্গরাজ্য সিকিমকেও সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের জেরে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যের অভিযোগ, সিকিমের বিপর্যয়ের জেরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো জেলা। অথচ তার জন্য কোনও বরাদ্দ করা হয়নি কেন্দ্রীয় বাজেটে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সিকিম অর্থ সহায়তা পাক। আমরা তার বিরোধিতা করছি না। কিন্তু দার্জিলিং কালিম্পংয়ের কথাও ওদের মাথার রাখা উচিত ছিল।'

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ মানেনি বিজেপি। বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ ১০০ কোটির মধ্যে ৪০ শতাংশ টাকাই খরচ করেনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ। উনি রাজনীতি করতেই ভালোবাসেন। তাই ভোটের আগে ময়নাগুড়ির ঝড়ে ছুটে যান। অথচ ভোটের পর বানভাসি উত্তরবঙ্গে যেতে পারেন না। রাজ্যের জন্যই উত্তরবঙ্গের এই অবস্থা।'

পাট পচানোর মরশুম। কোচবিহারের টাকাগাছ এলাকায় ছবিটি তুলেছেন অর্পণা গুহ রায়।

কর্মীদের ব্যাপক রদবদল
পঞ্চায়েতে তিন বছরের বেশি এক অফিসে নয়

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : বছরের পর বছর ধরে বহু কর্মী এক অফিসে থেকেই ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। আবার কেউ স্থানীয় স্তরে বোঝাপড়া করে আধিপত্য বিস্তার করছেন। অনেকের বিরুদ্ধে উঠছে রাজনৈতিক যোগের অভিযোগও। এই সবকিছুর পরিবর্তন করতে এবার সরকারি কর্মীদের বদলি করার প্রক্রিয়া শুরু হল। কোচবিহার জেলাজুড়ে কর্মীদের ব্যাপক রদবদল হচ্ছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ কর্মীকে ধাপে ধাপে বদলি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়। শহরের একাধিক সরকারি দপ্তরের কর্মীদেরও রদবদল হচ্ছে। তিন বছরের বেশি এক অফিসে থাকা যাবে না।

প্রায় তিনশো কর্মীর বদলি হয়েছে। আরও দুশোর বেশি কর্মী বদলি হবে। রাজ্যের নির্দেশে তিন বছরের বেশি সময় ধরে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কিংবা পঞ্চায়েত সমিতিতে কাজ করা কর্মীদের বদলি করা হচ্ছে। তাঁদের অন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমিতিতে নেওয়ার জন্য সেখানকার কর্মীদেরও বদলি করা হচ্ছে। তবে শুধু যে গ্রামীণ স্তরে বদলি হচ্ছে তা নয়। কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরের অধীনে থাকা একাধিক অফিসের কর্মীদের বদলি শুরু হয়েছে। তার মধ্যে সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর, আরটিও, ট্রেজারি, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে শুরু করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরাও রয়েছেন। তাঁদের এক দপ্তর থেকে সরিয়ে অন্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থায়ী থেকে শুরু করে অস্থায়ী কর্মীরাও রয়েছেন এই তালিকায়।

কিন্তু কেন এই রদবদল? জানা গিয়েছে, অনেকে সাত-আট বছর ধরে এক দপ্তরে একইভাবে কাজ করলে কাজের গতি কমে আসে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক সুযোগ নেওয়ার অভিযোগও ওঠে।

কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) সৌমেন দত্ত বলেন, 'পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্দেশ মেনে সব ধরনের কর্মীদের বদলি করা হচ্ছে।'

বদলির নির্দেশ

- কোচবিহার জেলার ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১২ পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কমবেশি কর্মীদের বদলি শুরু হয়েছে
- নির্মাণ সহায়কদের বদলি আগেই করা হয়েছে
- সহায়ক ও এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টদের আংশিক বদলি হয়েছে
- সচিবদেরও বদলির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চায়েতিরাজ শাখার জেলা সভাপতি রাজদীপ আচার্য বলেন, 'তিন বছর পরপর কর্মীদের বদলি করার নিয়ম রয়েছে। কোচবিহারে তা হয়েছে। এটা নতুন নয়। তবে আমাদের একটাই দাবি, যাঁদের শারীরিক ও পারিবারিক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের বিষয়টি দেখা উচিত, যাতে বাড়ি থেকে দূরে বদলি না হয়।'

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির যৌথ কমিটির উপদেষ্টা পুলককান্তি বিশ্বাসের কথায়, 'পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি হচ্ছে, তার দায় কর্মীদের উপর চাপানো হচ্ছে। কর্মীরা একেই নানা সমস্যায় রয়েছেন। বাড়ি থেকে দূরে বদলি হলে সমস্যা বাড়বে।'

গত কয়েক বছরে সরকারি দপ্তরগুলোর কাজকর্ম নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে বদলিকেই ভরসা করছে পঞ্চায়েত দপ্তর। সেইমতো গত সপ্তাহে রাজ্য থেকে সব জেলায় বদলির নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। কোচবিহারে সেই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

বঞ্চিত বাংলা

প্রথম পাতার পর

ভূ-উষ্ণায়নের ফলে কৃষি উৎপাদনে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এই যুক্তিতে সম্ভবত 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে'র (2 ND Green Revolution)-এর সূচনা হল এই বাজেটে পেশের মাধ্যমে।

মোদি সরকারের জমানায় ২০১৭ সাল থেকে রেল বাজেটকে অর্থ বাজেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দিন দিন ভারতীয় রেলের গুরুত্ব কমেছে। এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মাত্র একবার 'রেল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা। যা মোট বাজেট ব্যয়ের ৫.৪ শতাংশ মাত্র। কোনও নতুন ট্রেনের ঘোষণা হয়নি। পরিকাঠামো উন্নয়নে বেশিরভাগ প্রকল্পই অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যেই সীমাবদ্ধ।

প্রয়োজন ছিল দ্রুত কর্মসংস্থানের কোনও সরকারি প্রকল্প। ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ বাড়েনি বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গের মতো জনবহুল রাজ্য তাদের বরাদ্দ টাকা থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত হচ্ছে। তার কোনও উল্লেখ বাজেটে ছিল না। ঘটা করে বলা হয়েছে, প্রথম চাকরিপ্রাপককে ১৫০০০ টাকা সরকার দেবে। তিন কিস্তিতে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রথম চাকরির সুযোগ কীভাবে হবে তার কোনও পরিকল্পনা বাজেটে ছিল না।

তবে বাজেটে মহিলা ও কন্যাদের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির ওপর ভরসা করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের সুযোগসুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। এবার সম্ভবত চিনের পুঁজি ব্যাপক হারে বিনিয়োগ হবে। সংখ্যালঘু মঙ্গলের বাজেট বরাদ্দ মাত্র ২.৭ শতাংশ বেড়েছে। সংখ্যালঘু ছাত্রদের নানাবিধ কেটিচি প্রকল্পে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার বরাদ্দ কমেছে ১০ কোটি টাকা থেকে ২ কোটি টাকায়।

মধ্যবিত্তকে খুশি করতে বিত্ত করে সামান্য রদবদল করা হয়েছে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে বেড়েছে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা। লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি ক্ষেত্রে এই কর বেড়েছে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ। তার ফলে শেয়ার বাজারে পতন হয়েছে। এটি ফাটকা রুখতে একটি ভালো উদ্যোগ।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের ক্ষেত্রে নানা প্রকল্প ও আর্থিক অনুদান ঘোষিত হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই বাংলার ক্ষেত্রে কিছুই জোটেনি। বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা থেকে শুধু কর ও সম্পদ আদায় করতেই সিদ্ধহস্ত। প্রাপ্যটাও দেয় না। এই বাজেটও ব্যতিক্রম নয়। দিশাহীন এই বাজেট আবারও প্রমাণ করল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গ একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

এনবিইউতে অতিথিনিবাসের ঘর দখল করে তৈরি করা হয়েছে ল্যাব।

অতিথিনিবাসের ঘর দখল করে ল্যাব

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : শুধু যে নিয়মের তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর লুপ্ত পদে নিয়োগ হয়েছে তা নয়, কার্যত দুর্নীতির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালব্য মিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এমএমটিটিসি)। লুপ্ত পদে নিযুক্ত সহযোগী অধ্যাপক এবং ডেপুটি ডিরেক্টর সঞ্জীব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা ইউজিসি'র অতিথিনিবাসের দুটি ঘর দখল করে নিজের ল্যাবরেটরি তৈরির মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ল্যাব তৈরির জন্য অতিথিনিবাসের ঘরে যেথায়খুশিমতন সংস্কারও করেছেন সঞ্জীব। তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ইউজিসি'র কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্তের বক্তব্য, 'অতিথিনিবাসের কোনও অবস্থাতেই ল্যাব তৈরি করা যায় না। অভিযোগ পাওয়ার পর ডেপুটি ডিরেক্টরকে সাতদিনের মধ্যে অতিথিনিবাস ফাঁকা করে দিতে বলা হয়েছে। যাতে পড়ুয়া ও গবেষকদের অসুবিধা না হয় তারজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউসিক বিভাগের একটি ঘর তাকে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই ল্যাব তৈরি করতে বলা হয়েছে। এরপরও নির্দেশ না মানলে কড়া পদক্ষেপ করব।' তবে কীভাবে ডেপুটি ডিরেক্টর অতিথিনিবাসে দুটি ঘর পেলেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন দেবাশিস। তাঁর কথা, 'কেন অতিথিনিবাসে ল্যাব তৈরির অনুমতি দেওয়া হল এবং কে অনুমতি দিল তা বুঝতে পারছি না। কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না।'

এনবিইউ

সঞ্জীবের বক্তব্য, 'এগুলি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য এমএমটিটিসি'র ডিরেক্টর অতিথিনিবাসের দুটি ঘর আমার জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। রেজিস্ট্রারের নির্দেশ মেনে অতিথিনিবাস থেকে ল্যাব সরিয়ে নেব।' এমএমটিটিসি'র ডিরেক্টর অঞ্জন চক্রবর্তী স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি ল্যাবের জন্য কোনও অনুমতি দেননি। অঞ্জনের কথায়, '২০২২ সালের অগাস্ট মাসে ডেপুটি ডিরেক্টর অতিথিনিবাসের দুটি ঘর চেয়েছিলেন। লিখিতভাবে সেই আবেদন বাতিল করা হয়েছে। তবে তার অনুরোধে সাময়িক সময়ের জন্য ল্যাবের যন্ত্রাংশ ঘরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অনুমতি ছাড়াই ল্যাব তৈরি করে যেভাবে দুটি ঘর দখল করে রাখা হয়েছে তা একাধিকবার লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারকে জানিয়েছি।' যেভাবে ল্যাব তৈরির নামে অতিথিনিবাসে বেআইনি কাজ করা হয়েছে সেসব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও রিপোর্ট দিয়েছে।'

তরুণ ও কৃষক

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, বাংলা, বিহার, ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য উন্নয়নে বিশেষ জোর দেবে কেন্দ্র। গড়ে তোলা হবে কলকাতা-অমৃতসর বাণিজ্য করিডর।

ট্রেন দুর্ঘটনা ঠেকাতে পদক্ষেপের কথা বলা হলেও বাজেট বক্তৃতায় রেল নিয়ে বড় কোনও ঘোষণা ছিল না। তবে সোনা, রুপো, মোবাইল ফোন, লিথিয়াম ব্যাটারি, চামড়ার জিনিসের ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। তামার তৈরি জিনিসের করের হার ৪ শতাংশ কমবে। অন্যদিকে, কর বৃদ্ধির জেরে পিভিসি ও প্লাস্টিকের জিনিসের দাম বাড়তে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও ৩ কোটি বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা। গ্রামোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ২ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা। পরিকাঠামো উন্নয়নে খরচ ধরা হয়েছে ১১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি।

বিয়েবাড়ির প্যান্ডেলের বাঁশ এখনও খোলা হয়নি। মঙ্গলবার ফালাকাটায়। - সংবাদচিত্র

ফুলবাড়িতে চেকপোস্ট

জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই : গত রবিবার বিএসএফ আধিকারিক ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ককে নিয়ে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছিলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। পরিদর্শনের পর জমিজট নিয়ে রাজ্য সরকারকে দায়ী করেন তিনি। তবে জেলা প্রশাসন সূত্রে সেই অভিযোগ নস্যাৎ করে জানানো হয়েছে, স্থলবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে জমিসমস্যা নেই। ২৫ একর জমি দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে রয়েছে।

জেলার খেলা

জয়ী বিসি লায়ন্স

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : নীলকুঠি শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাব ও পাঠাগারের আট দলীয় ফুটবলে রবিবার বিসি লায়ন্স ২-১ গোলে লুইস ইলেভেনকে হারিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে লায়ন্সের রিয়াজুল মিয়াঁ ও রাজিব মোদক গোল করেন। লুইসের গোলদাতা রাজা সাহা। ম্যাচের সেরা লায়ন্সের রাহুল বর্মন। বৃহস্পতিবার খেলবে রামকৃষ্ণ রয়্যালস ও বাণীতীর্থ ওয়ারিয়র্স।

ডাক্তারি পড়ুয়ারা

প্রথম পাতার পর

'পরিবারগুলিতে কী ধরনের রোগ হচ্ছে, কীভাবে সেই রোগের মোকাবিলা করা হচ্ছে, আমাদের সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা হবে। ভবিষ্যতে পেশাগত জীবনে এসব আমাদের কাজে লাগবে।' সতীর্থ কুণাল স্বরের বক্তব্যেও একই কথার প্রতিধ্বনি। শিবিরে উপস্থিত গ্রামবাসী সুশীল বর্মন বললেন, 'এই উদ্যোগের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।'

নববধূর বান্ধবীকে ধর্ষণের অভিযোগ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : ফুলশয্যার রাতে স্বামীর সঙ্গে নববধূর নাবালিকা বান্ধবীও একই ঘরে ছিল। সেখানেই স্ত্রীর বান্ধবীকে মাদক খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। নববধূর সামনেই কী করে এমন ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই মহিলার ভূমিকা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সোমবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মঙ্গলবার ভোরেই সেই নবদম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদারের কথায়, 'অভিযুক্ত নবদম্পতিকে গ্রেপ্তার করে এদিন আদালতে পাঠানো হয়। নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষাও করা হয়েছে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, গত রবিবার গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক পাত্রীর সঙ্গে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার এক তরুণের বিয়ে হয়। উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ছেলের বাড়িতেই বিয়ের আসর বসে। এদিকে নববধূর বছর ষোলোর সেই বান্ধবী ফালাকাটা শহরের বাসিন্দা। তার সঙ্গে আগে থেকেই পাত্রের পরিচয় ছিল। পূর্বপরিচিত হওয়ায় বিয়ের একদিন আগে অর্থাৎ শনিবারই ছেলের বাড়িতে চলে আসে ওই নাবালিকা। রবিবার রাতে বিয়েতে ফূর্তিও ভালোই হয়। তবে ওই রাতে কোনও ঝামেলা হয়নি। বিয়ের পরদিন অর্থাৎ সোমবার ছিল ফুলশয্যার রাত। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর বিয়ে। তাই নাবালিকা সোমবারও থেকে যায়। আর সেই রাতে ঘটে বিপত্তি।

সূত্রের খবর, ফুলশয্যার রাতে স্পেশাল আয়োজন করে অভিযুক্ত তরুণ। একই ঘরে নববধূ ও তার বান্ধবী ছিল। সেই রাতে স্ত্রীর বান্ধবীকে নেশা জাতীয় কিছু খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

ঘটনাক্রম

- বছর ষোলোর সেই বান্ধবী ফালাকাটা শহরের বাসিন্দা
- তার সঙ্গে আগে থেকেই পাত্রের পরিচয় ছিল
- বিয়ের একদিন আগে ছেলের বাড়িতে চলে আসে
- রবিবার রাতে বিয়েতে ফূর্তিও ভালোই হয়
- সোমবার ছিল ফুলশয্যার রাত, আর সেই রাতে ঘটে বিপত্তি

রাত দুটো নাগাদ নাবালিকার যখন হুঁশ ফেরে তখন সে সব বুঝতে পারে। বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নবদম্পতির তরফে তাকে ভয়ও দেখানো হয় বলে অভিযোগ। কোনওভাবে রাতেই ঘর থেকে বের হয়ে বাড়িতে ফোন করে সবকিছু জানায়। রাতেই পরিবারের লোকজন এলাকায় এসে নাবালিকাকে নিয়ে যায়। পুলিশকেও জানানো হয়। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের তরফে সেই দম্পতির বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নাবালিকার পরিবারকে আর্থিক টোপ দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। নাবালিকার এক নিকট আত্মীয় বলেন, 'আমাদের কাছে ওই পরিবার থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সবকিছু মিটিয়ে নেওয়ার জন্য। দোষীর আইন অনুযায়ী শাস্তি হোক, এটাই আমাদের দাবি।' যদিও সেই পরিবারের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

খেলায় আজ

২০১৯ : ১৯ বছরের হাঙ্গেরির সাঁতারু ক্রিস্টোফ মিলাক ভেঙে দিলেন মাইকেল ফেলপসের ১০ বছর পুরোনো ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের বিশ্বরেকর্ড। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজুয়ে ১ মিনিট ৫০.৭৮ সেকেন্ড সময়ে মিলাক এই দূরত্ব সম্পূর্ণ করেন।

সেরা অফবিট খবর

সিনেমায় বরুণ

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বরুণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচালক হিসেবে কাজ করতে চাই। তিনটি চিত্রনাট্য আমার তৈরি আছে। বিজয় থালাপতির ভক্ত আমি। আমার কোনও একটি সিনেমায় ওকে চাই।' বরুণ এর আগে 'জিভা' সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। এমনকি ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া একটি সিনেমায় ছোট চরিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

ভাইরাল

জাদু কি ঝাপ্পি

শ্রীলঙ্কা সফরে রওনা হওয়ার আগে ভারতীয় দল মুম্বই বিমানবন্দরে জড়ো হয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সূর্যকুমার যাদব এক জায়গায় বসে রয়েছেন। হার্দিক পান্ডিয়া তাঁর দিকে হেঁটে আসছেন দেখে উঠে দাঁড়ান সূর্য। এরপরই দেখা যায় দুইজন দুইজনকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছেন। অনেকেই এটাকে 'জাদু কি ঝাপ্পি' বলছেন।

ইনস্টা সেরা

মঙ্গলবার গেমস ভিলেজে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাফায়েল নাদালের।

সেরা উক্তি

চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের কথা বলতে পারিনি পরিবারের লোককেও। শুধু সূর্যকে সবকিছু জানিয়েছি। বলেছি, কাদের জন্য আমার চাকরি গিয়েছে।
-অশোক আসওয়ালকর
(সূর্যকুমার যাদবের ছোটবেলার কোচ)

সংখ্যায় চমক

২১/৭

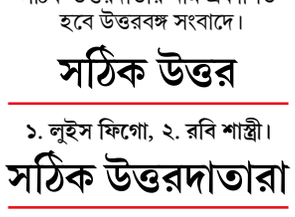

ওমানের বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ডের চার্লি ক্যাসেল ২১ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। যা একদিনের ম্যাচে অভিষেককারী বোলারদের সেরা।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতের মূল দলে সুযোগ না পেলেও একজন বাঙালি এবারের অলিম্পিকে রিজার্ভে রয়েছেন। কী নাম তাঁর?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. লুইস ফিগো, ২. রবি শাস্ত্রী।

সঠিক উত্তরদাতারা

তন্ময় সরকার, সাগর সাহা, কৌশোভ দে।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। শ্যেন নদীর তীরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ-এর শুরু হতে অপেক্ষা আর দুইদিনের।

বিশাল গেমস ভিলেজে স্বাচ্ছন্দ্য অ্যাথলিটদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাগত জানালেন ম্যাক্রোঁ-বাখ

কলকাতা, ২৩ জুলাই : ঘুরতে ঘুরতে দেখা দেশের এক নম্বর মানুষের সঙ্গে।

হ্যাঁ, এরকমই ঘটনা ঘটেছে, অস্ট্রেলিয়ার বিচ ভলিবল খেলোয়াড় তালিকুয়া ক্ল্যান্সির সঙ্গে। তিনি এমনিই হাঁটতে বেরিয়েছিলেন গেমস ভিলেজের মধ্যে। উদ্দেশ্য ছিল, চারপাশটা ঘুরে দেখা আর কিছু সেলফি তুলে পোস্ট করা। হঠাৎই তিনি মুখোমুখি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর। সাতসকালে এহেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সামনে দেখে অবাক ক্ল্যান্সি। পরে তিনি নিউজ এজেন্সির সাংবাদিকদের হাসতে হাসতে বলেছেন, 'আমি সেলফি তুলব বলে ঘুরছিলাম এদিক-ওদিক। হঠাৎই ওঁর মুখোমুখি পড়ে যাই। তবে প্রেসিডেন্টকে দেখে দিব্যি লাগল।' তবে ফরাসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অবশ্য তাঁর আর সেলফি তোলা হয়নি। কারণ দ্রুত ম্যাক্রোঁর নিরাপত্তারক্ষীরা ক্ল্যান্সিকে সরিয়ে দেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সেলফি তুলতে না পারলেও অবশ্য ভিলেজ দেখে দারুণ খুশি ক্ল্যান্সিরা। যাঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকছেন ক্ল্যান্সির সেই সতীর্থ মারিয়াফে আরতাচো দেল সোলার, দুজনে মিলে টোকিওতে রুপো জিতেছিলেন তিন বছর আগে। ওঁরা দুইজনেই জানাচ্ছেন, গেমস ভিলেজ প্রথম দেখাতেই সবার ভালো লেগে যাবে। এখানে ১৪ হাজার অ্যাথলিট থাকছেন। আর ৭০টি ফুটবল মাঠের সমান গোটা জায়গাটা। আরতাচো বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট নিরাপদ এবং দারুণ সুন্দর লাগছে জায়গাটা।'

অলিম্পিকের জন্য ফ্রান্স দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

গেমস ভিলেজ তৈরি করা হয়েছে সঁ দেনিতে (ইংরেজিতে সেন্ট ডেনিস বলা যেতে পারে)। যা ফ্রান্স জাতীয় সকার ও রাগবি দলের ঘরের মাঠ। তাই দেখেশুনে উচ্ছ্বসিত ইউএস রাগবি দলের সদস্য লুকাস লাক্যাম্প। বিভিন্ন খেলার ট্রেনিং গ্রাউন্ড, জিম, পলিক্লিনিক, প্রার্থনার জন্য আলাদা ঘর, অ্যান্টি ডোপিং সেন্টার ও খাবারের জন্য আলাদা আলাদা জায়গা করা হয়েছে এর ভিতরে। প্রতিবারের মতোই বিভিন্ন ধরনের কেটারিং সার্ভিস থাকছে। আলাদা আলাদা স্বাদের কথা মাথায় রেখে। অনেক অ্যাথলিটই উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছেন ফুড কোর্ট। তাঁদের প্রায় সকলেরই বক্তব্য, 'ফুড কোর্টে খাবারদাবারের ব্যবস্থা দেখে খুব ভালো লাগল।' যাঁরা তিন বছর আগে টোকিও অলিম্পিকে যান প্রতিযোগী হিসাবে তাঁরা পরিষ্কার পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন এবারের সঙ্গে। আর সেটা হল, নিশ্চিন্তে বিনা মাস্কে ঘুরে বেড়ানো। ভিলেজে অ্যাথলিটদের থাকার জায়গাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটার নাম প্যারিসের বিখ্যাত কিছু জায়গার নামে রাখা হয়েছে, আবাসেজ, বাস্তিল, ডুঁফি, এতুয়া ও ফেতেজ। এত বড় জায়গা বলেই ভিতরে চলাফেরার জন্য প্রচুর বাইকের সঙ্গে ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেক্ট্রিক গাড়ি রাখা হয়েছে।

এসব ঘুরে ঘুরে দেখার পরই ফরাসি প্রেসিডেন্ট জানান, গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থের জন্য তৈরি তাঁর দেশ। একইসঙ্গে তৈরি সারা বিশ্বকে স্বাগত জানাতে। আইওসি সভাপতি টমাস বাখও বলেছেন, বিশ্বে সংহতি বয়ে আনে অলিম্পিক। ফলে যুদ্ধবিরতি হয়ে শুরু হল সংহতির উৎসব।

অলিম্পিক খেলতে এসে জীবনসঙ্গীর সন্ধান। আইফেল টাওয়ারকে সাক্ষী রেখে বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব মেক্সিকোর আলেহান্দ্রো মাচুচার। -পিটিআই

প্যারিসেই কেরিয়ার শেষ করছেন মারে

প্যারিস, ২৩ জুলাই : প্যারিস অলিম্পিকেই কেরিয়ারে ইতি টানছেন ব্রিটিশ তারকা অ্যান্ডি মারে। ৩৭ বছরের এই টেনিস তারকা মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। মারে বলেছেন, 'কেরিয়ারের শেষ টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য প্যারিসে পৌঁছে গিয়েছি। গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে খেলতে নামাটা আমার কেরিয়ারে অন্যতম সেরা সময়। বিদায়বেলায় আরও একবার সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারব ভেবেই গর্ব অনুভব করছি।' প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এই তারকা গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে সিঙ্গলস ও ডাবলস উভয় বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

রজার-রাফা দ্বৈরথের মাঝেও আলাদা করে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন ব্রিটিশ তারকা অ্যান্ডি মারে। দুইবার উইম্বলডন ও একবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতেছেন তিনি। কিন্তু ছয়বার তাঁকে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। তবে অলিম্পিকের আসরে তিনি ছাপিয়ে গিয়েছেন সমসাময়িক তারকাদের। প্রথম পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে সিঙ্গলসে দুইটি সোনা জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। মোট তিনটি পদক পেয়েছেন এই ব্রিটিশ তারকা। এবারের অলিম্পিকে আরও দুইটি পদক জিততে পারলে স্বদেশীয় তারকা রেগিনাল্ড ডোহার্টিকে ছাপিয়ে মারেই হবেন পুরুষদের মধ্যে সবাধিক অলিম্পিক পদকজয়ী টেনিস খেলোয়াড়।

অস্ট্রেলিয়া দলে করোনা

প্যারিস, ২৩ জুলাই : অলিম্পিক শুরুর তিনদিন আগে করোনা ধরা পড়ল অস্ট্রেলিয়া দলে। ওয়াটার পোলো দলের দুই পুরুষ সদস্য জ্বর নিয়ে প্যারিসের বিমানে চেপেছিলেন। তাঁদের উপসর্গ দেখে চিকিৎসকদের সন্দেহ হওয়ায় করোনা পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার অলিম্পিক দলের প্রধান অ্যানা মেয়ার্স বলেছেন, 'করোনা সংক্রমিত দুইজনকে আলাদা রাখা হয়েছে। বাকিদের কোনও সমস্যা নেই। কেউই আতঙ্কিত নই আমরা।'

খেতে আর ঘুমোতে প্যারিসে যাচ্ছি না : মনু

লুক্সেমবার্গ, ২৩ জুলাই : ক্রীড়াবিদ হওয়ার জন্যই যেন তিনি জন্মেছিলেন। নাহলে ১৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই কেউ বক্সিং, টেনিস ও স্কেটিংয়ের মতো তিনটি পৃথক খেলায় জাতীয় গেমসে পদক জেতে! কিন্তু হাতে পিস্তল ওঠার পর নিজেকে নিজেই ছাপিয়ে যান মনু ভাকের।

> ২০২২-'২৩ মরশুমে শুটিংয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম কিছুদিন লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করে পরে আবার শুটিংয়ে ফিরব। কিন্তু জসপাল স্যারের সঙ্গে কথা বলার পর আরও অন্তত ১০ বছর শুটিং চালিয়ে যাওয়ার মনস্থির করি।
>
> **মনু ভাকের**

বিশ্বকাপে ৯টি সোনা, যুব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন, জুনিয়ার স্তরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়- ২২ বছর বয়সেই তাঁর সাফল্যের ভাড়ার উপচে পড়ছে। তাতে অলিম্পিক পদক জুড়লেই যোলোকলা পূর্ণ। সেই লক্ষ্যে ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশ লুক্সেমবার্গের জাতীয় শিবিরে তিনি শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি ব্যস্ত। সেখানে আরও কিছুদিন প্রস্তুতি সেরে প্যারিসে পা রাখবেন।

শিবির থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে মনু বলেছেন, 'ফ্রান্স বর্ডারের খুব কাছেই আমাদের শুটিং রেঞ্জ। এখানে আরও চারদিন প্রস্তুতি সেরে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দেব। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।'

টোকিওয় তাঁর থেকে পদকের আশা করা হলে প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হন হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলার গোরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তবে এবার যে পদক জয়ের লক্ষ্যে মনস্থির করে ফেলেছেন, তা জানিয়ে বলেছেন, 'প্যারিসে আমি শুধু খেতে আর ঘুমোতে যাচ্ছি না। আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। অলিম্পিকের মঞ্চে কী ভুল হতে পারে, সেটা গতবারই অনুভব করেছি। তাই সেগুলির থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার নিজের সেরাটা দিয়ে দেশের জন্য পদক জিততে চাই।'

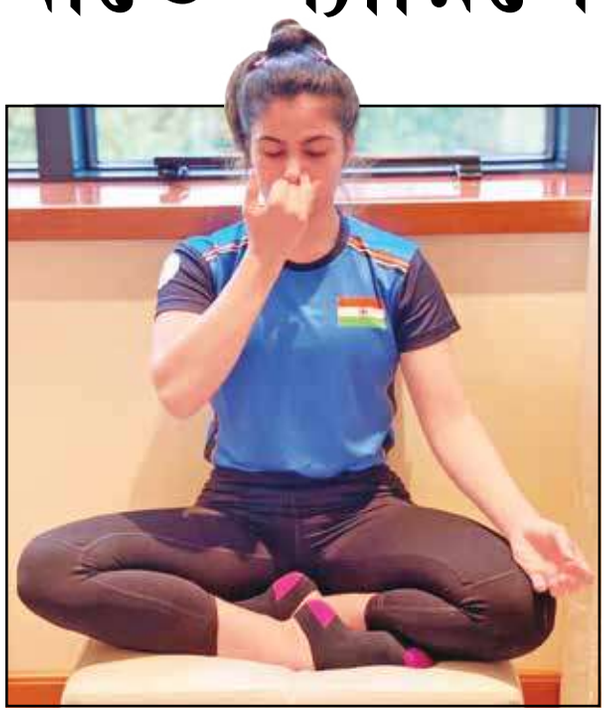

মনঃসংযোগ বাড়াতে যোগাসনে মনু ভাকের।

টোকিও অলিম্পিকের আগে ছোটবেলার কোচ জসপাল রানার সঙ্গে মনোমালিন্যে নতুন কোচের অধীনে প্রস্তুতি সারতে হয় মনুকে। তবে ইদানীং দুইজনে ফের একসঙ্গে কাজ করছেন। এই নিয়ে মনুর কথায়, 'আমাদের মধ্যে যা সমস্যা হয়েছিল, তা এখন মিটে গিয়েছে। ৮ বছরের শুটিং কেরিয়ারের সিংহভাগ জসপাল স্যারের তত্ত্বাবধানে কাটিয়েছি। উনি আমায় সবথেকে ভালো বোঝেন। ওঁর জন্যই এখনও সর্বোচ্চ স্তরে শুটিং করতে পারছি।' এমনটা কেন? মনুর জবাব, '২০২২-'২৩ মরশুমে শুটিংয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম কিছুদিন লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করে পরে আবার শুটিংয়ে ফিরব। কিন্তু জসপাল স্যারের সঙ্গে কথা বলার পর আরও অন্তত ১০ বছর শুটিং চালিয়ে যাওয়ার মনস্থির করি।' অলিম্পিকে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল, ২৫ মিটার পিস্তল ও ১০ মিটার মিক্সড টিম এয়ার পিস্তল বিভাগে অংশ নেবেন মনু।

অলিম্পিক উপভোগ করতে চাই : প্রণয়

প্যারিস, ২৩ জুলাই : অলিম্পিকের আগে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। শরীর একেবারেই বিধ্বস্ত তাঁর। কিন্তু তার পরেও হার মানতে রাজি নন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা এইচএস প্রণয়। বরং নিজের প্রথম অলিম্পিক উপভোগ করতে চান কেরলের এই শাটলার। বাড়তি চাপ নিতে নারাজ তিনি। অলিম্পিকে নামার আগে প্রণয় বলেছেন, 'আমি চাপমুক্ত থাকতে চাইছি। কেরিয়ারের আর পাঁচটা প্রতিযোগিতার মতো অলিম্পিকটাকেও উপভোগ করতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে প্রাথমিক বিষয়গুলির ওপরই জোর দিচ্ছি। বিষয়টাকে জটিল করতে চাইছি না।'

প্রণয়ের কোচ ও প্রাক্তন ভারতীয় শাটলার গুরুসাই দত্ত জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া ওপেনের পর থেকেই অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা। গুরুসাই বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া ওপেনের পর থেকে প্রণয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। ও অনুশীলনের সময় নিজের সেরাটা দিয়েছে।' প্রণয়ের অসুস্থতা অনুশীলনে কোনও পরিবর্তন আনবে না বলেই মনে করেন গুরু। তিনি বলেছেন, 'প্রণয় বড় প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়। ও গত তিন-চার বছরে একাধিকবার অসুস্থ হয়েছে। কিন্তু অনুশীলনে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমার এবং গোপী স্যারের (পুলেল্লা গোপীচাঁদ) প্রণয়ের ওপর পুরো আস্থা রয়েছে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'আমার মনে হয়েছিল ওর খেলায় গতির অভাব রয়েছে। তবে এই সমস্যা মেটানোর আমরা আলাদা পরিকল্পনা করেছি। তবে তার আগে ওর আত্মবিশ্বাস ও ফিটনেস বাড়ানোই মূল লক্ষ্য।'

আজ ইস্টবেঙ্গলের সামনে রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : চলতি কলকাতা লিগে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল। ইতিমধ্যে ৫ ম্যাচের ৪টিতেই জয় পেয়েছে তারা। বুধবার নিজেদের ঘরের মাঠে লাল-হলুদ মুখোমুখি হচ্ছে রেলওয়ে এফসির। ম্যাচটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ বিনো জর্জ। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমরা রেলের খেলা দেখেছি। ওরা ভালো দল। ছেলেরা ঘরের মাঠে নিজেদের ১০০ শতাংশ তুলে ধরবে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'চলতি লিগে আমরা সব দলকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করছি।' আপাতত ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে রেলের কোচ নীলাঞ্জন গুহ বলেছেন, 'আমার দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় নতুন। তবে ছেলেরা যদি ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলার চাপটা নিতে পারে তাহলে রেজাল্ট অন্যরকম হবে।'

টিম বন্ডিংকে হাতিয়ার বানাতে চান ফুলটন

প্যারিস, ২৩ জুলাই : দিন তিনেক আগে প্যারিসে পা রেখেছে ভারতের পুরুষ হকি দল। লক্ষ্য পদকের রং পালটানো। টোকিওতে ব্রোঞ্জ জিতে দীর্ঘ ৪১ বছরের পদক-খরা কাটিয়েছিলেন হরমনপ্রীত সিংরা। এবার ৪৪ বছরের সোনা জয়ের অপেক্ষা মেটাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া।

সেই লক্ষ্যে দলের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে গেমস ভিলেজ থেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের কোচ ক্রেগ ফুলটন বলেছেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই গত ১৪ মাস ধরে দলের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করেছি। আশা করি আমাদের পরিশ্রমের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে।'

প্যারিসে আসার আগে ভারতীয় দল সুইৎজারল্যান্ডে মনোবিদ মাইক হর্নের সঙ্গে বিশেষ প্রস্তুতি নেয়। মাইক ২০১১ সালে ভারতের ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী দলের অংশ ছিলেন। তাছাড়া ২০১৪ সালে ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী জার্মানি

> দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা। ও যদি নিজের সেরাটা দিতে পারে, তাহলে আর চিন্তা নেই।
>
> **দিলীপ তিরকে**

ও সেবছরই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের সদস্যও ছিলেন। অলিম্পিকের আগে দলের মানসিক শক্তি বাড়ানোয় বিশেষ জোর দিচ্ছেন ফুলটন। এই নিয়ে বলেছেন, 'সুইৎজারল্যান্ডে মাইকের সঙ্গে নয়দিনের খুব ভালো প্রস্তুতি শিবির হয়েছে। আমরা শিবিরে একে অপরের প্রতি আস্থা বাড়ানোয় ও টিম বন্ডিং আরও শক্তিশালী করায় কাজ করেছি। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় দলে একতা খুব জরুরি। সুইৎজারল্যান্ডে আমরা কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলি।'

এদিকে, জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমানে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে মনে করছেন হরমনপ্রীতের ওপর দলের সাফল্য নির্ভর করছে। তাঁর কথায়, 'দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা। ও যদি নিজের সেরাটা দিতে পারে, তাহলে আর চিন্তা নেই।'

উঠল 'গো ব্যাক কার্ডোজো' স্লোগান ■ জোড়া পেনাল্টি মিস

পুলিশি ব্যারিকেডে আটক বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট – ১ (সুহেল)
কলকাতা পুলিশ ক্লাব – ১ (রবি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : কলকাতা লিগে প্রথম জয়ের পরই ফের ধাক্কা। ভবানীপুর ক্লাব, রেনবো এফসি-র পর এবার কলকাতা পুলিশ ক্লাবের বিরুদ্ধে আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মঙ্গলবার এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া হওয়ায় সুপার সিক্সে ওঠার রাস্তা আরও কঠিন হল ডেগি কার্ডোজোর দলের। ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত সপ্তম স্থানে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল এফসি। এক ম্যাচ বেশি খেলে ইস্টবেঙ্গলের সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কলকাতা পুলিশ ক্লাব। ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে কলকাতা কাস্টমস।

৪০ মিনিটে ফারদিন আলি মোল্লার কর্নার থেকে সুহেল আহমেদ ভাটের গোলে এগিয়েও যায় মোহনবাগান। কিন্তু তারপরই শুরু হয় বাগান ফুটবালরদের অবিশ্বাস্য সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী। ৪৫ মিনিটে ফারদিনের পেনাল্টি মিস থেকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৪ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় মেরিনার্স। আগেরটির ক্ষেত্রে পুলিশের গোলরক্ষক মহিদুল কয়ালকে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে বাঁচাতে হলেও এক্ষেত্রে তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারণ, বাগান অধিনায়ক অভিষেক সূর্যবংশীর নেওয়া স্পটকিক বারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

৫৬ মিনিটে প্রতিআক্রমণ থেকে পুলিশের হয়ে সমতা ফেরান রবি দাস। বাগান ডিফেন্ডার সায়ন দাসকে ড্রিবল করে বক্সের বাইরে থেকে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে দৃষ্টিনন্দন গোল করেন রবি। কিন্তু চারের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে রবিকে কীভাবে শট

হতাশ সুহেল মাঠেই বসে পড়েছেন। ছবি : ডি মণ্ডল

মারতে দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন উঠবে। ৭৮ মিনিটে পুলিশ গোলরক্ষকের ভুলে ফাঁকা গোলে হেড করার সুযোগ পেয়েছিলেন অভিষেক। এক্ষেত্রেও তিনি তেকাঠিতে রাখতে পারেননি। এর দুই মিনিটের মধ্যে পরিবর্ত খেলোয়াড় সালাহউদ্দিন আদনানের কাটব্যাক ছোট বক্সে ফাঁকায় পেয়েও বাইরে মারেন ফারদিন। সংযুক্তি সময়ে পুলিশের আবদুল তৌহিদ ও বাগানের অভিষেক লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের শেষলগ্নে গোলের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বক্সের ঠিক বাইরে থেকে পাওয়া ফ্রি কিক সুমিত রাঠি যেভাবে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে মারেন, তাতেই দলটার হতাশা ফুটে ওঠে।

ম্যাচ শেষে বাগান কোচ কার্ডোজোর উদ্দেশে ক্ষুব্ধ সমর্থকরা 'গো ব্যাক কার্ডোজো' স্লোগান তোলেন। পাশাপাশি গত মরশুমের কোচ বাস্তব রায়কে ফেরানোর দাবিও জানান তাঁরা। দলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কার্ডোজো বলেছেন, 'আমায় নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্ট নেবে।' পরিস্থিতি যা, তাতে রিজার্ভ দলের দায়িত্ব ফের বাস্তবের হাতে উঠলে অবাক হওয়ার নয়।

কাজ শুরু কোচ গম্ভীরের

পাল্লেকেলে, ২৩ জুলাই : নতুন সকাল। নতুন দিন। নতুন স্বপ্ন।

গতকালই দল নিয়ে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার পাল্লেকেলের মাঠে তাঁর দলকে নিয়ে অনুশীলনও শুরু করে দিলেন গুরু গম্ভীর। প্রথমবার। অনেক প্রত্যাশা ও স্বপ্ন নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়ে গেল গম্ভীর জমানা।

শনিবার পাল্লেকেলের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে 'নয়া টিম ইন্ডিয়াকে' নিয়ে তৈরি হয়েছে বিরাট প্রত্যাশা। যার

পাল্লেকেলের মাঠে প্রস্তুতির মাঝে সূর্যকুমার যাদব ও অক্ষর প্যাটেল।

সূর্য বন্দনায় অক্ষর

পিছনে যেমন রয়েছেন ভারতীয় দলের নয়া কোচ গম্ভীর। ঠিক তেমনই রয়েছেন নতুন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। তাই দ্বীপরাষ্ট্রের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে শ্রীলঙ্কার সমর্থকদের মধ্যেও নয়া ভারতীয় দলকে নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। শ্রীলঙ্কার মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম দিনের অনুশীলনে আজ আলাদা নজর ছিল কোচ গম্ভীরের পাশে অধিনায়ক সূর্যের দিকেও। অনুশীলন শুরুর আগে মাঠেই টিম ইন্ডিয়ার না হতে পারা নেতা হার্দিক পান্ডিয়াকে জড়িয়ে ধরে সূর্যকুমার অনেক প্রশ্ন ও জল্পনার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। কোচ গম্ভীরও প্রথম দিনের অনুশীলনে পুরো দলকে নিয়ে টিম হাডল করার পাশে কখনও সঞ্জু স্যামসনকে কভার ড্রাইভ মারার পরামর্শ দিয়েছেন, আবার কখনও মহম্মদ সিরাজকে ডেকে আলাদাভাবে পরামর্শ দিতেও দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার নয়া

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাগ হাতে অনুশীলনে চলেছেন গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার।

> সূর্য আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর সঙ্গে খেলার মাঠে বহু সময় কাটিয়েছি। হ্যাপি গো লাকি ধরনের অধিনায়ক ও। সবচেয়ে বড় কথা, দলের সাজঘরের পরিবেশ সবসময় হাসিঠাট্টা করে মাতিয়ে রাখতে জানে ও। আরও একটা কথা বলতে চাই, সূর্য হল বোলার্স ক্যাপ্টেন।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

কোচকে। সোজাকথায়, দায়িত্ব পাওয়ার পর কোচের ভূমিকায় মাঠে নেমেই গম্ভীর তাঁর দলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঠিক কী চাইছেন তিনি।

ক্রিকেটার ও মেন্টরের ভূমিকায় গম্ভীরের যে অতীত রয়েছে, তার মূল ইউএসপি হল অ্যাঙ্গরি ইয়াং ম্যান। গম্ভীরের আগ্রাসনের কথা ভালোই জানে দুনিয়া। তবে আজ পাল্লেকেলের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম দিনের অনুশীলনে গম্ভীরের সেই পরিচিত আগ্রাসন দেখা যায়নি। বরং তিনি শান্ত, ধীরস্থিরভাবে তাঁর দল পরিচালনার কাজ শুরু করেছেন। দুই সতীর্থ কোচ অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন ডোসেট এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকেও তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন গুরু গম্ভীর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হার্দিককেও আলাদাভাবে সময় দিয়েছেন গম্ভীর। কোচ গম্ভীরের অধীনে প্রথম দিনের অনুশীলনে ভারতীয় দলের হতে না পারা অধিনায়ক হার্দিককেও বেশ চনমনে মনে হয়েছে।

ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সমাজমাধ্যমে দলের অনুশীলনের যে ভিডিও পোস্ট হয়েছে, সেখানে অক্ষর প্যাটেলকেও উৎসাহ দিয়েছেন অধিনায়ক সূর্য। পাশাপাশি এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে অধিনায়ক সূর্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অক্ষরও। বলেছেন, 'সূর্য আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর সঙ্গে খেলার মাঠে বহু সময় কাটিয়েছি। হ্যাপি গো লাকি ধরনের অধিনায়ক ও। সবচেয়ে বড় কথা, দলের সাজঘরের পরিবেশ সবসময় হাসিঠাট্টা করে মাতিয়ে রাখতে জানে ও। আরও একটা কথা বলতে চাই, সূর্য হল বোলার্স ক্যাপ্টেন। সময়ের সঙ্গে বাকি দুনিয়াও এটা বুঝতে পারবে।' অধিনায়ক সূর্যও আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ইঙ্গিত দিয়েছেন অক্ষরকে নিয়মিতভাবে ম্যাচ খেলানোর পাশে পাওয়ার প্লে-তে বোলিং করানোরও।

মানসিক নির্যাতন চালাতেন ভিভ!

ক্ষমা চাক লারা, দাবি রিচার্ডসের

পোর্ট অফ স্পেন, ২৩ জুলাই : 'লারা দ্য ইংল্যান্ড ক্রনিক্যালস'।

ব্রায়ান লারার সদ্য প্রকাশিত বইকে ঘিরে তোলপাড় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। বইয়ে ভিভিয়ান রিচার্ডসকে রীতিমতো কাঠগড়ায় তুলেছেন ক্যারিবিয়ান প্রিন্স। অভিযোগ করেছেন, রিচার্ডসের অধীনে খেলার সময় তাঁদের রীতিমতো কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। মানসিক নির্যাতন করা হত। যার শিকার শুধু তিনি নন, কার্ল হুপারও।

লারার যে অভিযোগকে ছক্কা হাঁকিয়ে রিচার্ডসের পালটা দাবি, মিথ্যা কথা বলেছেন লারা। প্রকাশ্যেই লারাকে এর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আর দুই কিংবদন্তির দাবি-পালটা দাবি ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তাপ বাড়ছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে। রিচার্ডসের সুরে সুর মিলিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক হুপারও। দাবি করেছেন, ভিভ মোটেই তাঁকে মানসিক নির্যাতন করেননি কখনও। পুরো বিষয়টিকেই ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, কার্ল হুপার অত্যন্ত ব্যথিত যেভাবে ব্রায়ান লারার সদ্য প্রকাশিত বইয়ে ভুল

'লারা দ্য ইংল্যান্ড ক্রনিক্যালস' বই প্রকাশের পর দুই কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা ও ভিভিয়ান রিচার্ডসের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।

তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে দুইজনের (ভিভ-হুপারের) সম্পর্ক শুধু খারাপই হবে না, চরিত্রও হনন করা হয়েছে। হুপারের প্রতি স্যর ভিভ আগ্রাসী ছিলেন বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা সর্বৈব অসত্য। ভিভ রিচার্ডস মানসিক নির্যাতন করতেন, এই রকম অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।'

এখানেই থেমে থাকেননি রিচার্সড-হুপাররা। দাবি, বই থেকে ভুল তথ্য বাদ দিতে হবে এবং প্রকাশ্যে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে ব্রায়ান লারাকে। প্রসঙ্গত, লারা বইয়ে লিখেছেন, ভিভ তাঁকে তিন সপ্তাহে একবার কাঁদতে বাধ্য করতেন। হুপারকে কাঁদাতেন সপ্তাহে অন্তত একদিন। সতীর্থদের প্রতি তৎকালীন অধিনায়ক ভিভের কথা বলার ভঙ্গিমা এমন ছিল, মানসিকভাবে শক্তিশালী না হলে, যে কেউ ভেঙে পড়বে।

সিটিতেই ডি ব্রুয়েন

নর্থ ক্যারোলিনা, ২৩ জুলাই : নতুন মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতেই থাকছেন বেলজিয়ান মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুয়েন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনাতে সোমবার সেলটিকের বিরুদ্ধে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামার আগে এমনটাই জানালেন কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। আরও এক বছর সিটির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ডি ব্রুয়েনের। তারপরও জল্পনা ছড়ায় বিশাল অঙ্কের টাকায় সৌদি আরবের আল ইত্তিফাকে যেতে চলেছেন তিনি। সেই জল্পনায় এদিন জল ঢাললেন গুয়ার্দিওলা। ডি ব্রুয়েন সম্পর্কে এদিন তাঁর মন্তব্য, 'কেভিন কোথাও যাচ্ছে না।' নতুন মরশুমে ফুটবলার কেনাবেচা নিয়ে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'দল নিয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। কারণ, দলের সবাই নিজের জায়গায় দক্ষ। মানুষ হিসেবেও তারা বড় মাপের। তাদের পরিবর্ত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমি ৮৫-৯০ শতাংশ নিশ্চিত দল একই থাকবে। তবে শেষ মুহূর্তে কেউ দল ছাড়লে তখন নতুন ফুটবলার তো নিতেই হবে।'

ভারত সিরিজের দল ঘোষণা

শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে আসালাঙ্কা

কলম্বো, ২৩ জুলাই : সিরিজের দামামা বাজিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রে পা রেখেছে ভারতীয় দল।

গৌতম গম্ভীর জমানার শুরুর অপেক্ষায় তাকিয়ে ক্রিকেট মহলও। পারদ চড়িয়ে এদিন দল ঘোষণা করল শ্রীলঙ্কাও। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের জন্য এদিন ১৬ সদস্যকে বেছে নিল দ্বীপরাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলী। বিশ্বজয়ী ভারতের বিরুদ্ধে তারুণ্যের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পেয়েছে।

নেতৃত্বে চরিথ আসালাঙ্কা। বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা। হাসারাঙ্গার জুতোয় পা রাখছেন আসালাঙ্কা। গত বাংলাদেশ সফরেও টি২০ সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দুইটি ম্যাচের মধ্যে একটাতে জেতে আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা। তিন ম্যাচের ভারত সিরিজের শুরু ২৭ জুলাই। শেষ দুই ম্যাচ যথাক্রমে ২৮ ও ৩০ জুলাই। প্রতিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে পাল্লেকেলে ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।

ঘোষিত দলে উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রাক্তন অধিনায়ক দীনেশ চান্ডিমলের উপস্থিতি। ২ বছর পর টি২০ শ্রীলঙ্কা দলে ফিরলেন। ২০২২ সালে ভারতের

ঘোষিত দল

চরিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল জেনিথ পেরেরা, আবিষ্কা ফার্নান্ডো, কুশল মেন্ডিস, দীনেশ চান্ডিমল, কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শনাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, দুনিথ ওয়েল্লালাগে, মহেশ থিকশানা, চামিন্ডু বিক্রমাসিংঘে, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুশারা ও দুষ্মন্ত চামিরা।

চরিথ আসালাঙ্কা

বিরুদ্ধে শেষ টি২০ ম্যাচ খেলেছিলেন চান্ডিমল। বিশ্বকাপ দলেও সুযোগ পাননি। তবে ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে চান্ডিমলের চোখধাঁধানো পারফরমেন্সের পুরস্কারস্বরূপ ভারত-সিরিজে ডাক।

চান্ডিমলের মতো বিশ্বকাপ টিমে না থাকা আবিষ্কা ফার্নান্ডোও ডাক পেয়েছেন। শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ১০ ইনিংসে ৫টি হাফ সেঞ্চুরি সহ সর্বোচ্চ ৩৭৪ রান করেন আবিষ্কা, যা অবজ্ঞা করতে পারেননি নির্বাচকরা। ১৬ জনের ঘোষিত টি২০ শ্রীলঙ্কা দলে নবাগত মুখ বছর একুশের তরুণ চামিন্ডু বিক্রমাসিংঘে। প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া বিক্রমাসিংঘে ঘরোয়া ২৫টি ম্যাচে ২৫.৬৩ গড়ে এখনও পর্যন্ত ২৮২ রান করেছেন। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের হাতছানি।

চান্ডিমলদের প্রত্যাবর্তনের মাঝে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজের। ক্যান্ডি ফ্যালকনের হয়ে শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ১০ ম্যাচে ২৬১ রান করেন। যদিও ৩৭ বছরের অ্যাঞ্জেলোর বদলে তারুণ্য গুরুত্ব পেয়েছে। নির্বাচকদের যে পদক্ষেপ অ্যাঞ্জেলোর টি২০ কেরিয়ারকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পরিচিত মুখের মধ্যে ধনঞ্জয় ডি সিলভা, দিলশান মদুশঙ্কা, সাদিরা সমরাবিক্রমারাও ডাক পাননি।

বিস্ফোরক ৮১ রানের পথে শেফালি ভার্মা। যা ভারতের সহজ জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। ডাম্বুলায় মঙ্গলবার।

শেফালি-দীপ্তির দাপটে আত্মসমর্পণ নেপালের

ভারত-১৭৮/৩
নেপাল-৯৬/৯

ডাম্বুলা, ২৩ জুলাই : মহিলাদের চলতি এশিয়া কাপ টি২০-তে দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত ভারতের তারকা ওপেনার শেফালি ভার্মার। পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পর নেপালের বিরুদ্ধেও কথা বলল শেফালির ব্যাট। তাঁর দাপটেই মঙ্গলবার ১৭৮/৩ স্কোরে পৌঁছায় ভারত।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এদিন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়মিত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর ও পেসার পূজা বস্ত্রকারকে বিশ্রাম দিয়েছিল। হরমনের বদলে অধিনায়কের দায়িত্ব সামলান স্মৃতি মান্ধানা। যদিও শেফালির বদলে ওপেনিংয়ে আসেন দয়ালান হেমলতা। দুইজনের ১২২ রানের পার্টনারশিপ ভারতের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। যার কাণ্ডারি মূলত শেফালিই (৪৮ বলে ৮১)। প্রথম ওভারে জোড়া চার দিয়ে শুরু করেন তিনি। বাকি সময়টাও রোলস রয়েসের গতিতে গাড়ি ছোটালেন। শেফালির ১২টি চার ও একটি ছয়ে সাজানো ইনিংসের সামনে অসহায় দেখাল নেপালের বোলারদের। শেফালির তাণ্ডবে পাওয়ার প্লে-তে ৫০-এর গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে ভারত। যার মধ্যে শেফালিরই ৩২। ২৬ বলে নিজের অর্ধশতরান সেরে ফেলেন তিনি। উলটোদিকে দয়ালান (৪২ বলে ৪৭) অ্যাঙ্কর রোলে। তবে সুযোগ পেলেই মাঠের সব প্রান্তে বাহারি শটে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন দয়ালান। শেফালি, দয়ালানদের দাপটে ৪ ওভারের কোটায় ৪১ রান খরচ করে বসেন শবনম রাই। যা মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে নেপালি বোলারদের মধ্যে সবাধিক। তবে অর্ধশতরান ফেলে আসেন দয়ালান। তিনি ফেরার পর ভারতীয় দর্শকরা শেফালির শতরানের আশায় ছিলেন। যদিও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

নেপালের পক্ষে রানতাড়া যে সহজ হবে না জানাই ছিল। অরুন্ধতী রেড্ডি (২৮/২) ও রেণুকা সিং ঠাকুর (১৫/১) প্রাথমিক ধাক্কা দেওয়ার পর ব্যাটন তুলে নেন দুই স্পিনার দীপ্তি শর্মা (১৩/৩) ও রাধা যাদব (১২/২)। শেষপর্যন্ত নেপাল ৯ উইকেটে ৯৬ রানে থেমে যায়।

অ্যাকাডেমি গড়তে পাশে স্কাই

অপমান করে ছাঁটাই সূর্যর প্রথম কোচকে

মুম্বই, ২৩ জুলাই : ছাত্রের মুকুটে নতুন পালক।

সদ্য বিশ্বকাপ জয়ের রেশ কাটার আগেই ভারতীয় টি২০ দলের নেতৃত্ব। অতীতেও জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু তা ছিল রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়াদের অনুপস্থিতিতে স্টপগ্যাপ হিসেবে।

> ১৯৮৯-'৯০ সালে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার গ্রাউন্ডে কাজে যোগ দিয়েছিলাম। জগন্নাথ ফনসের সহকারী গ্রাউন্ডসম্যান ও কোচ হিসেবে। দুই দায়িত্ব মিলে ৪১ হাজার টাকা পেতাম। কিন্তু গত ডিসেম্বরের পর কাজ নেই।
>
> **অশোক আসওয়ালকর**

এবার পাকাপাকি দায়িত্ব। অথচ সূর্যের রঙিন ক্রিকেট সাফারিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ছোটবেলার কোচই কি না অপমানিত হয়ে ছাঁটাই!

ভারতীয় দলের তারকাদের কোচরাও যখন বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত, তখন উলটপুরাণ সূর্যের ছোটবেলার কোচ অশোক

কোচ অশোক আসওয়ালকরের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব।

আসওয়ালকারের। ২৪ বছর ধরে উঠতি সূর্যদের 'আলো' দেখিয়েছেন অশোক। মাঠের তদারকির সঙ্গে কোচিংয়ের দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও দিনের শেষে অপমানিত হয়ে 'ছাঁটাই'। প্রিয় ও সফল ছাত্র সূর্যকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কী কী ঘটেছে।

একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে সূর্যর ছোটবেলার কোচ অশোক বলেছেন, '১৯৮৯-'৯০ সালে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার গ্রাউন্ডে কাজে যোগ দিয়েছিলাম। জগন্নাথ ফনসের সহকারী গ্রাউন্ডসম্যান ও কোচ হিসেবে। দুই দায়িত্ব মিলে ৪১ হাজার টাকা পেতাম। কিন্তু গত ডিসেম্বরের পর কাজ নেই।' ফলে প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যে ৬১ বছর বয়সি অশোক। কোচিংয়ের নতুন চাকরি খুঁজে নিলেও, আয় কমে দশ হাজার। সূর্যর প্রথম কোচ আরও বলেছেন, 'চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের কথা বলতে পারিনি পরিবারের লোককেও। শুধু সূর্যকে সবকিছু জানিয়েছি। বলেছি, কাদের জন্য আমার চাকরি গিয়েছে।' ছাঁটাইয়ের সঙ্গে জুটেছে অপমানও। বারবার ডেকে পাঠিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে। কথা বলার প্রয়োজন মনে করেনি কর্তৃপক্ষ। খবর সামনে আসার পর অবশ্য ঢোঁক গিলছে কর্তৃপক্ষ। সংস্থার অন্যতম শীর্ষকর্তা দাবি করেছেন, ভুল বোঝাবুঝির কারণে এসব হয়েছে। সূর্যর কোচকে সম্মান জানিয়েই পুরোনো কাজে ফেরানো হবে। তবে অশোক জানান, বর্তমানে চেম্বুরে ইন্ডোরে উঠতি ক্রিকেটারদের নিয়ে কাজ করছেন। সেটাই চালিয়ে যেতে চান। অর্থকে কখনও অগ্রাধিকার দেননি। পাশাপাশি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য সূর্যর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। স্কাই ইতিবাচক এই ব্যাপারে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে ক্রিকেটার তৈরির কাজ নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে শুরু করবেন।

অস্ট্রেলিয়া দলে করোনা

-খবর এগারোর পাতায়

ভারত-ইস্যুতে আইসিসির দ্বারস্থ পিসিবি

কলম্বো, ২৩ জুলাই : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

কিছুদিন ধরে গোলাগুলি ছুড়লেও, বাস্তবটা ক্রমশ সামনে। ভারত যে আগামী বছর পাকিস্তানে দল পাঠাবে না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সদ্য সমাপ্ত আইসিসি বার্ষিক সভাতে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি সে পথে হাঁটেননি। মুখ বাঁচাতে বল আইসিসি-র কোর্টে ঠেলে দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন।

আইসিসি-কে 'শিখণ্ডি' করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বৈতরণি পারই এখন লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য বাজেট বরাদ্দ চূড়ান্ত। আয়োজক পাকিস্তানও প্রাথমিক খসরা সূচি প্রকাশ করেছে। কিন্তু ভারতের জন্য পুরো প্রক্রিয়া আটকে। পিসিবি-র তরফে জয় শা-দের সঙ্গে কথা বলে জট ছাড়ানোর চেষ্টা চালালেও তা সফল হয়নি। পাকিস্তানে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তেই অনড় বিসিসিআই। ভারতের যে অবস্থানের ফলে হাইব্রিড মডেলের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় দলের জন্য নিরপেক্ষ কোনও দেশে খেলার ব্যবস্থা করা হতে পারে।

প্রাক্তন হেডস্যরের প্রশংসায় অশ্বীন

রয়্যালসে ফিরছেন দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : নিজের পুরোনো আইপিএল দল রাজস্থান রয়্যালসে নতুন ভূমিকায় সম্ভবত ফিরতে চলেছেন রাহুল দ্রাবিড়। কলকাতা নাইট রাইডার্স সহ একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি বিশ্বজয়ী কোচকে পেতে আগ্রহী। যদিও সূত্রের দাবি, সব কিছু ঠিকঠাক চললে মেগা লিগের গোলাপি ব্রিগেডের ডাগআউটে দেখা যাবে 'দ্য ওয়াল'-কে।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মজার সুরে রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে তিনি বেকার। কোনও কাজ থাকলে বলবেন? দ্রাবিড়ের মজা করে বলা কথা লুফে নেয় একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিশ্বজয়ী কোচ তথা ভারতীয় কিংবদন্তিকে পেতে মাঠে নেমে পড়ে। তবে অতীত সম্পর্কের জেরে সবার আগে সঞ্জু স্যামসনের আইপিএল টিম।

২০১১ সালে রাজস্থান রয়্যালসে অধিনায়ক হিসেবে যোগ দেন। বছর তিনেক খেলার পর আইপিএলকেও গুডবাই জানান দ্রাবিড়। পরের বছরই অবশ্য দলের মেন্টর হয়ে প্রত্যাবর্তন। সবকিছু ঠিকঠাক চললে এবার মোটা অঙ্কের বিনিময়েই গোলাপি ব্রিগেডের হেডকোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা

> আমার কাছে সেরা মুহূর্ত, যখন দ্রাবিড়কে ডেকে নিয়ে বিরাট কোহলি হাতে কাপ তুলে দেয়। দেখেছিলাম কাপকে জড়িয়ে ধরে দ্রাবিড়কে কাঁদতে। দৃশ্য উপভোগ করেছি, অনুভবও করেছি।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

ইতিবাচক। খুব শীঘ্রই সরকারিভাবে কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের নাম ঘোষণা করা হবে।

দ্রাবিড়ও দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। পরিবারকে বাড়তি সময় দিতে চান। বিশেষত, দুই পুত্র সমিত ও অন্বয় ইতিমধ্যেই বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাইশ গজে ছাপ রাখতে শুরু করেছেন। অগ্রাধিকারের তালিকায় দুই পুত্রও রয়েছেন। তাই মাস দুয়েকের আইপিএল-দায়িত্বের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন স্বয়ং দ্রাবিড়ও।

প্রাথমিকভাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দিতে পারেন বলে শোনা গিয়েছিল। গৌতম গম্ভীরের শূন্যস্থানে 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'-কে পেতে আগ্রহ দেখায় শাহরুখ খান ব্রিগেড। কিন্তু রাজস্থান রয়্যালস আসরে নামার পর পুরোনো দলে ফেরার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন দ্রাবিড়ও। সঞ্জুদের দায়িত্ব দ্রাবিড় নিলে বর্তমান হেডকোচ কুমার সাঙ্গাকারার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়েও জল্পনা থাকছে।

বিশ্বকাপ নিয়ে দ্রাবিড়ের উচ্ছ্বাস, আবেগের কথা রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মুখে। বিশ্বজয়ের স্মৃতিরোমন্থন করে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'আমার কাছে সেরা মুহূর্ত, যখন দ্রাবিড়কে ডেকে নিয়ে বিরাট কোহলি হাতে কাপ তুলে দেয়। দেখেছিলাম কাপকে জড়িয়ে ধরে দ্রাবিড়কে কাঁদতে। দৃশ্য উপভোগ করেছি, অনুভবও করেছি। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে অধিনায়ক ছিলেন। ভারত গ্রুপ লিগ থেকেই ছিটকে যায়। এরপর আর ওডিআই দলকে নেতৃত্ব দেয়নি। জানি হেডকোচের দায়িত্ব নিয়ে গত ২-৩ বছর কী পরিশ্রম করেছেন। এমনকি বাড়িতে বসেও দল নিয়ে পরিকল্পনা করেছেন।'

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন ₹ দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় রাই - কে 26.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 56669 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার স্বপ্ন ছিল কোটিপতি হওয়ার কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায় তা ভেবে আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। ডিয়ার লটারি আমার জীবনে ত্রানকর্তা হিসাবে কাজ করেছে এবং খুব অল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়েছে। এটা খুবই আনন্দমুখর মুহূর্ত ছিল যখন আমি জানতে পারলাম আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।